সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ০৯-১০
০২ ডিসেম্বর-২০২৪
সোমবার

সুলতান শরীফ আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রুনাই

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৬
* সংখ্যা : ০৯-১০
* বার : সোমবার

◈০২ ডিসেম্বর- ২০২৪ ঈসায়ী
◈১৭ অগ্রহায়ণ- ১৪৩১ বাংলা
◈২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **আল কুরআনুল হাকীম:**
  - ❖ **সত্যপথ ও ভ্রান্তপথ সুস্পষ্ট : ধর্মে নেই কোনো জোর-জবরদস্তি!**
    আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- ✍ **হাদীসে রাসূল ﷺ:**
  - ❖ **ইসলামে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
- ✍ **প্রবন্ধ:**
  - ❖ **প্রতারণার কুটজাল: বিব্রত নাগরিক সমাজ**
    আবূ সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী- ১১
  - ❖ **আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে আদল ও ইনসাফ**
    হাফিয শাইখ ড. মুহা. রফিকুল ইসলাম মাদানী- ১৩
  - ❖ **ইবাদতের মৌসুম শীতকাল**
    মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম- ১৭
- ✍ **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক নিহত লোকদের ঘটনা**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ২০
- ✍ **বিশেষ মাসায়িল** ২২
- ✍ **প্রাসঙ্গিক ভাবনা :**
  - ❖ **“ইসকনের বর্বরতা : বাংলায় জয় শ্রী রামের সুর”**
    তানযীল আহমাদ- ২৩
- ✍ **নিভৃত ভাবনা :**
  - ❖ **‘উমরাহ্ পালনের অভিজ্ঞতা এবং কিছু জিজ্ঞাসা**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ২৮
- ✍ **সমাজ চিন্তা :**
  - ❖ **সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুবকদের ভূমিকা**
    সংকলনে : মুহাম্মদ রমজান মিয়া- ৩২
- ✍ **আলোর পরশ** ৩৭
- ✍ **জমঈয়ত সংবাদ** ৪১
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৩
- ☐ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৬

সম্পাদকীয়

মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টার কেন্দ্রীয় জমঈয়ত অফিস পরিদর্শন

গত ৩০ নভেম্বর ২০২৪ শনিবার মধ্যাহ্নের অব্যবহিত পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"-এর কেন্দ্রীয় দফতর পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি জমঈয়তের সুবিন্যস্ত কেন্দ্রীয় দফতর দেখে বিমোহিত হন। আহলে হাদীসগণের অতীত গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত আছেন। যুগ যুগ ধরে আহলে হাদীসগণ বাংলাভাষাবাসী মানুষের মাঝে ইসলামের অবিমিশ্র দা'ওয়াত অবিরত দিয়ে চলেছেন। প্রচলিত রাজনীতির বাইরে থেকে নিজ ঐতিহ্যের ওপর অটল-অবিচল থাকা বড়োই কঠিন। আহলে হাদীসগণ এ কঠিন কার্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিরন্তরভাবে চালিয়ে আসছেন। প্রথমে মাননীয় উপদেষ্টা প্রাচীন বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ "মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া" পরিদর্শন করেন। এটি সেই মাদ্‌রাসা যেখান থেকে প্রতিবছর ডজন ডজন মেধাবী ছাত্র উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ফুল-ফ্রি স্কলারশিপসহ মধ্যপ্রাচ্যের নামিদামি বিদ্যাপীঠ বিশেষত: সউদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন এবং করছেন। মাননীয় উপদেষ্টা ঐতিহ্যবাহী এই মাদ্‌রাসার শিক্ষাক্রম, পাঠদান ও গবেষণা পদ্ধতি এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সমারোহ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অতঃপর বাদ যোহর জমঈয়ত প্রাঙ্গণে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টা প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক-এর সভাপতিত্বে এ সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জমঈয়তের সহ-সভাপতি যথাক্রমে সাবেক আইজিপি মোহাম্মাদ রুহুল আমীন, আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন, প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী, প্রফেসর ড. মো. ওসমান গণী, সেক্রেটরি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানীসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বিভাগীয় সেক্রেটারিগণ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

স্বাগত বক্তব্যে সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী বলেন, ইসলাম, মুসলিম ও দেশের প্রয়োজনে যখনই কোনো ঐক্যের ডাক আসবে, আহলে হাদীসগণ সর্বাগ্রে সাড়া দেবে। কেননা, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ভিত্তিতে ঐক্য কামনা আহলে হাদীসগণের অনন্য বৈশিষ্ট্য। তারা কখনও কোনোপ্রকার ফেরকাবন্দীতে বিশ্বাসী নন। এই সময় অন্তবর্তী সরকারের মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টা ও সুধীবৃন্দের সামনে জমঈয়তের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের স্থিরচিত্র সম্বলিত একটি ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় উপদেষ্টা ড. আ.ফ.ম খালিদ হোসেন বলেন, আমি আহলে হাদীসগণের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত আছি। দেশ বিভক্তির বহুকাল পূর্ব হতে বিশেষত ১৯৪৬ সাল থেকে "জমঈয়তে আহলে হাদীস" কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রচার ও প্রসারের কাজ নিরলসভাবে চালিয়ে আসছে। এ সংগঠনের অবদান কোনোভাবে অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের মাঝে ছোটো ছোটো বিষয়ে কিছু বিতর্ক ও মতানৈক্য থাকতে পারে। তাই বলে মৌলিক বিষয়ে আমাদের মাঝে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে আরও সুসংঘটিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী একজন সহজ সরল উদারপ্রাণ আলেমে দ্বীন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ে এরকম যোগ্য কোনো মন্ত্রী বা দায়িত্বশীল আমরা পায়নি। তাই এ সুবর্ণসুযোগকে যথাযথ কাজে লাগানো প্রয়োজন। তবেই এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম যারপর নেই উপকৃত হবে। আমরা মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টার কাছে গঠনমূলক সংস্কার প্রত্যাশা করি। এ সময় মাননীয় সভাপতি "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"-এর পক্ষ হতে সরকারের কাছে কতিপয় দাবি তুলে ধরেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধের সংযুক্তকরণ, শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষার সংযুক্তি, ইসলাম প্রচার-প্রসারে সকলপ্রকার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ইত্যাদি।

সংবর্ধনা সভায় এক পর্যায়ে প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মাদ্‌রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবিয়া, যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলে হাদীস তালীমী বোর্ড-এর পক্ষ হতে মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টাকে পৃথক পৃথক সম্মাননা স্মারক উপহার দেওয়া হয়। আমরা মনে করি- দেশের কল্যাণে আদর্শ সমাজ গঠনে দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টার মাদ্‌রাসা ও ইসলামী সংগঠনগুলোর অফিস পরিদর্শনে ঐক্যের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

আল কুরআনুল হাকীম

সত্যপথ ও ভ্রান্তপথ সুস্পষ্ট : ধর্মে নেই কোনো জোর-জবরদস্তি!

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা'আলার অমিয় বাণী

﴿لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

সরল বাংলা অনুবাদ

"ধর্মের জন্য কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সত্যপথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্তপথ হতে। সুতরাং যে তাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা কখনো ভাঙবে না। আর আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।"[১]

বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শব্দের বিশ্লেষণ

الدِّيْنِ -এটি একটি আরবি শব্দ, যা প্রধানত ইসলাম ধর্মের সাথে অধিক সম্পৃক্ত, পাশাপাশি আরব খ্রিষ্টানরাও তাদের উপাসনার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করে। একে প্রায়শই "ধর্ম" হিসেবে অনুবাদ করা হয়। কিন্তু ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কুরআনে শব্দটি দ্বারা একজন ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমের জন্য পালনীয় পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে, যা কুরআন ও হাদীস হতে প্রাপ্ত শিক্ষা, আদর্শ ও নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে। ইসলামী শরীয়ায় আইনকেও অনেক সময় দ্বীন হিসেবে নির্দেশ করা হয়। কিছু মুসলিমের মতে, দ্বীন শব্দটির প্রয়োগ হলো শুধু মুসলিমদের ধর্মীয় জীবন। আবার কিছু মুসলিমের মতে দ্বীনের প্রয়োগ সামষ্টিকভাবে মুসলিমদের জীবনের সকল শাখায় প্রযোজ্য হতে পারে।

الرُّشْدُ-এটি يرشد – رشد-এর مصدر ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। শব্দটি হেদায়াতের স্থলে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের কোনো কোনো স্থানে আবার এটি যোগ্যতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শব্দটি সঠিক পথ তথা হিদায়াত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

الْغَيِّ -এটি ক্রিয়ার অর্থে বিশেষ্য, اسم فعل অর্থ- গোমরাহী, কুপথগামিতা, ভ্রান্তপথ ইত্যাদি। ইমাম রাগেব বলেন– غَيٌّ শব্দ দ্বারা কখনও কখনও আজাব বুঝানো হয়। যেহেতু ভ্রান্তপথে ভ্রমণ আযাবের কারণ হয়ে থাকে।

الطَّاغُوْتِ -তাগূত শব্দটি (طغيان) তুগইয়ান থেকে গৃহীত, যার অর্থ হলো– সীমা অতিক্রম করা। তাগূত বলা হয়; প্রত্যেক বানানো মা'বূদ ও যার আনুগত্যকরতঃ বান্দা সীমা অতিক্রম করে তাকে। ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : তাগূত হলো প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার ইবাদত করা হয় এবং সে সেই ইবাদতে খুশি। সুতরাং যে সকল ব্যক্তির ইবাদত করা হয় এবং তারা যদি সে ইবাদতের দিকে আহ্বান করে ও সন্তুষ্ট থাকে তাহলে এরা সবাই তাগূত। অনুরূপ মুশরিকদের দেব-দেবী ও প্রতিমাকে এবং মহান আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্তকারী সবকিছুকেই তাগূত বলে।

الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى অর্থ : মজবুত/শক্ত রশি। এ মজবুত/শক্ত রশি (الْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى) দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে এ নিয়ে কয়েকটি বক্তব্য পাওয়া যায়। (১) ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), সা'ঈদ বিন যুবাইর ও যাহহাক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : শক্ত রশি হলো লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। (২) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, শক্ত রশি হলো– আল কুরআন। (৩) মুজাহিদ বলেন : শক্ত রশি হলো– ঈমান। (৪) সুদ্দী বলেন : শক্ত রশি হলো– ইসলাম। এছাড়াও এর আরো অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। সকল বর্ণনার অর্থ মূলতঃ একটি অর্থের দিকেই ফিরে যায় আর তা হলো– দীন ইসলাম।[২]

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতটি মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীমের সর্ববৃহৎ সূরা, সূরা আল বাক্বারাহ'র ১৫৬ নং আয়াত।

★ *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল বাক্বারাহ : ২৫৬।*

[২] *তাফসীর কুরতুবী- ২/২১৫।*

শানে নুযূল

এ আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩] একটি বর্ণনায় আছে-ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মদীনার আনসারদের কিছু যুবক ছেলে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিল। পরে যখন আনসাররা ইসলাম গ্রহণ করল, তখন তারা তাদের ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়া সন্তানদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে চাইল। এরই প্রেক্ষিতে উল্লেখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অন্য বর্ণনায় এসেছে– ইবনু 'আব্বাস (রযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈকা মহিলার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে মারা যেত। একদা সে মহিলা মানত করল, এবার তার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে জীবিত থাকলে তাকে ইয়াহুদী বানাবে। যখন বানী নাযীরকে দেশান্তর করে দেয়া হয় তখন তাদের মধ্যে কিছু আনসারের সন্তান ছিল। আনসাররা বলল– আমরা আমাদের সন্তানদের যেতে দেব না। (বরং ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে এখানে রেখে দেব।) তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৪]

আলোচ্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। **এক-** ধর্মগ্রহণ। এটি মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হবে। জোর-জবরদস্তি করে কাউকে কোনো ধর্মে দীক্ষিত করা যাবে না। **দুই-** হিদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। কোনটি হিদায়াত আর কোনটি গোমরাহী এবং কোনটির ফলাফল কী তা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। সুতরাং যে যেটি চায় গ্রহণ করতে পারে। **তিন-** তাগূতকে পরিহার। ঈমান আর তাগূত একসাথে থাকতে পারে না। তাই ঈমান গ্রহণের পূর্বেই তাগূতকে পরিহার করতে বলা হয়েছে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

ব্যাখ্যা : (ইসলাম) ধর্মে (গ্রহণ করার ব্যাপারে) কোনো বাধ্যবাধকতা (আরোপের কোনো স্থান) নেই, (কেননা) হেদায়াত নিশ্চয়ই গোমরাহী হতে পৃথক হয়ে গেছে। অর্থাৎ- ইসলামের সত্যতা প্রকাশ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাতে জোর করার কোনো স্থান নেই। اِكْرَاهَ (ইকরাহ্) বলা হয় কাউকে অপছন্দনীয় কাজে বাধ্য করাকে। আর ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে তখন তাতে জোর-জবরদস্তি করে কাউকে প্রবেশ করাতে হয় না; বরং যারা ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় তারা স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়েই ইসলামে প্রবেশ করে।

কোন কোনো লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, দ্বীন গ্রহণে কোনো বলপ্রয়োগ নেই। অথচ দ্বীন ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে? একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, ইসলামে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি। যদি তাই হত, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইসলামে যুদ্ধ-জিহাদ ফিৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যেই করা হয়।

ইসলামে জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সেসব মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে। ইসলামের এ কার্যপদ্ধতিতেও বুঝা যায় যে, ইসলাম জিহাদ ও যুদ্ধের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না; বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায় অনাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ-যুদ্ধের নির্দেশ ﴿لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ﴾ আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আবার কোনো কোনো নামধারী মুসলিম ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাদেরকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা ﴿لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ﴾ আয়াতাংশটি উপস্থাপন করে বলে– দ্বীন-ধর্মে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। তারা জানে না যে, এ আয়াত দ্বারা যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি শুধু তাদেরকে জোর করে ইসলামে আনা যাবে না বলা হয়েছে। কিন্তু মুসলিমগণ হুকুম-আহকাম মানতে বাধ্য। এখানে শুধু জোর-জবরদস্তিই নয়, উপরন্তু শরীআত না মানার শাস্তিও ইসলামে নির্ধারিত। এমনকি তাদের সাথে যুদ্ধ করে হলেও তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় আইন মানতে বাধ্য করানোও অন্যান্য মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব। তাই আবূ বকর সিদ্দীক (রযিয়াল্লা-হু আনহু) তার খিলাফতকালে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

﴿فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ٭ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতের বর্ণনারীতি এ কথা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের পূর্বেই তাগূতকে

---

[৩] *ফাতহুল বারী- ১/৩৭৭।*

[৪] *লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবে নুযূল- পৃ. ৫৬; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৬৮২, শাইখ আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন।*

পরিহার করতে হবে। আর ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় তাগূত বলা হয়ে থাকে এমন প্রত্যেক ইবাদতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তাকে, যার ব্যাপারে ইবাদতকারী বা অনুসরণকারী অথবা আনুগত্যকারী তার বৈধ সীমা অতিক্রম করেছে আর ইবাদতকৃত বা অনুসৃত অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে বা সেদিকে আহ্বান করেছে।[৫]

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি যে, তাগূত এমন বান্দাকে বলা হয়. যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভূ ও ইলাহ হবার দাবিদার সাজে এবং মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। মহান আল্লাহর মোকাবিলায় বান্দার প্রভূত্বের দাবিদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বান্দা নীতগতভাবে তার শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু কার্যত তার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় "ফাসেকী"। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে মহান আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করে থাকে। একে বলা হয় "কুফ্‌র ও শির্‌ক"। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এ শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌঁছে যায়, তাকেই বলা হয় তাগূত।

এ ধরণের তাগূত অনেক রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ তাগূত ওলামায়ে কেরাম পাঁচ প্রকার উল্লেখ করেছেন।

(১) শয়তান, সে হচ্ছে সকল প্রকার তাগূতের সরদার। যেহেতু সে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিরত রাখে তার ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে থাকে, সেহেতু সেই হলো বড় তাগূত।

(২) যে গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে বলে দাবি করে বা অদৃশ্যের সংবাদ মানুষের সামনে পেশ করে থাকে। এরা হলো– গণক, জ্যোতিষী প্রমূখ।

(৩) যে মহান আল্লাহর বিধানে বিচার ফয়সালা না করে মানব রচিত বিধানে বিচার-ফয়সালা করাকে মহান আল্লাহর বিধানের সমপর্যায়ের অথবা মহান আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করে থাকে। অথবা মহান আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে বা মানুষের জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করাকে নিজের জন্য বৈধ মনে করে এমন রাজনীতিবিদ, নেতা-নেত্রী ও বিচারক।

(৪) যার ইবাদত করা হয় আর সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে। যেমন- পীর, ফকির ও দরবেশ।

(৫) যে মানুষকে নিজের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে থাকে। এছাড়াও তাগূত আরো অনেক রয়েছে।[৬]

এই তাগূতকে পরিহার করে যারা মহান আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সেহেতু তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে কোনো শক্তি দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এটি এমন দড়ি ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোনো রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র অনুরূপ কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে তাও তদ্রূপ স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ তা'আলা হলেন সর্বশ্রোতা তার থেকে কোনোকিছু গোপন নেই। তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, যার জ্ঞানের সমুদ্র কল্পনা করার ক্ষমতাও আমাদের কারো নেই।

আয়াতের শিক্ষাসমূহ

এক- কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না, ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর কবুল করা না করা তার ইখতিয়ার।

দুই- কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ না করে মুসলিমদের অধীনে থাকতে চায় তাহলে তাকে জিযিয়া দিয়ে থাকতে হবে।

তিন- ইসলামই একমাত্র সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (ধর্ম) যা চূড়ান্ত সুপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

চার- ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে প্রথমে তাগূতকে বর্জন করতে হবে। তারপর মহান আল্লাহর প্রতি ও মহান আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে।

পাঁচ- দুনিয়া ও পরকালে মুক্তির একমাত্র রজ্জু হলো ইসলাম, যা কেউ ধারণ করলে পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো আশংকা নেই। ☒

[৫] *ইলমুল মু'আক্কোয়ীন- ইবনুল কাইয়্যেম।*

[৬] *কিতাবুত তাওহীদ।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

ইসলামে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমীয় বাণী

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُوْمَ تقوم حَتّٰى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ.

সরল বাংলা অনুবাদ

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোনো গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপণ করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপণ করে ফেলে।[৭]

রাবি পরিচিতি

নাম- আনাস, **পিতা-** মালিক, **দাদা-** নাযার, **মাতা-** উম্মু সুলাইম/উম্মু হারাম বিনতু মিলহান। তিনি ৬১২ মতান্তরে ৬১৪ ঈসায়ী সনে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন। তিনি ছিলেন মদিনার খাজরাজ গোত্রের আনসার সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিজরতের সময় তার বয়স ছিল ১০ বছর। তিনি একাধারে ১০ বছর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্য বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেছিলেন। তিনি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে ৮টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন– হুদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিদায় হজ্জ ও বাইয়াতে রিযওয়ানে রাসূল (ﷺ)-এর সাথী ছিলেন। তিনি রাসূল (ﷺ) থেকে ২২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন, তন্মধ্যে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐক্যমতে ১৮০টি এবং সহীহুল বুখারী এককভাবে ৮০টি এবং সহীহ মুসলিমে ৯০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি খলিফাতুল মুসলিমীন আবূ বক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সময়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১০৩ বছর বয়সে, ৯১ হিজরিতে বসরায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা

বৃক্ষরাজি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামতগুলোর অন্যতম। গাছপালা ও নানা রকম ফলদ বৃক্ষের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জীবনোপকরণের উপাদান দান করে থাকেন এবং বৃক্ষরাজি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীকে সুশোভিত ও অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। বৃক্ষ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍۙ○ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ○ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ﴾

"আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি ও তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং ওতে উদ্গত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। প্রত্যেক বিনীত ব্যক্তির জন্যে জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ। আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি।"[৮]

রিয্‌কের মূল উৎস হলো গাছ : আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

﴿وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ○ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۙ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ○ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ﴾

"এবং আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি সেটা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম। অতঃপর আমি সেটা দ্বারা তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল; আর সেটা হতে তোমরা আহার করে থাকো; এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন।"[৯]

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[৭] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১২৯৮১; সহীহুল জামে'- হা. ১৪২৪।*

[৮] *সূরা ক্বা-ফ : ৭-৯।*

[৯] *সূরা আল মু'মিনূন : ১৮-২০।*

এছাড়া পশু পাখিরও খাবার এ বৃক্ষ হতে আসে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾

"তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ও পতিত যমীনে পানি প্রবাহিত করি, তারপর তার সাহায্যে শস্য উৎপাদন করি, তা থেকে খায় তাদের চতুষ্পদ জন্তুরা (চার পা-বিশিষ্ট পশু) এবং তারা নিজেরাও। তবে কি তারা দেখে না?"[১০]

বৃক্ষরোপণ সাদাক্বাহ্ : বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যায় শুধু পরিবেশই রক্ষা হয় না; বরং এ কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে অনেক সওয়াবও অর্জন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বৃক্ষরোপণের ফযীলত উল্লেখ করে সাহাবিদের উৎসাহ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, যে কোনো মুসলিম ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোনো ফসল ফলায় আর তা হতে পাখি কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ হতে সাদাক্বাহ্ বলে গণ্য হবে।[১১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বৃক্ষরোপণের প্রতি সাহাবিদের উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– 'যে ব্যক্তি কোনো বৃক্ষ রোপণ করে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাকে ওই বৃক্ষের ফলের সমপরিমাণ প্রতিদান দান করবেন।'[১২]

বৃক্ষরোপণকে 'সাদাক্বায়ে জারিয়া' বা প্রবহমান দান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

سَبْعَةٌ يَجْرِيْ لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِيْ قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا أَوْ كَرَى نَهَرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا أَوْ غَرَسَ نَخْلاً أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

মানুষের মৃত্যুর পর তার কবরে ৭টি নেক 'আমলের সওয়াব জারি থাকে– (১) যে ব্যক্তি (উপকারী) 'ইল্‌ম শিক্ষা দিলো, (২) খাল-নালা প্রবাহিত করল, (৩) কুপ খনন করল, (৪) ফলবান বৃক্ষ রোপণ করল, (৫) মসজিদ নির্মাণ করল, (৬) কুরআনের উত্তরাধিকারী বানাল অথবা (৭) এমন সুসন্তান রেখে গেল, যে মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা উম্মু মাবাদের বাগানে প্রবেশ করেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মু মাবাদ! এ গাছ কে রোপণ করেছে? কোনো মুসলমান, না কাফের? সে বলল, মুসলমান রোপণ করেছে। তখন তিনি বললেন–

فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

কোনো মুসলমান যদি বৃক্ষরোপণ করে, আর তা থেকে মানুষ কিংবা চতুষ্পদ প্রাণী অথবা পাখি কিছু ভক্ষণ করে, তবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার জন্য তা সাদাক্বাহ্স্বরূপ থাকবে।[১৪] কারো গাছের ফল অন্য কেউ না বলে খেলেও সাদাক্বাহ্ হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

কোনো মুসলিম যদি বৃক্ষ রোপণ করে, অতঃপর তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্য সাদাক্বাহ্স্বরূপ। যা কিছু চুরি হয়ে যায়, তা সাদাক্বাহ্। হিংস্র পশু যা খেয়ে নেয়, তা সাদাক্বাহ্। সেখান থেকে পাখি যা খায়, তা সাদাক্বাহ্। আর কেউ ক্ষতি সাধন করলে সেটাও তার জন্য সাদাক্বাহ্ হিসাবে গণ্য হয়।[১৫]

ইসলামে অপ্রয়োজনে বৃক্ষ নিধনের শাস্তি : গণমাধ্যমে প্রায়ই অকারণে বৃক্ষ নিধনের খবর প্রকাশিত হয়, যা খুবই নিন্দনীয়। যে উপকারী বৃক্ষ আমাদের বাসযোগ্য পরিবেশ গঠনে সহায়তা করছে, তা অহেতুক কর্তন করা কোনো বিবেকবান সচেতন মানুষের কাজ হতে পারে না। এভাবে বৃক্ষ নিধন হতে থাকলে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশের একসময় ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটবে। আজকের

[১০] *সূরা আস্ সাজদাহ্ : ২৭।*
[১১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৩২০।*
[১২] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৩৫৬৭।*
[১৩] *বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান, হা. ৩১৭৫; সহীহুত্ তারগীব- হা. ৭৩।*
[১৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৫২; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৩০২২।*
[১৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৫২।*

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষনিধনের বিরুদ্ধে কিছুটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে অথচ আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দ শ' বছর আগেই ইসলাম অহেতুক বৃক্ষনিধনে কঠোরতা আরোপ করেছিল। রাসূল (ﷺ) বলেছেন–

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ سُئِلَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: هَذَا الْحَدِيْثُ مُخْتَصَرٌ، يَعْنِيْ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيْلِ، وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا، وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ.

'যে ব্যক্তি কোনো বরইগাছ কাটবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রহিমাহুল্লাহ)-কে এ হাদীসের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ হাদীসের বক্তব্যটি সংক্ষিপ্ত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি অকারণে বা অন্যায়ভাবে মরুভূমির কোনো বরইগাছ কাটবে, যেখানে পথিক বা কোনো প্রাণী ছায়া গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'[১৬]

এমনকি নবী (ﷺ)-সহ পরবর্তী সব খলিফা সৈন্যদের প্রতিপক্ষের কোনো গাছপালা বা শস্যক্ষেত্র ধ্বংস না করতে নির্দেশ দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন, 'তোমরা কোনো বৃক্ষ উৎপাটন করবে না'।[১৭]

বৃক্ষের অপরিহার্যতা : শিশুর পুষ্টি ও সুষম বিকাশের জন্য মাতৃদুগ্ধ যেমন অপরিহার্য, তেমনি জীববৈচিত্র ও পরিবেশ রক্ষার জন্যও বৃক্ষ অপরিহার্য। পরিবেশ শান্ত-শীতল ও মনোমুগ্ধকর রাখে বৃক্ষ। বৃক্ষ আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি। পৃথিবীর শোভাবর্ধনে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। চৈত্রের খরতাপে বৃক্ষের ঝিরিঝিরি বাতাস আমাদের দেহ-মন শীতল করে। নির্মল বায়ু স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত রৌদ্রে বৃক্ষছায়া প্রশান্তি ও স্বস্তি আনে। প্রচুর পরিমাণ বৃক্ষ থাকলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। ফলে মানুষ সহজে রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় না। জমির উর্বরশক্তি ও ফলন বাড়াতে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। এমনকি গবাদিপশুর জন্য ঘাসের উৎপাদন বাড়াতেও রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন–

لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ.

'তোমাদের কেউ যেন ঘাস উৎপাদনে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে কাউকে বাধা না দেয়।'[১৮]

গাছের ডালপালা দিয়ে মিসওয়াক : মিসওয়াক করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। মুখকে পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখার জন্য এবং রোগ-জীবাণু থেকে বাঁচানোর জন্য সর্বদা দাঁত পরিষ্কার রাখা জরুরি। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ.

'মিসওয়াক হলো মুখ পরিষ্কারকারী এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়।'[১৯]

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বৃক্ষ রোপণের আবশ্যকতা : উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় অবিরাম ছুটে চলছে। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলো নিজেদেরকে আরও সমৃদ্ধশালী করতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এসব করতে গিয়ে সমস্ত চাপ এসে পড়ছে বনাঞ্চলের ওপর। উন্নত দেশগুলোতে অধিক হারে বৃক্ষ নিধনের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তরে ফাটল ধরছে। যার ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত নিত্য-নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই সকল সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে বেশি বেশি বৃক্ষরোপণ করতে হবে।

আবহাওয়া পরিবর্তন রোধে বৃক্ষরোপণ : বৃক্ষের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আবহাওয়ার আচরণ বদলে যাচ্ছে। গরমের সময় ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডার সময় গরম পড়ে, বর্ষাকালে স্বল্প পরিমাণে বৃষ্টি হয়। আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। তাই পরিবেশ বাঁচাতে বৃক্ষ রোপণের বিকল্প নেই। মাদ্‌রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা যেতে পারে। 'পাঠচক্র' বা 'বই মেলা'র ন্যায় 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি' পালন করা যেতে পারে। মাদ্‌রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

গ্রীনহাউজ ইফেক্ট প্রতিরোধে বৃক্ষরোপণ : বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা মতে, পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত বরফের চাদরে আচ্ছাদিত মহাদেশ এন্টার্কটিকা থেকে প্রতি বছর

[১৬] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫২৩৯।*
[১৭] *মুসান্নাফে 'আব্দুর রাজ্জাক- হা. ৯৪৩০।*
[১৮] *সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ২৪৭৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৬৬।*
[১৯] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৪৩৭৭; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৫।*

ষোল হাজার কোটি টন বরফ গলে যাচ্ছে। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে উপকূলীয় অঞ্চলগুলো ডুবে যাওয়ার আশংকা দেখা দিচ্ছে। আর সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি যদি ১ মিটারও বাড়ে, তাহলে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ, বিশেষ করে মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর বহুলাংশ ১০ ফুট পানির নীচে তলিয়ে যেতে পারে। এর থেকে রেহাই পেতে হলে আমাদেরকে অধিকহারে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। কেননা এই বৃক্ষকুল গ্রীনহাউজ ইফেক্ট ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধ করে পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বায়ুদূষণ রোধে বৃক্ষরোপণ : বৃক্ষ পরিবেশ থেকে ক্ষতিকর কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন নিঃসরণ করে। কিন্তু অধিকহারে বৃক্ষ নিধনের ফলে দিন দিন বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃক্ষহীনতার ফলে বায়ু দূষণের জন্য দায়ী অন্যান্য উৎসগুলোকেও পরিবেশ নিজ সক্ষমতায় পরিশোধন করতে পারছে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বায়ুদূষণ এবং এই কারণে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে বায়ুবাহিত বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগে। তাই বায়ুদূষণ এবং তার থেকে সৃষ্ট রোগবালাই থেকে মুক্ত থাকতে আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বনায়ন নিশ্চিত করতে হবে। বছরে একটি প্রাপ্তবয়স্ক বড় বৃক্ষ বাতাস থেকে ২৭ কেজির অধিক ক্ষতিকারক গ্যাস কার্বনডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং ১০টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সমপরিমাণ তাপ নিয়ন্ত্রণ করে আবহাওয়াকে নাতিশীতোষ্ণ রাখে। মহান আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্যের অন্যতম হলো বৃক্ষ থেকে অক্সিজেন তৈরি। বৃক্ষের সবুজ পাতার ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের সমন্বয়ে সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে এক ধরনের রন্ধন প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত এই কার্বনডাই অক্সাইড অক্সিজেনে পরিণত হয়। আর কার্বনডাই অক্সাইড বৃক্ষের জন্য শ্বসন ক্রিয়া ও শর্করা জাতীয় খাদ্যের যোগান দেয়।[২০]

ভূমির ক্ষয়রোধে বৃক্ষরোপণ : বনভূমি ধ্বংসের ফলে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষরা ও মরুকরণ দেখা দেয়। তাই ভূমিক্ষয় রোধের জন্য বৃক্ষরোপণ করা খুবই প্রয়োজন। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূমিক্ষয় রোধে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা আবশ্যক। সেজন্য বলা হয় যে, 'দেশের বায়ু দেশের মাটি, গাছ লাগিয়ে করবো খাঁটি'।

বজ্রপাত নিরোধে বৃক্ষরোপণ : বজ্রপাত নিরোধে তাল ও নারিকেল গাছ রোপণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বজ্রপাত নিরোধে তালগাছ রোপণ করে ইতোমধ্যেই সুফল পেয়েছে থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। আর এজন্যই বজ্রপাতের ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে দেশব্যাপী তালবীজ রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে যে, বজ্রপাতের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে দেশ জুড়েই তাল ও নারিকেল গাছ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছে পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। তাল ও নারিকেল পাতার আগা সূচালো হওয়ায় এগুলো বজ্রপাত রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সবুজ এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হলে বজ্রপাতে মৃত্যুর হার অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। শক্ত মজবূত গভীরমূলী বৃক্ষ বলে ঝড়-তুফান, টর্নেডো, বাতাস প্রতিরোধ এবং মাটির ক্ষয়রোধে তাল ও নারিকেল গাছের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রচলিত আছে যে, বজ্রপাত হলে সেটি তালগাছ বা অন্য বড় কোনো গাছের ওপর পড়ে। আর বজ্রপাতের বিদ্যুৎরশ্মি গাছ হয়ে তা মাটিতে চলে যায়। এতে মানুষের তেমন ক্ষয়-ক্ষতি হয় না।

শিক্ষাসমূহ

- অবাধে বৃক্ষ নিধনকারীদের প্রতিহত করতে হবে।
- নতুন নতুন বনভূমি গড়ে তুলতে হবে। পতিত জমি, সরকারি খাস জমি, নদীতীর, বাঁধ, পাহাড়ী এলাকা ও উপত্যকা, রাস্তা ও রেল লাইনের দু'পাশে এবং সমুদ্র উপকূলে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে।
- জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চারাবৃক্ষ বিতরণ, রোপণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।
- সরকারি তত্ত্বাবধানে বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
- ১টি বৃক্ষ কাটা হলে তদস্থলে কমপক্ষে ৩টি নতুন বৃক্ষ রোপণ করে সেই শূন্যতা পূরণ করতে হবে। সেই সাথে জ্বালানি কাঠের বিকল্প তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারিত করতে হবে। ☒

[২০] *রসায়ন- প্রথম পত্র, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী, ড. সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী এবং অধ্যাপক হারাধন নাগ, ঢাকা : হাসান বুক হাউস, চতুর্থ সংস্করণ-২০১৯।*

প্রবন্ধ

প্রতারণার কূটজাল : বিব্রত নাগরিক সমাজ

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[৩য় পর্ব]

ওই দূরত্বে নদীর ওপর বিনির্মিত ব্রিজের সংখ্যা অন্ততঃ ৫টি। ওই সকল ব্রিজ সম্প্রসারণ করেছে তিন লাইনবিশিষ্ট পরিসর মোতাবেক। অথচ আর একটু বাড়ালেই ডবল লাইন হতো। এতে করে পাশাপাশি আপ-ডাউন দু'টো ট্রেন চলতে পারতো। ব্যয়বহুল এই প্রকল্পটির দূরদর্শিতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সিঙ্গেল লাইন হওয়ার কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটি ট্রেন আসার অপেক্ষা বড়ই দুঃসহ।

সুপ্রিয় পাঠক! আমি কিন্তু প্রসঙ্গন্তরে যাইনি। প্লান-পরিকল্পনা কিংবা রিপোর্টিং-এ অসততার কারণে রেললাইন প্রতিস্থাপনে ভুল হয়েছে। সঠিক যাচাই-বাছাই কিংবা পরিবীক্ষণে ত্রুটি ও অসততার কারণে এমনটি ঘটেছে। ট্রান্সপ্যারেন্সি না থাকার কারণে সততা চাপা পড়ে গেছে। কোটি কোটি ডলারের অপচয় দেশটাকে মুমূর্ষের ভাগাড়ে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশে কাণ্ডের শেষ নেই। বালিশ কাণ্ড, ছাগল কাণ্ড ও ক্যাসিনো কাণ্ডের মতো শত শত কাণ্ডের কারখানা বাংলাদেশ। নানাবিধ জালিয়াতি ও ফাঁকিবাজির উর্বরা ভূমি বাংলা যেন নিজ পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। আজ থেকে প্রায় আড়াই শতককাল আগে ১৭৮৪ সালে স্যার জন শোর[২১] এক বিবরণীতে লিখেছিলেন– বাঙালিরা ভীরু এবং দাসসুলভ। নিজেরা অধঃস্তনদের কাছে উদ্ধৃত্ত। অথচ ওপরওয়ালার কাছে এরা বাধ্য থাকে। তবে যেখানে শাস্তির ভয় নেই সেখানে মনিবের কাছেও দুর্বিনীত হয়ে উঠে। মিথ্যা কথা বলতে এদের একটুও বাধে না। এরা মনে করে চালাকি ও কূটকৌশল জ্ঞানের পরিচায়ক। লোক ঠকানো ও ফাঁকি দেয়া জ্ঞানী লোকের গুণ। রায়ত থেকে আরম্ভ করে দেওয়ান পর্যন্ত সকলের কাজ হলো কথা গোপন করা; অন্যকে ফাঁকি দেয়া। একটা সাদা কথার ওপরে ওরা এমন একটা আবরণ জুড়ে দেয় যা মানুষি বুদ্ধির দ্বারা ভেদ করা কঠিন।

এর এক দশক পরে জনৈক চার্লস গ্রান্ট[২২] এশীয়বাসী ব্রিটিশ প্রজাকূলের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তার প্রতিবেদনে লিখেছেন- নেটিভদের স্বভাবচরিত্র অত্যন্ত শোচনীয়, অশ্রদ্ধা ও করুনার উদ্রেক করে। এদের মধ্যে সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার বড় অভাব। মিথ্যাচারিতা এদের এমন স্বভাব যে, যে কোনো সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। সাধারণ কাজেও লোক ঠকানো, ফাঁকি দেয়া, ধোঁকা দেয়া, চুরি করা, স্বাভাবিক অনাচার বলে মনে করে। সত্য ও সততার লজ্জাকর অপলাপ ঘটলেও সমাজে তার কোনো স্থায়ী বা গভীর প্রভাব পড়ে না।

ঋণ জালিয়াতি, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারীতে বিব্রত সমাজে কেন যেন কোনো স্থায়ী বা গভীর প্রভাবের ছাপ দেখা যায় না। প্রতারণার কূটজালে তাই বাঙালি সমাজ যে তিমিরে ছিল আজ সে তিমিরেই রয়ে গেছে। আফসোস!

সুপ্রিয় পাঠক! আফসোসের আহাজারিতে পরিবর্তন আসবে না, আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আপনাকে চালাতে হবে।

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[২১] তিনি লর্ড কর্নওয়ালিসের সহকারি ছিলেন এবং কর্নওয়ালিসের পর ২৮ অক্টোবর ১৭৯৩ সালে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। প্রথম কর্মজীবনে তিনি মুর্শিদাবাদ রাজস্ব বোর্ডের ও পরে রাজশাহীতে রেসিডেন্টের সহকারী হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন।

[২২] তিনি এ দেশে কোম্পানীর বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে ২০ বছর কাজ করেন। তিনি নিজেই বলেছেন- এ দেশে কাজ করার সময় তাঁর অধিকাংশ কাল কেটেছে প্রদেশের অভ্যন্তরে দেশীয় লোকদের মধ্যে। তৎকালে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী পুরুষ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সর্ববিষয়ে ঈশ্বর প্রেরিত প্রতিনিধি হিসেবেই তিনি কাজ করেছেন।

ভেবেছিলাম, কূটজাল, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যে সয়লাব তা নিয়ে আর লিখবো না। লিখেই বা লাভ কী? কিন্তু কথায় তো আছে 'সাধু-সাবধান'। জানান তো দিতেই হবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সাবধান হয়। আর শেখে। শুনেছি! কিয়ামতের ময়দানে একটা দল থাকবে ওরা হলো বোবা শয়তান। দুনিয়াতে তারা শুনতো, বুঝতো কিন্তু কিছুই বলতো না। আমরা অন্ততঃ সে দলটিকে অনুসরণ করতে চাই না; ঘৃণা করি।

হালে শিক্ষাক্ষেত্রে কুন্তিলক বৃত্তির যেন জোয়ার বইছে। একথা গত পর্বেই বলেছি। তবুও অসহনীয় কিছু ঘটনা পুনর্ব্যক্ত করতে হচ্ছে। জনৈকা বেবেকা সুলতানা, অনলাইনে পি-এইচডি করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি আমেরিকার প্রেসটন বিশ্ববিদ্যালয়। তদন্তে জানা গেছে –এ নামে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই নেই। জনা ছ'য়েক এমনিতরো বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি সাধের বিলাসী ডক্টরেট ডিগ্রী লুফে নিয়েছেন। প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেনও। গবেষণা প্রবন্ধ ছাড়াই পদোন্নতি। তাও প্রফেসর পদে। তন্মধ্যে একজন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক। ক'দিনের ব্যবধানে প্রফেসর! তা কী করে হয়? দেখভালের যেন কেউ নেই। জেনেছি, উনি আবার বাংলাদেশের ফার্স্ট লেডী!

মাত্র আজকের ইত্তেফাকে (১৭ নভেম্বর'২৪) প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, জাল সনদেই ১১ বছর যাবৎ জ্ঞান বিলিয়ে যাচ্ছেন জাল সনদধারী শিক্ষকবৃন্দ! শুধু তাই-না এটি প্রমাণিত হওয়ার পর তারাই আবার হাইকোর্ট বরাবর মামলা ঠুকেছেন স্কুল সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে। তারা বুঝাতে চাচ্ছেন তারা সনদ দিয়ে নয়; মেধা বলে সরাসরি নিয়োগ লাভ করেছেন। এ যেন 'চোরের মা'র গলা বড়'। সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী কী করা? শিক্ষা ক্ষেত্রে এমনি দৈন্য দশায় শিক্ষার কী অবস্থা, ঠাওরানোই যাচ্ছে না। ঢাকা পোস্টের খবর : ৬০ হাজার জাল সনদধারীকে চাকরি চ্যুত করাসহ পাঁচ দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট পালন করছেন এনটিআরসিএ নিবন্ধিত নিয়োগবঞ্চিত শিক্ষকরা। বিশেষ প্রক্রিয়ায় অন্যের রোল, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে জাল সনদ দেয়া হয়েছে এবং এটির সাথে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা জড়িয়ে আছে। শিক্ষার এই দশায় প্রমাণিত, জাতি মেরুদণ্ডহীন হতে চলেছে।

সেদিন এক কিতাবে পড়লাম, সাধারণ ও তুচ্ছ মিথ্যা কথাও কবীরা গুনাহ হয়। আর পরিকল্পিতভাবে ঠকানো কিংবা বিশাল প্রাপ্তির লোভে যদি মিথ্যা হয় তবে তো কথাই নেই। তাওবাহ্ ছাড়া ক্ষমা লাভের সুযোগ নেই। কিন্তু একি দেখছি– কী শিক্ষা, কী প্রশাসন, কী বিচার বিভাগ সর্বত্রই মিথ্যার সয়লাব। মিথ্যার বেসাতি সমগ্র সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মাত্র ক'দিন আগের খবর : ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদে এক ব্যাংকে ১৪৫ জনের চাকরি। জনৈক 'ম' আদ্যাক্ষরের প্রিন্সিপাল অফিসার ১৪ বছর দৌর্দণ্ড প্রতাপে চাকরি করেছেন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ দিয়ে। নিয়েছেন নানা সুযোগ-সুবিধা, আরো কত কি? সম্প্রতি তার ঠকবাজি ধরা পড়ে যায়। তার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ভয়াবহ জালিয়াতি। পিতা মীর মোশাররফ হোসেন। মুক্তিযোদ্ধা সনদ নকল। গেজেট নম্বর ভুয়া! এমনি নামে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে কোনো মুক্তিযোদ্ধা নেই। নিয়োগ বোর্ড তাকে কীভাবে নিয়োগ দিলেন? শুধু তাই-ই নয়, ওই ব্যাংকে আরো ১৪৪ জন চাকরি নিয়েছেন। তার মানে 'শর্ষে ফুলেই ভূত'। মোটা অংকের টাকা বাগিয়ে চাকরি প্রদানের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন নিয়োগ দানকারী কর্তৃপক্ষ। কথায় আছে, 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' –দেখুন আমরা কোথায় আছি! দেশমাতৃকা রক্ষার সংগ্রামে যে সকল মানুষ জানবাজি দিয়ে যুদ্ধ করেছে –আজ তাঁর নাম ও গেজেট ব্যবহার করে জাতিকে অপমান করছে।

এখানেই থেমে থাকেনি, অপবিত্রা দূষিত জল গোটা স্বাধীনতা যুদ্ধের জানবাজদের ধুয়ে ছেড়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় পুলিশ হয়ে 'হালাল' করছেন বাবাকে মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে। জনৈক 'র' আদ্যাক্ষরের ধুরন্ধর জওয়ান মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় ২০০১ সালে এএসপি হন। অথচ তাঁর পিতাকে ২০০৫ সালে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভূক্ত করেন। 'যেন বিয়ের আগে ছেলের জন্ম। সেই মুক্তিযোদ্ধা কোটার এএসপি আজ ডি আই জি। কতকটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে আদল ও ইনসাফ

–হাফিয শাইখ ড. মুহা. রফিকুল ইসলাম মাদানী*

আল্লাহ জাল্লা শানুহু। তিনি ন্যায়বিচারক, তিনি ন্যায় বিচার পছন্দ করেন, আর জুল্মকে ঘৃণা করেন এবং তিনি সেটা নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দান করছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করবে, তখন আদলের সাথে বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না সুন্দর উপদেশ দান করছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা।"[২৩]

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত 'আমল হতে 'উসমান ইবনু ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট বায়তুল্লাহর চাবি থাকতো। অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হলো রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন 'উসমান ইবনু ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে চাবি দিতে বলেন। কিন্তু 'উসমান ইবনু ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহর উপরে উঠে গেলেন এবং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মহানবীর নির্দেশ পালন কল্পে তার নিকট থেকে বলপূর্বক চাবি ছিনিয়ে নিয়ে হুযুরের হাতে অর্পণ করলেন। অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বায়তুলায় প্রবেশ করলেন এবং সেখানে নামায আদায় করে বেরিয়ে এলেন। তারপর পুনরায় 'উসমান ইবনু ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাতেই চাবি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। 'উসমান ইবনু ত্বালহাহ্ শেষ পর্যন্ত রাসূলের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। ফারুকে আযম 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, সে দিন যখন মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বায়তুল্লাহ থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি আবৃত হচ্ছিল :

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার আধিকারীর নিকট অর্পণ করে দাও।"[২৪]

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল হাকীমে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সর্ব অবস্থায় ন্যায়ভিত্তিক বিচার করার জন্য আদেশদান করেছেন। যেমন- ইরশাদ হচ্ছে–

"এরা (ইহুদীরা) মিথ্যা কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত ও হারাম ভক্ষণ করে। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মাঝে বিচার করেদিন, না হয় তাদের থেকে বিরত থাকুন। আর যদি আপনি তাদের থেকে বিরতই থাকেন, তবে তারা আপনার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার করেন, তবে ন্যায়ভাবে বিচার করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালোবাসেন।"[২৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্য হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন –যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।"[২৬]

আল্লাহ জাল্লা শানুহু ন্যায়বিচার করার ব্যাপারে এত বেশি তাকিদ দান করেছেন যে, নিজ আত্মীয় বা নিজের বিরুদ্ধে গেলেও ন্যায়বিচার করতেই হবে। যেমন- তিনি বলেন :

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান করো, যদিও তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশি। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা বর্ণনায় বক্রতা অবলম্বন করো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম অবগত আছেন।"[২৭]

আর আদল বা ন্যায়বিচার তাক্বওয়ার নিকটতম বলেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল কুরআনের মধ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন। যেমন- তিনি বলেন :

---

* *সিনিয়ার শিক্ষক, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[২৩] *সূরা আন্ নিসা : ৫৮।*

[২৪] *সূরা আন্ নিসা : ৫৮।*

[২৫] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪২।*

[২৬] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৯০।*

[২৭] *সূরা আন্ নিসা : ১৩৫।*

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনোও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না, সুবিচার করো। এটাই আল্লাহ ভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।"[২৮]

উপরোল্লিখিত সূরা আন্ নিসা ও সূরা আল মায়িদার উভয় আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। **(এক)** শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাকো। আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারো শত্রুতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। **(দুই)** সত্য সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না- যাতে বিচারকবর্গ সত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হন।

সুনান আবূ দাউদে কিতাবুল হুদূদে মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : মাখযুমা কুবীলার জনৈকা মহিলা অন্যের সামান আরিয়া (প্রয়োজনের সময় প্রতিবেশির জিনিষ ব্যবহারের জন্য নেয়া) হিসেবে নিয়ে অস্বীকার করতো। আর অন্য বর্ণনায় আছে যে, সে একটি গলার হার চুরি করে। ফলে রাসূল (ﷺ) তাঁর হাত কাটতে মনস্থ করলে তার গোত্রের লোকেরা 'উসামাহ্ ইবনু যায়েদকে দিয়ে সুপারিশ করতে পাঠায়। তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাগান্বিত হয়ে 'উসামাকে বলেন : তুমি মহান আল্লাহর হাদের (শাস্তির) ব্যাপারে আমার নিকট সুপারিশ করতে আসছো! যদি স্বয়ং মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাহ্ আজকে চুরি করতো তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।

আল্লাহ পাক দু'দল মু'মিন বিবাদ করলেও তাদের মধ্যে আদলভিত্তিক বিচার করতে আদেশ করেছেন। যেমন- তিনি বলেন :

"যদি মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর চড়াও হয়। তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।"[২৯]

ঠিক তেমনিভাবে বেচা-কেনার সময়ে ওযনে কম না দিতে এবং ইনসাফ করতে আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন। যেমন- তিনি বলেন :

﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা ওযনে ইনসাফ কায়েম করো এবং ওযনে কম দিয়ো না।"[৩০]

আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা মাপে পুরা দিতে ও ইয়াতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিচ্ছেন :

"আর তোমরা ইয়াতীমদের মালের কাছে যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মেপে দেবার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম, এর পরিণাম শুভ।"[৩১]

আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾

"এবং আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবো। সুতরাং কারো প্রতি জুল্‌ম করা হবে না। যদি কোনো 'আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।"[৩২]

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ পাক ইয়াতীম ও একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারীদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে আদেশ দান করেছেন। তিনি বলেন :

"আর যদি তোমরা ভয় করো যে, ইয়াতীম মেয়েদের হক্ব যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই যথেষ্ট। অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে, এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।"[৩৩]

আল্লাহ তিনি ইনসাফ কায়েমকারী। যেমন- তিনি বলেন :

﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

---

[২৮] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৮।*
[২৯] *সূরা আল হুজুরা-ত : ৯।*
[৩০] *সূরা আর্ রহ্মা-ন : ৯।*
[৩১] *সূরা বানী ইস্‌রা-ঈল : ৩৪-৩৫।*
[৩২] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৪৭।*
[৩৩] *সূরা আন্ নিসা : ৩।*

অর্থাৎ- "আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত (সত্য) কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশ্তাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"[৩৪]

আহলে কিতাবগণ নিজেদের মধ্যে বিচারে আদল করতো না। বিচারে ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতো। এ সম্পর্কে সুনান আবূ দাউদে বারা ইবনু আযিব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট দিয়ে জনৈক ইহুদীকে মুখে কয়লা মাখানো অবস্থায় মানুষের মধ্যে ঘুরানো হচ্ছিল। রাসূল (ﷺ) তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : আমি তোমাদেরকে সেই সত্তার কসম দিচ্ছি যিনি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ওপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি এরূপ পাচ্ছ! তারা বললো, না। যদি তুমি এ কসম না দিতে, তবে আমি তোমাকে (সত্য) খবর দিতাম না। আমরা আমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি রজম পাই। কিন্তু আমাদের মর্যাদাশীলদের মাঝে এটা চরমভাবে বিস্তার লাভ করে। তাই আমরা সম্মানী ব্যক্তি যিনা করলে তা বর্জন করতাম। আর দুর্বল লোক যিনা করলে যিনার হাদ কায়েম করতাম। তারপর আমরা বললাম, চলো আমরা বসি এবং এমন একটা পন্থা গ্রহণ করি যা ধনী ও দরিদ্র সকলের ওপর কায়েম করতে পারি। তখন আমরা মুখে কালি দেওয়া ও বেত্রাঘাত করার ওপর একমত হই। আর রজমের হুকুম বর্জন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন। হে আল্লাহ! আমি সর্বপ্রথম তোমার মৃত্যু আদেশকে জীবিত করলাম। তখন তিনি (ﷺ) রজমের আদেশ জারি করেন। অতঃপর আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেন :

"হে রাসূল! তাদের কথায় দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফ্রে পতিত হয়, যারা মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা অন্তর দ্বারা ঈমান আনেনি এবং যারা ইহূদী তারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, তারা তোমার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের জন্যে কান পেতে শোনে, যারা তোমার নিকট আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে। তারা বলে– যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে গ্রহণ করো এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো।... যারা আল্লাহর নাযেলকৃত হুকুম প্রতিষ্ঠা করে না তারাই পাপাচারী।"[৩৫]

[৩৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮।*
[৩৫] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪১ ও ৪৭।*

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : বানূ কুরাইযা ও বানূ নাযীর দুটি সম্প্রদায় (মদীনায়) অবস্থান করতো। বানূ নাযীর ছিল সম্মানী সম্প্রদায় বানী কুরাইযা হতে। ফলে বানূ কুরাইযার কোনো লোক বানূ নাযীর-এর লোককে হত্যা করলে তার বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হত। পক্ষান্তরে বানূ নাযীর-এর কোনো লোক বানূ কুরাইযার কোনো লোককে হত্যা করলে একশত অসক খেজুর দিয়াত আদায় করতো। অতঃপর যখন নবী (ﷺ) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন, তখন বানূ নাযীরের এক লোক বানূ কুরাইযার অপর লোককে হত্যা করে। ফলে তারা হত্যাকারীকে তাদের নিকট অর্পণ করতে বললে তারা বললো আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে নবী (ﷺ) আছেন, আমরা চলো তাঁর কাছেই যাই।[৩৬] তখন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হলো–

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ﴾

"তোমরা কি জাহিলিয়াতের হুকুম তলব করছো?"[৩৭]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের এ জাহিলিয়াতের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। কারণ স্বয়ং তাওরাতের ক্বিসাস ও রক্ত-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্যে নিজেদের মুকাদ্দামা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পেশ করতে চায়।

আল্লামা জারুল্লাহ জামাখশারী স্বীয় তাফসীর কাশ্শাফের মধ্যে ﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾ অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন ইসলাম"[৩৮] আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে তাওহীদের ও আদলের আলোচনা করা হয়েছে, এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম তাওহীদ, আদল ও ইনসাফের নাম।

আমার এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আদলের গুরুত্ব পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

বিচারের সময় আদলভিত্তিক ন্যায়বিচার করতে হবে। জেনেশুনে অন্যায় পথে পা দেয়া যাবে না। এ সম্পর্কে নবী (ﷺ)-এর স্ত্রী উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : নিশ্চয়ই আমি মানুষ। তোমরা আমার নিকট বিচার নিয়ে আসো। আর তোমাদের কেউ অপরের চেয়ে বিবদমান বিষয়ে বর্ণনায় খুবই ভালো।

[৩৬] *সুনান আবূ দাউদ- ২য় খণ্ড।*
[৩৭] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৫০।*
[৩৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৯।*

ফলে আমি তাকে বর্ণনা শুনা অনুসারে ফায়সালা করি। সুতরাং যদি আমি কাউকে তার অপর ভাইয়ের হক্ব থেকে কিছু দিয়ে ফেলি, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে, কেননা আমি তাকে জাহান্নামের টুকরা কেটে দিচ্ছি।[৩৯]

প্রিয় নবী (ﷺ) বিচারকদের বিষয়ে বলেছেন :

«مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ».

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করলো, তাকে ছুরি ছাড়া যবাই করা হলো।[৪০]

আবূ বুরাইদাহ্ তার পিতা থেকে বর্ণনা করছেন, আর তিনি নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি (ﷺ) বলেন : কাযী তিন প্রকার। এক প্রকার কাযী জান্নাতী। আর দু' প্রকার কাযী জাহান্নামী। জান্নাতী সেই কাযী যিনি হক্ব চিনতে পেরে সে অনুযায়ী বিচার করেন। আর যে ব্যক্তি হক্ব চিনলো ও বিচারে জুল্‌ম করলো সে জাহান্নামী। আর যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে না বুঝে-শুনে বিচার করলো, সেও জাহান্নামী।[৪১]

আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কাযী হলো, অতঃপর তার আদল তার জুল্‌মের ওপর বিজয় হলো, তার জন্য জান্নাত।

পক্ষান্তরে যার জুল্‌ম তার আদলের ওপর বিজয় হবে সে জাহান্নামী।[৪২]

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, বাশীর-এর স্ত্রী (বাশীরকে) বলেন : তোমার গোলামটাকে আমার ছেলেকে দান করে দাও। আর এর ওপর রাসূল (ﷺ)-কে সাক্ষী বানাও। তখন তিনি রাসূল (ﷺ)-এর কাছে হাযির হয়ে বলেন : উমুকের মেয়ে আমাকে আমার একমাত্র গোলামটিকে তার ছেলে (নোমান)-কে দিতে বলছে এবং আপনাকে তাতে সাক্ষী রাখতে বলছে। রাসূল (ﷺ) তাকে বলেন, তার কি আরো ভাই আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ আছে। তিনি (ﷺ) বলেন, সকলকে কি নোমান-এর অনুরূপ দিয়েছ? তিনি বলেন, না। তখন রাসূল (ﷺ) বলেন : আমি ছাড়া আর কাউকে সাক্ষী রাখো। তোমার উচিৎ তাদের মধ্যে আদল করা।[৪৩]

ন্যায় বিচারের ফযীলত সম্পর্কে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস আবূ হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন :

"سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ.

অর্থাৎ- সাত শ্রেণীর লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক তার ছায়ায় ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। প্রথম নাম্বার ন্যায়পরায়ণ বাদশা।[৪৪]

আল্লাহ পাক সূরা সোয়াদ-এর মধ্যে দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-কে ন্যায় বিচারের প্রতি ইশারা করতেছেন এভাবে, ইরশাদ করছেন : "তোমার নিকট বিবাদকারী লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে আসলো ইবাদতখানায়। যখন তারা দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকটে পৌঁছালো, তখন তাদের কারণে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। তারা বললো, ভীত হবেন না, আমরা দুই বিবাদকারী পক্ষ– আমরা একে অপরের ওপর বাড়াবাড়ী করেছি; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদের সঠিক পথনির্দেশ করুন। এ হচ্ছে আমার ভাই, এর কাছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার কাছে মাত্র একটি দুম্বা; তবুও সে বলে– আমার যিম্মায়ও এটি দিয়ে দাও এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বললেন : তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বার সাথে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার প্রতি জুল্‌ম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের ওপর অবিচার করে থাকে, করে না শুধু মু'মিন ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাঊদ (আলাইহিস সালাম) বুঝতে পারলেন যে, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন ও তাঁর অভিমুখী হলেন। অতঃপর আমি তাঁর ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তাঁর জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। হে দাঊদ (আলাইহিস সালাম)! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে ভুলে রয়েছে।"[৪৫]

আল্লাহ পাক আদল ও ইনসাফকারী। তিনি তা পছন্দ করেন। তাই তিনি তাঁর বান্দাদেরও এজন্য আদেশ দান করেছেন এবং তাদের প্রতিদানের কথা বলেছেন। ☒

---

[৩৯] *সুনান আবূ দাউদ- ২য় খণ্ড।*
[৪০] *সুনান আবূ দাউদ- ২য় খণ্ড, হা. ৩৫৭১, সহীহ।*
[৪১] *সুনান আবূ দাউদ- ২য় খণ্ড।*
[৪২] *সুনান আবূ দাউদ- ২য় খণ্ড।*
[৪৩] *সুনান আবূ দাউদ- ২য় খণ্ড।*
[৪৪] *সহীহুল বুখারী- ১ম খণ্ড, হা. ৬৬০।*
[৪৫] *সূরা সোয়াদ : ২১-২৬।*

ইবাদতের মৌসুম শীতকাল

–মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম*

আল্লাহ তা'আলা সময়, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর এবং যুগকে নির্ধারণ করেছেন বান্দার জন্য এবং বান্দার জন্য বিভিন্ন ইবাদতের সমাহার নির্দিষ্ট করেছেন যাতে করে বান্দা তাঁর ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং সেইসাথে তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারে। যেহেতু তিনিই সময় বা যুগের পরিবর্তনকারী একমাত্র নিয়ন্ত্রক তাই তিনি সময়কে গালি দেয়া বা সময়ের ব্যাপারে বিভিন্ন বাজে মন্তব্য করাও মারাত্মকভাবে নিষেধ করেছেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ঠাণ্ডা, গরম, চাঁদ সূর্য্যের পরিবর্তন ছাড়াও সৃষ্টিকূলের সার্বিক পরিবর্তন পরিবর্ধনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর একমাত্র একচ্ছত্র আধিপত্য, ক্ষমতা, চিরস্থায়ীত্ব এবং তিনিই যে একমাত্র রব-এর প্রমাণ ও স্বীকৃতি প্রকাশ করেন। গ্রীস্মকালে যেমন ইবাদতের ক্ষেত্রে শরীয়ত কর্তৃক মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করা আছে ঠিক তেমনিভাবে শীতকাল কেন্দ্রীক শরীয়তের পক্ষ থেকে মৌলিক নীতিমালা প্রণীত আছে। যদিও শীত এবং গ্রীষ্ম উভয়েই মহান আল্লাহর সৃষ্টি বান্দার জন্য বিশেষ ইবাদতের মৌসুম। তথাপিও শীতকালকে একাধিক হাদীস দ্বারা বরকতময় এবং শীতলতম গনীমত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবী (ﷺ)-এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন প্রখ্যাত সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি শীতকাল আগমনের পূর্বে খুবই গুরুত্বের সাথে প্রস্তুতি নিতেন এবং শীতকালকে স্বাগতম জানাতেন। যেমন- তিনি বলেন–

مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام.

"শীতকাল স্বাগতম! কেননা তাতে বরকত নাজিল হয়। তাঁর রাত লম্বা হয় ক্বিয়ামের জন্য এবং দিন ছোট হয় সিয়ামের জন্য।"[৪৬]

প্রকৃতপক্ষে যে কেউ চাইলে তিনি তাঁর রবের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে শীতের রাতে ক্বিয়ামুল্লাইল আদায় করার মাধ্যমে যখন আল্লাহ স্বয়ং বান্দার ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। ঠিক তেমনিভাবে দিনের বেলা সংক্ষিপ্ত সময়ে সিয়াম পালন করার দ্বারা জাহান্নাম থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করা এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য শীতকাল এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে। সাহাবী আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : শীতকাল মু'মিনের জন্য বসন্তকাল।[৪৭]

ইমাম হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه.

"শীতকাল মু'মিনের জন্য কতই না উত্তম সময়। তার রাত লম্বা ক্বিয়ামের জন্য এবং দিন ছোট সিয়ামের জন্য।"[৪৮]

রাসূল (ﷺ) হাদীসে বলেছেন :

الصَّوْمُ فِيْ الشِّتَاءِ الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ.

"শীতকালের রোযা শীতলতম গনিমত।"[৪৯]

শীতকালের ফযীলতপূর্ণ ইবাদত

১. ক্বিয়ামুল্লাইল আদায় করা : ক্বিয়ামুল্লাইল তথা রাতের নামায মু'মিনের জন্য এক আত্মিক প্রশান্তির ইবাদতের নাম। রাসূল (ﷺ)-এর চোখ জুড়ানো তিনটি বস্তু ছিল তন্মধ্যে নামায অন্যতম। বিশেষত রাতের নামায তথা তাহাজ্জুদের নামায ছিল এক অনন্য ইবাদত এবং এই নামায এমনিই ইবাদত ছিল যা বান্দার সকল প্রত্যাশিত চাওয়া পাওয়া পূর্ণ করার সুবর্ণ মুহূর্ত। কেননা এই সময়েই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বান্দার ডাকে সাড়া দেন। যেহেতু এই ইবাদত রাতের অন্ধকারে ঘুম থেকে উঠে কষ্ট, ত্যাগ সহ্য করে আদায় করতে হয় সেজন্য আল্লাহ তা'আলা এর মধ্যে বড় প্রতিদানও লুকিয়ে

---

* *শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।*

[৪৬] *লাত্বায়েফুল মাওয়ারেফ- ৩২৭ পৃ.।*

[৪৭] *মুসনাদে আবী ইয়ালা ও মুসনাদে আহমাদ- হা. ৫২১৭, সনদ হাসান।*

[৪৮] *লাত্বায়েফুল মাওয়ারেফ- ৩২৬।*

[৪৯] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৮৯৫৯, ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাসান বলেছেন।*

রেখেছেন যা তিনি স্বয়ং বান্দাকে প্রদান করবেন। রাতের অন্ধকারে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন এবং রাতের নামায আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন অমূল্য বাণীও কিতাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি–

[১] ইবনু মুনকাদির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : তিনটি জিনিস ছাড়া দুনিয়ার কোনো স্থায়ী স্বাদ নেই– ১. ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবীহ/তাহাজ্জুদ), ২. মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ, ৩. জামা'আতের সাথে সালাত আদায়।

[২] আবূ সুলাইমান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : খেল-তামাশায় মত্ত প্রেমিকদের চেয়ে ইবাদতগুজার ব্যক্তির রাতে জেগে ইবাদতে মশগুল থাকাতে রয়েছে অনেক স্বাদ, মিষ্টতা। যদি রাত না থাকত তাহলে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আমার কোনো ইচ্ছাই থাকতো না।

[৩] অন্য কেউ বলেন : যদি রাজা বাদশারা জানতো আমরা রাতে কী নিয়ামত পাই তাহলে তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা লড়াই করত।

৪. 'আলী ইবনু বাকার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : চল্লিশ বছর সূর্য উদয় ছাড়া আমাকে অন্য কিছু চিন্তাগ্রস্ত করেনি।

৫. ফুজাইল ইবনু ইয়াজ বলেন– যখন সূর্য অস্ত যায় তখন আমি আনন্দিত হই রাত্রির অন্ধকারে আমার রবের সান্নিধ্যে একাকিত্বের জন্য। আর যখন সূর্য উদিত হয় মানুষের সামনে তখন আমি চিন্তাগ্রস্থ হই।

২. সিয়াম পালন করা : শীতকালে সিয়াম পালন করা মু'মিনের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ সুযোগ এবং অনুগ্রহ। কেননা শীতকাল মু'মিনের জন্য শীতলতম গনিমত। দিনে কোনো প্রকার গরম, আবহাওয়ার তীব্রতা নেই এবং সেইসাথে দিন ছোট হওয়ায় খুবই সহজে কোনো রকম কষ্ট ছাড়াই রোযা রাখার দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার সুযোগ অর্জন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীসে বলেছেন :

الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ.

"শীতকালের রোযা শীতলতম গনিমত।"[৫০]

যেহেতু শীতকালে রোযা আদায় করা সহজতর এবং তার মাধ্যমে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জন করা সহজ হয় সেই বিবেচনায় নিম্নোক্ত সিয়াম আদায়ে অভ্যস্ত হওয়া অফুরন্ত কল্যাণের পথ নির্দেশ করবে–

১. সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা : মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।[৫১]

হাদীসে বলা হয়েছে– সাহাবী উসামাহ্ ইবনু যায়েদ রাসূল (ﷺ)-কে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূল (ﷺ) উত্তরে বলেন, এই দুই দিনে বান্দার 'আমলসমূহ মহান আল্লাহর নিকটে পেশ করা হয় আর আমি ভালোবাসি আমার রোযা থাকাবস্থায় মহান আল্লাহর নিকটে আমার 'আমল পেশ করা হোক।[৫২]

সুপ্রিয় পাঠক! এখানে মনে রাখবেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা থাকাবস্থায় মহান আল্লাহর নিকটে 'আমল পেশ করার বিষয়টি রাসূল (ﷺ) পছন্দ করেছেন। তিনি আমাদের উত্তম আদর্শ। তিনি আমাদেরকে তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত করার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদতের নমুনা পেশ করেছেন। এই সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযার দিনে 'আমল মহান আল্লাহর নিকটে পেশ করার অর্থ হলো– সাপ্তাহিক দিবসের 'আমলনামা পেশ করা।

২. মাসে তিনটি রোযা রাখা : প্রতিমাসে আল্লাহর নবী (ﷺ) তিনটি রোযা থাকার মাধ্যমে আমাদের জন্য রোযার উত্তম নমুনা পেশ করেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেন,

"مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ".

"যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখে তা যেন সারা বছর রোযা রাখার সমান।"[৫৩]

প্রতি মাসের এই তিন রোযা রাখাকে বলা আইয়ামে বীজ। প্রতিমাসে আরবী ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখাই হলো রাসূলের অনুসৃত 'আমল।

---

[৫০] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৮৯৫৯, ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাসান বলেছেন।*

[৫১] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬২।*

[৫২] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৩৫৭।*

[৫৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৭৬২, ৭৬৭, সহীহ।*

৩. দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর মত রোযা রাখা (একদিন রোযা আরেক দিন না রাখা) : মহান আল্লাহর নিকটে পছন্দনীয় 'আমল হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সিয়াম। হাদীসে এসেছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : মহান আল্লাহর নিকটে পছন্দনীয় নামায হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নামায। আর পছন্দনীয় রোযা হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর রোযা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন এবং এক তৃতীয়াংশ ক্বিয়াম করতেন এবং একদিন রোযা রাখতেন আর আরেকদিন রোযা রাখতেন না।[৫৪]

৩. কুরআন তিলাওয়াত করা : কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা রাত্রি জাগরণ করা পূর্ববর্তী সৎ, নেককার লোকদের অভ্যাসগত ইবাদত ছিল। নিকষ কালো নিশীথে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করা নিঃসন্দেহে পরমতৃপ্তির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রাসূল (ﷺ) কুরআন তিলাওয়াতকারীর সম্মানের বিষয়টি হাদীসে এভাবেই বর্ণনা করেছেন–

«الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ».

"কুরআন পাঠের দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফেরেশ্‌তাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয় তাঁর জন্য দ্বীগুণ সওয়াব রয়েছে।"[৫৫]

কেননা কুরআনেই মানবজাতির সম্মান, মর্যাদা, উন্নয়ন সমৃদ্ধির একমাত্র মাধ্যম আর ঠিক কুরআনবিহীন জীবন অধঃপতিত, অসম্মান, গ্লানি এবং পরাজয়ের। রাসূল (ﷺ) অন্য একটি হাদীসে বলেন,

«إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ».

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনের মাধ্যমে কোনো জাতিকে উন্নত করেন এবং তাঁর দ্বারাই অন্যকে অবনত করেন।"[৫৬]

কিয়ামতের দিন স্বয়ং কুরআন পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষী প্রদান করবে। ফ্যাকাশে চেহারার লোকের মতো কুরআন উপস্থিত হবে। যেমনটি রাসূল (ﷺ) বলেছেন–

কিয়ামতের দিন কুরআন ফ্যাকাশে চেহারার লোকের মতো তাঁর পাঠকারীর কাছে এসে বলবে– هَلْ تَعْرِفُنِي أَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسهر لَيلك "তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?" "আমি তোমার সেই (কুরআন) যে তোমাকে রাত জাগিয়ে রাখতাম"।[৫৭]

এছাড়াও কুরআন তিলাওয়াত করা এবং কুরআন তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা, সম্মান এবং নানাবিধ উপকারিতার কথা পবিত্র কুরআন, সহীহ সুন্নাহ ও সালাফদের বাস্তব জীবন থেকে প্রমাণিত। যেহেতু শীতকালকে ইবাদতের মৌসুম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেজন্য এই বরকতময় মৌসুমকে শুধুমাত্র কতিপয় ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ইসলামের সকল প্রকার ইবাদতে মশগুল থাকা এবং তা 'আমলে নেয়া নিঃসন্দেহে বুদ্ধিত্তার পরিচয় বহন করবে।

পরিশেষে বলতে চাই– শীতকাল কিংবা গ্রীষ্মকাল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য বিশেষ ইবাদতের মৌসুমের সুবর্ণ সুযোগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বান্দা শীতের সংক্ষিপ্ত প্রহরে তাঁর রেজামন্দি লাভের আশায় দিনের বেলা সহজেই রোযা রেখে সকল ধরনের পাপ মোচন করার প্রচেষ্টা করবে এবং রাতের প্রহরে মহান আল্লাহর কাছে যাবতীয় পাপ, তাপ, অভাব, অনটন, দুঃখ দূর্দশা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে মহান রবের নিকটে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে ফরিয়াদ করবে। কেননা শীতের রাত বান্দার ইবাদতের জন্য দীর্ঘ সময় উপহার দেয়। তাই প্রত্যেক বিবেকবান সচেতন মুসলিমের উচিত হবে সময়কে গুরুত্ব দেয়া এবং স্থান, কাল পাত্র ভেদে ইবাদতের তারতম্য বুঝে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ইবাদতকে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে গ্রহণ করে মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজন বান্দাতে পরিণত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা সেই তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

[৫৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৭৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৯।*
[৫৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৩৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৯৮।*
[৫৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৮১৭।*
[৫৭] *সিলসিলা সহীহাহ্- হা. ২৮২৯।*

‘আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কর্তৃক নিহত লোকদের ঘটনা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ*

উবাইদুল্লাহ ইবনু ইয়াদ বলেছেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ ‘আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র নিহত হওয়ার কয়েকদিন পর ইরাক থেকে ফিরে ‘আয়িশাহ্’র কাছে এলেন। আমরা তখন ‘আয়িশাহ্’র নিকট বসে ছিলাম। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) তাকে বললেন, হে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ! আমি যা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো তুমি কি তার জবাবে আমাকে সত্য বলবে? ‘আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কর্তৃক নিহত লোকদের ঘটনা আমাকে বলবে? সে বললো, আমার কী হয়েছে যে, আপনার কাছে সত্য বলবো না? ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, এরপর তিনি তাদের কাহিনী নিম্নরূপ বর্ণনা করলেন :

‘আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যখন মু‘আবিয়ার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন এবং দু’জন সালিশ তাদের সিদ্ধান্ত দিলেন, তখন আট হাজার কুরআনের পাঠক (হাফিয) তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। তারা হারুরা নামক স্থানে কুফার দিক থেকে এসে সমবেত হলো এবং তারা এই বলে ভর্ৎসনা করলো : যে জামাটি আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে পরিয়েছিলেন, (অর্থাৎ- খিলাফাত) তা আপনি খুলে ফেলেছেন এবং যে নামে আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে নামকরণ করেছিলেন তা আপনি খুইয়ে ফেলেছেন। তারপর আপনি এতদূর গিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর দীনের ব্যাপারে অন্যদের সালিশ মেনেছেন।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর কারো শাসন নয়। (অর্থাৎ- আপনাকে শাসক মানি না) ‘আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যখন তাদের এই ভর্ৎসনা ও তাদের পক্ষ থেকে তাকে ত্যাগ করার খবর শুনলেন, তখন জনৈক ঘোষণাকারীকে আদেশ দিয়ে এই ঘোষণা করালেন যে, আমীরুল মু’মিনীনের কাছে কুরআন বহনকারী ছাড়া আর কেউ যেন না আসে।

এ ঘোষণার ফলে যখন ‘আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর বাড়ি হাফিযদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল, তখন একটি বড় আকারের কুরআন তাঁর কাছে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। সেই কুরআন তার সামনে রাখা হলো। তিনি তার ওপর হাত চাপড়ে বললেন, ওহে কুরআন! মানুষকে জানাও। লোকেরা তাকে বললেন, হে আমীরুল মু’মিনীন! তার কাছে আপনি কী চাইছেন? সে তো একটা কাগজের ওপর কিছু কালি ছাড়া কিছু নয়। আর আমরা কথা বলছি আমাদের পক্ষ থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে। সুতরাং আপনি কী চান?

‘আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, তোমাদের এই সব সাথী, যারা বিদ্রোহ করেছে, তাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ফায়সালাকারী হিসাবে বিদ্যমান। আল্লাহ তাঁর কিতাবে একজন পুরুষ ও স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যদি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিরোধের আশঙ্কা করো, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ পাঠাও। তারা উভয়ে যদি নিজেদের সংশোধন কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেবেন। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মাতের রক্ত ও সম্মান একজন স্বামী ও স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। তারা আমার ওপর রাগান্বিত এ জন্য যে, আমি মু‘আবিয়ার সাথে সন্ধি করেছি। অথচ আবূ ত্বালিবের ছেলে ‘আলী চুক্তি লিখেছিল তখন, যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্বগোত্র কুরাইশের সাথে সন্ধি করেছিলেন।

তখন সুহাইল ইবনু ‘আম্র আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লিখলেন “বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রহীম।” সুহাইল বললো : “বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মা-নির রহীম” লিখবেন না। তিনি বললেন, তাহলে কী লিখবো? সে বললো, লিখুন, বিসমিকা আল্লাহুম্মা।” এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, লেখো, “আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ”...। সুহাইল বাধা দিয়ে বললো, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল মানতাম, তাহলে তো আপনার বিরোধিতাই করতাম না।

তাই রাসূল (ﷺ) লিখলেন, এটা সেই সন্ধি, যা আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ কুরাইশের সাথে স্থাপন

---

* *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

করেছেন। আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন, "আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য।" (অর্থাৎ- কাফিরদের সাথে যদি সন্ধি করা বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে মু'আবিয়ার সাথে তা অবশ্যই বৈধ হবে)।

অতঃপর 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের নিকট 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসকে পাঠালেন। আমিও তার সাথে রওনা হলাম। যখন তাদের বাহিনীর মাঝে পৌঁছলাম, তখন ইবনুল কাওয়া জনগণের সামনে ভাষণ দিতে আরম্ভ করলো। সে বললো, হে কুরআন বহনকারীগণ, এ হচ্ছে 'আব্দুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস। তাঁকে যারা চেনে না, আমি তাদের সামনে আল্লাহর কিতাব থেকে তাঁর পরিচয় তুলে ধরছি। এই ব্যক্তি তাদেরই একজন যাদের সম্পর্কে কুরআনে নাযিল হয়েছে–

﴿قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ "তারা হলো একটা ঝগড়াটে জাতি।"[৫৮]

সুতরাং তাকে তার বন্ধুর কাছে ('আলীর কাছে) ফেরত পাঠাও এবং তার সাথে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বাজি ধরো না।

তৎক্ষণাত তাদের মধ্য থেকে অন্যান্য ভাষণদাতা উঠে বললো, আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই তার সাথে আল্লাহর কিতাব দ্বারা বাজি ধরবো। সে যদি সত্য ও সঠিক বক্তব্য নিয়ে আসে এবং আমরা তা বুঝতে পারি, তাহলে আমরা অবশ্যই তা মেনে চলবো। আর যদি অসত্য নিয়ে আসে, তাহলে আমরা তাকে অবশ্যই তার বাতিল যুক্তিতে পরাজিত করবো। তারপর তারা 'আব্দুল্লাহর সাথে তিনদিন মহান আল্লাহর কিতাবের বাজি ধরে রইল। এরপর তাদের (মু'আবিয়ার পক্ষের) মধ্য থেকে চার হাজার ব্যক্তি তাদের বাজি প্রত্যাহার করলো এবং প্রত্যেকে তাওবাহ্ করলো। ইবনুল কাওয়াও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি তাদের সবাইকে কুফায় 'আলীর নিকট হাজির করলেন।

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অবশিষ্ট লোকদের নিকট এই মর্মে বার্তা পাঠালেন, ইতোমধ্যে আমাদের ও জনগণের মধ্যে যা হয়েছে, তা তো তোমরা দেখতেই পেয়েছ। সুতরাং তোমরা যেখানে চাও, স্থির হও, যতক্ষণ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মাত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমবেত না হয়, তোমরা কোনো অবৈধ রক্তপাত করো না। ডাকাতি রাহাজানি ও লুণ্ঠন করো না এবং কোনো সংখ্যালঘুর ওপর জুলুম করো না। যদি এসব করো, তাহলে আমরাও একইভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। কেননা আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে ইবনে শাদ্দাদ! 'আলী কি তাদেরকে হত্যা করেছিলেন? ইবনে শাদ্দাদ বললেন, আল্লাহর কসম, তাদের কাছে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোনো বাহিনী ততক্ষণ পাঠাননি, যতক্ষণ না তারা ডাকাতি ও লুটপাট চালিয়েছে, রক্তপাত করেছে এবং অমুসলিমদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, সত্যি? সে বললো, আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই! এটাই ঘটেছিল। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তাহলে ইরাকীদের সম্পর্কে আমি যে শুনলাম, তারা বলাবলি করে, "উন্নত বক্ষা নারীদের মালিক", উন্নত বক্ষা নারীদের মালিক"র –এটা কী? ইবনে শাদ্দাদ বললেন, যে ব্যক্তি এ রকম রটনা করে, তাকে আমি দেখেছি এবং 'আলীকে সাথে নিয়ে নিহতদের মধ্যে তার জানাযা গড়েছি। তিনি লোকজনকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা একে চিনো? বহু লোক এসে বললো, ওকে অমুক গোত্রের মসজিদে নামায পড়তে দেখেছি, অমুক মসজিদে নামায পড়তে দেখেছি। কিন্তু তারা এইটুকু ছাড়া কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কেউ দিতে পারলো না।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন তার জানাযা পড়লেন, তখন ইরাকবাসী যে ধারণা পোষণ করে, তার সম্পর্কে তিনি কী বললেন? ইবনে শাদ্দাদ বললেন, তাকে বলতে শুনলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তাকে কি অন্য কিছু বলতে শুনেছি? ইবনে শাদ্দাদ বললেন, আল্লাহর কসম, না। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। আল্লাহ 'আলীর ওপর রহমত করুন। কারণ তিনি যে কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলেই বলতেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। অথচ ইরাকবাসী তার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে ও অতিরঞ্জিত কথা বলে।[৫৯] ☒

[৫৮] *সূরা আয্ যুখরুফ : ৫৮।*

[৫৯] *মুসনাদে আহমদ; মুসনাদে 'আলী ইবনে আবি ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)- 'আলীর বর্ণিত হাদীস, হা. ৬৫৬।*

বিশেষ মাসায়িল

কীভাবে ফর্‌য গোসল সম্পন্ন করতে হয়?

"রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্‌র : ৭)*

প্রথম জানা আবশ্যক গোসল ফর্‌য হওয়ার কারণসমূহ– নিম্নবর্ণিত কারণে গোসল ফর্‌য হয়,

১. স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন হলে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের সাথে একত্রিত হয় (স্ত্রীসহবাস) তখন গোসল ফর্‌য হয়ে যায়।[৬০]

২. স্বপ্নদোষে বীর্যপাত হলে– নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্বপ্নদোষে বীর্যপাত হলে।[৬১] উল্লেখ্য যে, উম্মু সুলায়ম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, স্বপ্নদোষ হলে মেয়েদের ওপর গোসল ফর্‌য হয় কি? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, যদি পানি অর্থাৎ- বীর্য দেখা যায়।[৬২]

৩. মেয়েদের হায়িয ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হলে– সাবালিকা হলে মেয়েদের জরায়ু হতে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট ক'দিন স্বাভাবিক যে রক্তস্রাব হয় তাকে হায়িয বা ঋতুস্রাব বলা হয়। সহীহ হাদীসে এর নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। আর সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয় তাকে নিফাস বলে, যার ঊর্ধ্বসীমা ৪০ দিন।[৬৩]

উল্লেখ্য যে, অসুস্থতাজনিত কারণে কোনো কোনো সময় হায়িয/নিফাসের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও রক্তস্রাব হতে থাকে, একে ইস্তিহাযা বা প্রদর রোগ বলে। এ অবস্থায় গোসল করতে সক্ষম হলে প্রতি ওয়াক্তের পূর্বে বা প্রতি দুই ওয়াক্ত একত্র করে কিংবা দিনে অন্তত একবার গোসল করা উত্তম। তাও সম্ভব না হলে কমপক্ষে যোনিদ্বার ধৌত করে পট্টি বাঁধতে হবে, যাতে রক্ত গড়িয়ে না পড়ে এবং প্রতি ওয়াক্তের পূর্বে নতুনভাবে ওযূ করতে হবে। আর এ অবস্থায় সালাত, সিয়াম পালন করতে হবে। এক কথায় হায়িয নিফাসের সময় যা নিষিদ্ধ ছিল, ইস্তিহাযার সময় তা নিষিদ্ধ থাকবে না।[৬৪]

৪. উত্তেজনাবশত বীর্যপাত ঘটলে– উত্তেজনাবশত সবেগে বীর্য বের হলে গোসল ফর্‌য হবে; আর যদি ধাতুদৌর্বল্য ও মেহ প্রভৃতি রোগের কারণে সবেগে বের না হয়ে অসাড়ে বীর্য বের হয় তাহলে গোসল ফর্‌য হবে না। কেবল গুপ্তাঙ্গ ধুয়ে ওযূ করতে হবে।[৬৫]

৫. ইসলাম গ্রহণ করলে।[৬৬]

ফর্‌য গোসলের পদ্ধতি : উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত; নবী (ﷺ) যখন জানাবাতের (ফর্‌য) গোসল করতেন, তখন সর্বপ্রথম তাঁর দুই হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করতেন। অতঃপর সালাতে ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন। তারপর তার আঙুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। অতঃপর তার উভয় হাতে তিন আঁজল পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর সম্পূর্ণ শরীরে পানি ঢালতেন।[৬৭]

মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; আমি নবী (ﷺ)-এর জন্যে গোসলের পানি ঢেলে রাখলাম। তিনি তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত ধৌত করলেন। অতঃপর তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করলেন এবং মাটিতে তাঁর হাত ঘষলেন। তারপর হাত ধুয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। অতঃপর তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং মাথার ওপর পানি ঢাললেন। তারপর ঐ স্থান হতে সরে গিয়ে দুই পা ধৌত করলেন। অবশেষে তাঁকে একটি রুমাল দেয়া হলো, কিন্তু তিনি তা দিয়ে শরীর মুছলেন না।[৬৮]

সহীহাঈনের উল্লিখিত হাদীসদ্বয় হতে গোসলের সুন্নাহভিত্তিক পদ্ধতি হলো– ✍ প্রথমে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত তিনবার ধৌত করা; ✍ ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ভালোভাবে ধৌত করা; ✍ বাম হাত মাটি (বা সাবান) দিয়ে ঘষে ভালোভাবে ধৌত করা; ✍ সালাতে ওযূর মতো (দুই পা ব্যতীত) উত্তমরূপে ওযূ করা; ✍ মাথায় তিন আঁজল পানি ঢালা, অতঃপর সম্পূর্ণ শরীরে পানি ঢেলে গোসল সম্পন্ন করা; ✍ সব শেষে গোসলের স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে দুই পা ধৌত করা। *[পরবর্তী অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

---

[৬০] *আত্ তিরমিযী- হা. ৬১১; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৬০৮।*
[৬১] *বুখারী- হা. ২৭৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭।*
[৬২] *বুখারী- ১৩০ ও ২৮২; মুসলিম- ৩১৩; ফাতহুল বারী- ১/৩৭৯ পৃ.।*
[৬৩] *ফিকহুস সুন্নাহ- ১/২০৬, ২১২-২১৩; মুহাযযাব- ১/৩৪১ পৃ.।*
[৬৪] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১১৬-১১৭।*
[৬৫] *বুখারী- হা. ২৬৯; মুসলিম- হা. ৩০৩, ফিকহুস সুন্নাহ- ৭২ পৃ.।*
[৬৬] *সুনান আবূ দাউদ- ৩৫৫; জামি' আত্ তিরমিযী- হা. ৬০৫; সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১১৬-১১৮ পৃ.।*
[৬৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৩১৬।*
[৬৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৯; সহীহ মুসলিম- হা. ৩১৭।*

৬৬ বর্ষ ॥ ০৯-১০ সংখ্যা ❖ ০২ ডিসেম্বর- ২০২৪ ঈ. ❖ ২৯ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৬ হি.

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

“ইসকনের বর্বরতা : বাংলায় জয় শ্রী রামের সুর”

–তানযীল আহমাদ*

এক. গত ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে বিগত পনেরো বছরের ফ্যাসিস্ট, উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের সেবাদাস আওয়ামী রেজিমের পতন হয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট এবং তার প্রভু ভারত নিত্য-নতুন অপকৌশল করে দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। সর্বশেষ, বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে ইসকনের সন্ত্রাসীরা সাইফুল হক আলিফ নামক এক আইনজীবীকে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্র করে– যা গোটা জাতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত হয় ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামের একটি সভায় চিন্ময় কৃষ্ণ বাংলাদেশের পতাকাকে অবমাননা করে এবং দেশবিরোধী উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়। এর প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম আদালতে মামলা করেন বিএনপি নেতা ফিরোজ খান। অতঃপর গত ২৫ নভেম্বর এয়ারপোর্ট থেকে চিন্ময় দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২৬ নভেম্বর আদালতে তার জামিন আবেদন না মঞ্জুর হলে ইসকনের সন্ত্রাসীরা বর্বরতা চালায় আদালত প্রাঙ্গণে। একপর্যায়ে সাইফুল হক আলিফ নামক একজন আইনজীবীকে জবাই বরে হত্যা করে তারা। প্রকাশ্য দিবালোকে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি। আরো আশঙ্কার বিষয় হলো, চিন্ময় দাসের গ্রেফতারের পরপরই পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, চিন্ময়কে জামিন দেয়া না হলে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হবে এবং সেখানের মুসলিমদের তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। তার এই বক্তব্যের পরদিনই চট্টগ্রামে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ- শুভেন্দুর উস্কানিমূলক বক্তব্যই চট্টগ্রামের ইসকনকে সাহস যুগিয়েছে। পর কথা হলো– অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে ভারত কি এভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করতে পারে? এটা কেমন পররাষ্ট্রনীতি! মূলত বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার ভারতকে এমন অধিকার দিয়ে নিজের গদি টিকিয়ে রেখেছে। দেশকে বিক্রি করে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে আওয়ামী রেজিম ফায়দা নিয়েছে। ফলে ভারত চেষ্টা করে যাচ্ছে তার একান্ত অনুগত সেবাদাসকে আবারো ফিরিয়ে আনতে।

দুই. গত ১১ জুলাই ২০১৯ খ্রি. থেকে চট্টগ্রাম নগরীর কয়েকটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে ‘ইসকন’ নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে ‘ফুড ফর লাইফ’ কর্মসূচির আড়ালে সপ্তাহব্যাপী খাবার বিতরণ করা হয়। হিন্দু সংগঠন ‘ইসকন’ খাবার বিতরণের সময় শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ধর্মীয় মন্ত্র ‘হরে কৃষ্ণ’ উচ্চারণ করতে বলে। কোমলমতী শিক্ষার্থীরা না বুঝেই তা উচ্চারণ করে তাদের ধর্মীয় প্রসাদ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে মুসলিম জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদ মিছিল বের করে। কিন্তু কার্যতঃ এখন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

বাংলাদেশ ‘ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র’ বলে দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে। ‘ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র’ বলতে বুঝায় সেই রাষ্ট্রকে, যা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের অনুসরণ করে না, রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের বিধানকে প্রয়োগ করে না, নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে না, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে রাষ্ট্র সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে না। সকল নাগরিক ধর্মীয় ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে। কোনো ধর্মপ্রচারক অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীকে প্রলোভন দেখিয়ে, জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না। বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্ট লেখা আছে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য– **(ক)** সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, **(খ)** রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, **(গ)** রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, **(ঘ)** কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার ওপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হবে। কিন্তু হিন্দু সংগঠন ‘ইসকন’-এর কর্মীরা কোমলমতি মুসলিম শিশুদেরকে খাবার বিতরণের নাম করে প্রসাদ খাইয়ে নিজেদের ধর্মীয় মন্ত্র ‘হরে কৃষ্ণ’ পাঠ করানোর ঘটনা কি ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়? তাদের এ সকল কর্মকাণ্ড কি সংবিধানবিরোধী নয়?

** যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

'ইসকন' কী?

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস (ইসকন) বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ একটি হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজিতে ISKON-এর পূর্ণরূপ International Society For Krishna Conciousness। এর প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণারবিন্দের জন্ম কলকাতায় ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ সালে। মৃত্যু ১৪ নভেম্বর ১৯৮৭। ১৯৫৯ সালে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৬ সালে ইসকন প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকা ও ইউরোপে শিষ্য সংগ্রহ করেন। এতে তিনি সফলও হন। ইউরোপ আমেরিকার অনেক যুবক-যুবতী তার সাহচর্যে এসে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে ইসকনের সদস্যপদ লাভ করে। ইসকনের সদর দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার মায়াপুরে। ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসকনের ৫০,০০০টিরও বেশি মন্দির এবং কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪টি বিদ্যালয় ও ৯০টি ভোজনালয়ও রয়েছে। বর্তমানে পূর্ব ইউরোপ ও ভারতে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ঢাকা'র স্বামীবাগে ইসকনের মূল কার্যালয়। যেখানে তাদের কয়েকটি মন্দির রয়েছে। প্রতি বছর তারা ৭ দিনব্যাপী রথযাত্রা পালন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সব জায়গাতে রথযাত্রা সাধারণতঃ এক দিনের হয়ে থাকে। দুপুরে শুরু হয়ে বিকালে শেষ হয়। কিন্তু ৭ দিনের হলে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই রথযাত্রার আড়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এর যথার্থতা আমরা পাই ইসকনের প্রতিষ্ঠাতার জীবনী ঘাটলে। স্বামী প্রভুপাদ ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও লেখাপড়া করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। কলকাতায় অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি চালায় খ্রিষ্টানরা, স্বামী প্রভুপাদ পেশায় ছিলেন ফার্মাসিউটিকাল ব্যবসায়ী। ১৯৬৫ সালের দিকে তিনি স্থায়ীভাবে আমেরিকা চলে যান এবং ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্কে ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসকনের মূল কথা হলো, তারা শুধু কৃষ্ণের পূজা করবে, অন্য দেবতাদের নয়। অথচ হিন্দু ধর্ম প্রধান তিন দেবতা নির্ভর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। হিন্দু ধর্ম কখনোই কৃষ্ণ নির্ভর ধর্ম নয়। এ জন্যই মূল ধর্মের হিন্দুরা স্বামী প্রভুপাদ ও ইসকনকে বাধা দেয়। সে সময় স্বামী প্রভুপাদ ও ইসকনের পাশে এসে দাঁড়ায় জেঃ স্টিলসন জজ হারভে কক্স, ল্যারি শিন ও টমাস হপকিন্স-এর মতো বড় বড় ইয়াহূদী খ্রিষ্টানরা। অনেকেই ইসকনকে খ্রিষ্টান মিশনারীদের একটি শাখা মনে করে থাকে। অবশ্য এর যথেষ্ট কারণও আছে। যেমন- ইসকনের মন্দিরের প্রধানরা বিয়ে করতে পারবে না। যেমনটি খ্রিষ্টানদের গির্জার ফাদাররা বিয়ে করতে পারে না। অথচ হিন্দুদের পুরোহিতরা বিয়ে-শাদী সবই করতে পারে। এদিক দিয়ে খ্রিষ্টানদের সাথে ইসকনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, ইসকন কিন্তু নিজেই মন্দির তৈরি করে না; বরং সনাতন হিন্দুদের মন্দির জবর-দখল করে সেখানে তাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম চালায়। যেমন- ২০১২ সালের ২১ অক্টোবর ইসকন কর্তৃক ঠাকুরগাঁওয়ের আউলিয়াপুর গ্রামের শ্রী শ্রী রশিক রায় জিউ মন্দির দখলের প্রতিবাদে ইসকনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ করে সনাতন ধর্মের হিন্দুরা। পুরান ঢাকার স্বামীবাগে ইসকনের যে মন্দির আছে, যেখানে আগে সনাতন হিন্দুদের মন্দির ছিল। মূল ধারার হিন্দুদের থেকে চক্রান্ত করে দখল করে ইসকন সেখানে তাদের বিশাল মন্দির নির্মাণ করেছে।

'বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা– "বাংলাদেশে'র" নামক বইয়ে উল্লেখ আছে, 'ইসকন নামে একটি সংগঠন বাংলাদেশে কাজ করছে। এর সদর দপ্তর নদীয়া জেলার পাশে মায়াপুরে। মূলতঃ এটা ইহূদীদের একটি সংগঠন বলে জানা গেছে। এই সংগঠনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উস্কানিমূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি।[৬৯]

বাংলাদেশে ইসকনের কিছু উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড

১. ২০১২ সালে ঠাকুরগাঁওয়ে সনাতন এক হিন্দুকে হত্যা করে মন্দির দখল করে ইসকন। পঞ্চগড়েও মূল ধারার হিন্দুদেরকে পিটিয়েছে তারা। ঢাকার স্বামীবাগে সনাতন হিন্দুদের মন্দির দখল।

২. সিলেটের জগন্নাথপুরের রথযাত্রায় হামলা চালিয়েছে ইসকন নেতা মিন্টু ধর।

৩. স্বামীবাগে মসজিদের তারাবী বন্ধ করে দিয়েছিল ইসকন। নামাযের সময় গান-বাজনা বন্ধ রাখতে বলায় তারা পুলিশ ডেকে তারাবীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে বিষয়টি নিয়ে সংঘর্ষ হয়।

৪. বাংলাদেশে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠন তৈরি করে উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিস্তৃতি ঘটানো। যেমন- জাতীয় হিন্দু মহাজোট,

[৬৯] *বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা– বাংলাদেশে র'- পৃ. ১৭১।*

জাগো হিন্দু বেদান্ত ইত্যাদি। বর্তমানে অনলাইনে যে ধর্ম অবমাননা করা হয় তার ৯০% করে ইসকন সদস্যরা।

৫. সাম্প্রতিক সময়ে চাকরিতে প্রচুর হিন্দু প্রবেশের অন্যতম কারণ- ইসকন হিন্দুদের চাকরিতে প্রবেশ করানোর জন্য প্রচুর ইনভেস্ট করে।

৬. সম্প্রতি চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্কুলে প্রসাদ বিতরণ করে মুসলিম শিশুদেরকে তাদের মন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' পাঠ করায়।

এখানেই নয়, তাদের আরো দাবি হলো– সংসদে হিন্দুদের ৬০টি সংরক্ষিত আসন, উপ-রাষ্ট্রপতি ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।

সুতরাং ইসকন মোটেও সাধারণ কোনো সংগঠন নয়। বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সরকারের উচিৎ উগ্রতা ছড়িয়ে দেয়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা, দেশের স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য এবং ফ্যাসিস্ট আওয়ামী রেজিমকে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরানোর অপতৎপরতা রোধে তাদেরকে নিষিদ্ধ করা। দেশের নিরাপত্তার জন্য এমন সিদ্ধান্ত জরুরি। কথিত ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠিগুলোকে যদি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে ইসকনকে কেনো নিষিদ্ধ করা হবে না?

তিন. গত ২০১৯ সালের ১৬ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা ও প্রতিনিধিদের সাথে হোয়াইট হাউজে কথা বলেন। মার্কিন টিভি চ্যানেল এবিসি নেটওয়ার্কের এবিসি ফোর সেই সংবাদ ভিডিওসহ প্রচার করে। বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল ও ধর্মের প্রায় ২৭ জন প্রতিনিধি হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাথে দেখা করেন। তারা হলেন : নিউজিল্যান্ড, কিউবা, ইরিত্রিয়া, ইরান, নাইজেরিয়া, আমেরিকা, সুদান, ভিয়েতনাম, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, জিনজিয়ান, উত্তর কোরিয়া, তিব্বত, চীন, বাংলাদেশ, মায়ানমার, পাকিস্তান, জার্মানীর খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, শী'আ, কাদিয়ানী, হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধিগণ। তারা তাদের অভিযোগ তুলে ধরেন এবং সন্ত্রাসবাদের! বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রশংসা করেন।

এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়া সাহা নামের এক মহিলা। যিনি 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ' এর সাংগঠনিক সেক্রেটারী। প্রিয়া সাহা ট্রাম্পের কাছে অভিযোগ করে বলেন, 'আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান নিখোঁজ রয়েছেন। দয়া করে আমাদের লোকজনকে সহায়তা করুন, আমরা আমাদের দেশে থাকতে চাই।

এরপর তিনি বলেন, এখন সেখানে ১ কোটি ৮০ লাখ সংখ্যালঘু রয়েছে। আমরা আমাদের বাড়িঘর খুইয়েছি। তারা আমাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের ভূমি দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো বিচার পাইনি।

এ সময় ট্রাম্প প্রশ্ন করেন, কারা জমি দখল করেছে, কারা বাড়ি-ঘর দখল করেছে?

উত্তরে প্রিয়া সাহা বলেন, তারা মুসলিম মৌলবাদি গ্রুপ এবং তারা সব সময় রাজনৈতিক আশ্রয় পায়। সব সময়ই পায়।

এই বক্তব্য প্রচারিত হওয়ার পরপরই বাংলাদেশে হৈ চৈ পড়ে যায়। এমন নিরেট ও নির্জলা মিথ্যা কথা কেউ প্রকাশ্যে কখনো বলতে পারে, তা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করেনি। এমনকি আওয়ামী সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, বিশিষ্টজন ও সাধারণ জনগণ এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। এ ধরনের বক্তব্যের পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র লুকায়িত আছে বলে অনেকেই মন্তব্য করেন। এই সংবাদের পরে 'বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ'-এর সাধারণ সম্পাদক রানা দাসগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'প্রিয়া সাহার বক্তব্য ব্যক্তিগত। এই বক্তব্যের দায়ভার সংগঠন নিবে না।' অথচ একটি সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক আমেরিকার মতো দেশে গিয়ে হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টের সাথে সরাসরি কথা বলে- তা ব্যক্তিগত কথা হয় কিভাবে এটা আমাদের বোধগম্য নয়।

এদিকে ৭১ টিভির রিপোর্টার প্রিয়া সাহার জন্মস্থান পিরোজপুরের নাজিরপুরে স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে চ্যানেলে প্রচার করে। স্থানীয় লোকজনের বক্তব্য অনুযায়ী নাজিরপুরের হিন্দু-মুসলিম সকলেই সহাবস্থানে বসবাস করে আসছে। তাদের মাঝে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা নেই। হিন্দুদেরকে বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করা বা জ্বালিয়ে দেয়ার মতো কোনো ঘটনাই সেখানে ঘটেনি।

তারা আরো উল্লেখ করেন, মূলতঃ প্রিয়া সাহা তার ভাইয়ের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে সেটাকে সাম্প্রদায়িক হামলা বলে চালানোর চেষ্টা করে। অন্যদিকে, পিরোজপুর ও বাগেরহাটের মাঝখানে একটি দ্বীপ নিয়ে দুই পাড়ের মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষ লেগে আছে। কখনো কখনো তা মারামারিতে রূপ নেয়। এতে উভয়পক্ষের হিন্দু-মুসলিম সকলেই অংশ নেয়। ধর্মীয় কারণে নয়; বরং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের জন্য এই লড়াই চলে আসছে।

প্রিয়া সাহা এটাকেই সাম্প্রদায়িক হামলা বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন বলে এলাকাবাসী উল্লেখ করে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট নামক টিভি চ্যানেলও একই রকম রিপোর্ট প্রচার করে।

প্রিয়া সাহার বক্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে আদালত মামলা নেয়নি। উল্টো সুমন সাহেবের বিরুদ্ধে প্রিয়া সাহা মানহানিকর মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠার পর প্রিয়া সাহা লাইভে আসেন। তার ঐ বক্তব্যের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি এ রকম বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দিয়েছি। তিনি বিরোধীদলীয় নেত্রী থাকাবস্থায় বিভিন্ন দেশে গিয়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতনের কথা উল্লেখ করতেন।

সম্মানিত পাঠক! প্রিয়া সাহার এমন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ফলাফল যা দাঁড়ায়, তা হলো–

০১. তিনি সাধারণ কেউ হলেও তার পেছনে হিন্দু সম্প্রদায় বা ভারতের অনেক বড় সহযোগিতা রয়েছে। নইলে মামুলি কেউ মি. ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে পারেন না।

০২. সরকারের প্রথম দিনের শক্ত বক্তব্য থেকে পিছু হটে দ্বিতীয় দিনে গলার সুর নরম করায় আর কারো বুঝতে বাকি নেই যে, সরকার ভারতের চাপের কাছে নতজানু হয়ে পড়েছে।

০৩. প্রিয়া সাহা বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সংখ্যালঘু নির্যাতন মূল উদ্দেশ্য নয়, বাংলাদেশে হিন্দু সংগঠনগুলোকে আরো উগ্রবাদী করে তোলা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকার নগ্ন হস্তক্ষেপ ভিক্ষা চাওয়া এবং ভারতের প্রিয়ভাজন ও ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নই মুখ্য উদ্দেশ্য।

০৪. দেশের ভাবমর্যাদা রক্ষার বদৌলতে বিশ্বের নিকটে দেশের ভাবমর্যাদা ক্ষুন্ন করে দেশকে একটি অকার্যকর ও অস্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার হীন উদ্দেশ্যে প্রিয়া সাহা গং কাজ করে যাচ্ছে। সুযোগ পেলেই এরা বিদেশীদের নিকটে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে এ দেশের মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে।

ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ

২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ গত বছরের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় শেষের ছয় মাসে ভারতে মুসলিমবিদ্বেষ ৬২ শতাংশ বেড়েছে। বিশেষ করে বছরের শেষ তিন মাসে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের বেশির ভাগই ইসরায়লই হামাস সংঘাত ইস্যু নিয়ে। ওয়াশিংটন-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়া হেট ল্যাবের এক প্রতিবেদনের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। ইন্ডিয়া হেট ল্যাবের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালে মুসলিমদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন মাধ্যমে ৬৬৮টি ঘৃণামূলক বক্তব্যের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৫৫টি বছরের প্রথমার্ধে ঘটেছে, আর ৪১৩টি শেষ ছয় মাসে ঘটেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুসলিমবিদ্বেষের প্রায় ৭৫ শতাংশ বা ৪৯৮টি মন্তব্যের ঘটনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলোতে ঘটেছে। মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলিমবিদ্বেষ বক্তব্য দেখা গেছে। ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদি। তার দল বিজেপির শাসনামলে মুসলিমবিদ্বেষ বেড়েছে বলে অভিযোগ করে আসছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো। মার্কিন ওই গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলছে, তারা বিদ্বেষী মন্তব্য নিয়ে জাতিসংঘ যে সংজ্ঞা দিয়েছে, সে অনুযায়ী যাচাইবাছাই করেছে। প্রতিবেদন বলছে, গাজা ইস্যুতে ৭ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে মুসলিমবিদ্বেষী মন্তব্য করা হয়েছে ৪১টি। বছরের শেষ তিন মাসে যেসব মুসলিমবিদ্বেষ ছড়ানো হয়েছে, এর মধ্যে ২০ শতাংশই এই ইস্যুতে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব আইনের দিকে ইঙ্গিত করেছে যা জাতিসংঘ মৌলিকভাবে বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত করেছে। এছাড়া সম্প্রতি ভারতে অবৈধ নির্মাণ অপসারণের নামে মুসলমানদের ধর্মীয় অবকাঠামো মসজিদ ধ্বংসের সংখ্যাও বেড়েছে। এ ছাড়া বিজেপির শাসনামলেই কর্ণাটকের ক্লাসরুমে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৭০]

প্রিয় পাঠক! দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বাংলাদেশের মতো ভালো অবস্থানে অন্য কোনো রাষ্ট্র নেই। বিশ্ববাসী মিয়ানমারের নৃশংসতা দেখেছে। কয়েক লাখ মুসলিমকে সন্ত্রাসী বৌদ্ধরা দেশান্তর করেছে। অসংখ্য মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। মা-বোনদের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে তাদেরকে জবাই করা হয়েছে। এদিকে প্রিয়া সাহার প্রিয়ভূমি(!) ভারতে বিজেপি সরকারের মদদে চরম উগ্রবাদী আরএসএস ও অন্য সংগঠনগুলো

[৭০] *দেশ রূপান্তর- ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।*

মুসলিমদের সাথে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণে মেতে উঠেছে। সারা পৃথিবী তাবরিজ আনসারীর লোমহর্ষক মৃত্যু নীরবে অবলোকন করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৫০ জন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছে। জয় শ্রীরাম বলেও মুসলিমরা রেহাই পাচ্ছে না ভারতে। কই বাংলাদেশে তো এখন পর্যন্ত এ ঘটনা কোথাও ঘটেনি যে, কোনো হিন্দুকে মুসলিমরা জোর করে আল্লাহু আকবার বলাচ্ছেন। তাদেরকে অত্যাচার করছেন।

আমরা যদি বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের উপস্থিতি লক্ষ্য করি তাহলেই বুঝতে পারব এ দেশে হিন্দুরা কেমন বহাল তবিয়তে আছে। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টি.আই.বি)-এর একটি গবেষণায় ফুটে উঠেছে, স্বাধীনতা পরবর্তী সকল সময়ে সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুর উপস্থিতি ১০%-এর বেশি ছিল। সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদকে নিয়ে বাংলাদেশে বেশি সমালোচনা হয়, অথচ তার আমলেই সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে বেশি চাকরি পায়। টি.আই.বি'র গবেষক মোহাম্মদ রেজাউল করিম লিখেন,

"The outstanding finding in that the representation of the minority communities in the general cadre of BCS job was noticeably higher in the Ershad regime (13.22%) than that of BNP (5.05%), and awami league (6.34%) regimes. In case of professional cadres, no remarkable difference was observed."

অর্থাৎ- বিসিএস-এর সাধারণ ক্যাডারে সংখ্যালঘুদের চাকরি এরশাদের আমলে লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, তার আমলে ১৩.২২%, বিএনপির আমলে ৫.০৫% এবং আওয়ামী লীগের আমলে ৬.৩৪% মাইনরিটি সরকারি চাকরি পায়। প্রফেশনাল ক্যাডারের চাকরির ক্ষেত্রেও কোনোরূপ পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়নি।[৭১]

উক্ত জরিপ অবশ্য ২০০৬ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে এ চিত্র ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ২০১৫ সালের অক্টোবরে ওলামা লীগ কোনো রাখঢাক ছাড়াই পাবলিকলি সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘু নিয়োগের একটি চিত্র পেশ করে। তারা বলে,

৯০ ভাগ মুসলমানদের দেশে চাকরির নিয়োগ আনুপাতিক হারে হতে হবে। কিন্তু প্রশাসনে হিন্দুতোষণ হচ্ছে। গত ২০১৩ সালের অক্টোবরে পুলিশের এসআই পদে নিয়োগে ১৫২০ জনের মধ্যে হিন্দু নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৩৩৪ জন, যা মোটের ২১.৯৭ শতাংশ। ২০১১ সালে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইতে নিয়োগের ৯৩ জনের মধ্যে ২৩ জন হিন্দু নিয়োগ করা হয়েছে, যা মোটের ২৪.৭৩ শতাংশ। সম্প্রতি ষষ্ঠ ব্যাচে সহকারী জজ পদে নিয়োগ দেয়া ১২৪ জনের মধ্যে ২২ জনই হিন্দু, যা মোটের ১৭ শতাংশ।[৭২]

(উল্লেখ্য, বাংলাদেশে মুসলিমরা ৯০ শতাংশ, হিন্দু ৮ শতাংশ ও খ্রিষ্টান-বৌদ্ধরা ২ শতাংশ।)

২০০৭ সালে সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি ছিল ১৯%, যা ২০১৫ সালে ২৯ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। বর্তমানে এ হিসাব আরো অনেক বেশি।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগ নেতা নূরে আলম সিদ্দীকি চ্যানেল আই টিভির এক অনুষ্ঠানে বলেন, সম্প্রতি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে যেসব কর্মকর্তার পদোন্নতি হয়েছে তাদের ৬৭ জনের মধ্যে ৪৬ জনই অমুসলিম। ৯১ ভাগ মুসলমানের দেশে এভাবে অমুসলিম কর্মকর্তার সংখ্যাধিক্য কোনোভাবেই স্বাভাবিক বিষয় নয়। আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানাতে চায়। আমরা কি অন্যের দ্বারা শাসিত হতে দেশ স্বাধীন করেছি?[৭৩]

তবে আলহামদু লিল্লাহ, গত ৫ই আগস্ট আওয়ামী রেজিমের পতনের মাধ্যমে ভারতের আধিপত্যবাদ অনেকটাই ধ্বংস হয়েছে। এখন সময় এসেছে দেশকে ভারতীয় খপ্পর থেকে সর্বদিক থেকে মুক্ত করা। এখন পর্যন্ত ভারতের দাসত্ব করে যাচ্ছে প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ কিছু মিডিয়া। তাদের ব্যাপারেও সরকারের নতজানু সিদ্ধান্ত রক্তাক্ত জুলাই বিপ্লবকে ব্যাহত করবে। সরকারের উচিৎ এসব ভারতীয় সেবাদাস মিডিয়াসহ ইসকনকে নিষিদ্ধ করে ছাত্র-জনতার বিপ্লবকে রক্ষা করা এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখা। ☒

তথ্যসূত্র : ০১. দৈনিক নয়া দিগন্ত। ০২. দৈনিক প্রথম আলো। ০৩. দৈনিক ইনকিলাব। ০৪. বাংলাদেশ প্রতিদিন। ০৫. যুগান্তর। ০৬. দেশ রূপান্তর। ০৭. The Daily Star। ০৮. মুসলমানের মানবাধিকার থাকতে নেই, মাহমুদুর রহমান। ০৯. উইকিপিডিয়া। ১০. বিভিন্ন প্রবন্ধ।

[৭১] *ডেইলি স্টার- ৩ জুলাই ২০০৭।*

[৭২] *আমাদের সময়.কম- ১৭ অক্টোবর ২০১৫।*

[৭৩] *মূলধারা বাংলাদেশ- ১৫ জানুয়ারি ২০১৬।*

নিভৃত ভাবনা

‘উমরাহ্ পালনের অভিজ্ঞতা এবং কিছু জিজ্ঞাসা

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

আমরা যারা সত্যিকার অর্থে মুসলিম, তাদের মনে একটা সুপ্ত বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা লালিত হতে থাকে যে, একটি বারের জন্য হলেও পৃথিবীর প্রথম ‘ইবাদতগাহ পবিত্র কাবা ঘরের তাওয়াফ করা। যে গৃহ আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীনের হুকুমে পিতা-পুত্র ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ও ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) একত্রে তৈরি করেছিলেন। আমার মধ্যেও ঐ কামনা-বাসনা ছিল এবং আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় একদিন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের তাওফীক লাভ করলাম। প্রথমেই পাসপোর্ট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, অবশ্য এ ব্যাপারে আমার স্ত্রীর ভূমিকা ছিল মুখ্য।

বর্তমানে হজ্জ করার সামর্থ্য না থাকায় দু’জনই ‘উমরাহ্ করার নিয়ত করি এবং এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ)-এর বিখ্যাত হাদীসটি আমার সামনে উজ্জ্বলভাবে ভেসে ওঠে। যথা- রমাযান মাসে ‘উমরাহ্ করলে একটি হজ্জ আদায়ের সওয়াব হয় এবং তা মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সাথে হজ্জ আদায়ের মর্যাদা রাখে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “রমাযান মাসে ‘উমরাহ্ করা আমার সাথে হজ্জ আদায় করার সমতুল্য।”[৭৪]

এ জন্য এ সুযোগটি আমি আর হাতছাড়া করতে চাইনি। দ্রুততর সময়ে হজ্জ এজেন্সীর কর্তৃপক্ষ সাতক্ষীরার অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তি আব্দুল মান্নান সাহেবের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমার বাসায় দেখা করেন এবং রমাযান মাসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় রমাযানে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান। আমিও তাৎক্ষণিকভাবে রাজি হয়ে যাই এবং কিছু দিন পরেই জানান, ১৪ মার্চ-২০২৪, রাত ৪ :১৫ মিনিটে ফ্লাইট।

বিমানের নির্ধারিত সময় জানার পরই শুরু হলো চরম অস্থিরতা, টেনশন। আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীনের নিকট তখন একটিই চাওয়া যে, হে আল্লাহ! আমার শরীরটা যেন ভালো থাকে, নতুবা মারাত্মক কোনো সমস্যা দেখা দিলে আমি যদি না যেতে পারি? অবশেষে নির্ধারিত সময় এসে গেল, মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে শরীরে কোনো অসুবিধা হয়নি। যথারীতি ১৪ মার্চ-২০২৪, সকাল পৌনে ১০টার দিকে লিটন পরিবহনে উঠে পড়লাম, প্রায় ৫টার দিকে ঢাকায় পৌঁছে হজ্জ ক্যাম্পে জায়গা না পেয়ে পাশে এক হোটেলে উঠলাম। আমাদের যিনি গাইডার তিনি বললেন, রাত্র ১১টার দিকে বিমান বন্দরে প্রবেশ করতে হবে। তার কথামতো আমরা সকলেই রাত ১১টার দিকে বিমান বন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। শুরু হলো যাওয়ার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। ঠিক ৪ : ১৫ মিনিটে জাজিরা নামক বিমানে আমরা উঠে পড়লাম। গাইডার আমাদেরকে বললেন, কুয়েত বিমান বন্দরে নেমে সকলেই ইহরামের কাপড় পরে নিবেন। গাইডের কথা অনুযায়ী আমরা কুয়েত বিমান বন্দরে সকাল ১১ : ৩০ মিনিটের দিকে নেমেই যার যার মতো ইহরাম পরে নিলাম। পরে ২টার পরেই জেদ্দার উদ্দেশে আবার ফ্লাইটে উঠে পড়লাম এবং সম্ভবত ৪টার দিকে জেদ্দায় পৌঁছে গাড়ি যোগে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করি।

উল্লেখ্য, ইহরামের কাপড় পরার পরপরই সকলের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। সকলেই নিরব! লক্ষ্য একটাই, কখন আমরা সেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে এক নজর “বায়তুল্লাহ” পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ‘ইবাদতগৃহ দেখব? গাড়ি চলতে চলতে একজন বলে উঠলো, ঐ দেখেন জমজম টাওয়ার। ঐ টাওয়ার সংলগ্নই আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত কাবাগৃহ। গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সকলেই অবাক বিস্ময়ে দু’পাশের সুরম্য ও সুন্দর কারুকার্য খচিত ইমারতগুলো অপলক নয়নে দেখতে দেখতে হঠাৎ করে গাড়ি থেমে যায় এবং দেখছি রাস্তার ওপরই মানুষ আর মানুষ। জায়নামায বিছিয়ে বসে পড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই চার লেনের রাস্তা কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আমাদের গাইডার গাড়ি হতে নেমে কিছু সময় পরে এসে জানালো, আসরের সালাত শুরু হয়েছে, গাড়ি সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং আমরা যেটি জানতে পেরেছি– রাত সাড়ে ১১টা থেকে ১২টার পরে ছাড়া হারাম শরীফে ঢোকা যাবে না। আপনারা কেউ ইহরাম ছাড়বেন না। এ কথা শোনার সাথে সাথে যশোরের এক ভাই (ইমরান

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[৭৪] *বুখারী- হা. ১৮৬৩/১৭৮২; সহীহ মুসলিম- হা. ১২৫৬।*

হোসেন) আবেগতাড়িত হয়ে বলেই ফেললেন, তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন আমি রোযা থাকা অবস্থায় হারাম শরীফে প্রবেশ করে 'উমরার কাজ সমাপ্ত করবো। আমি মানুষের ঢল দেখে বুঝতে পেরে বললাম, আপনাদের তো অভিজ্ঞতা আছে, যেটি ভালো মনে করেন সেটিই করেন। আবেগের তাড়নায় কোনো কিছুই করা ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো রাত সাড়ে ১১টার পরে আমরা যাব। এবার আমরা হোটেলে উঠে অধীর আগ্রহে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছি কখন সাড়ে ১১টা বাজবে?

সময় পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আমরা একত্রিত হলাম এবং গাইডার আমাদের জন্য একটি সুন্দর পদ্ধতির কথা জানিয়ে দিলেন। আমরা দু'জন প্রথমে ও শেষে ২টি লাল রংয়ের লাঠি উঁচু করে রাখব, দলছুট হলেই লাঠি দেখেই চলে আসবেন। অতঃপর আমরা হোটেল থেকে বের হয়েই রাস্তার ওপর মানুষের ঢল দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কোথায় পা ফেলছি দেখার সুযোগই হয়নি। ঢেউয়ের মতো চলতে শুরু করলাম, আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আর তাকিয়ে দেখছি কোথায় সেই কাঙ্ক্ষিত বায়তুল্লাহ! ২৫/৩০ মিনিট যাওয়ার পর হঠাৎ করে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত "বায়তুল্লাহ!" দেখার সাথে সাথেই প্রত্যেকেরই প্রায় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো। সেই অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। যাই হোক, আমাদের গাইডার এবার মাত্বাফে গিয়ে কাবার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত "হাজারে আসওয়াদ" (কালো পাথর) বরাবর সবুজ বাতির নিচ থেকে কাবাগৃহকে বামে রেখে তাওয়াফ শুরু করলেন। তাওয়াফ করার সময় মনে হচ্ছিল, কখন মানুষের পায়ে পিষ্ট হয়ে যাই। কিন্তু একটুও ভয় হয়নি? অন্যদিকে গাইডার প্রতি পাকে পাকে চেষ্টা করছে কাবাগৃহের নিকট দিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু নিকটে যাই যাই করে মুহূর্তের মধ্যে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। একবার কেবল মাকামে ইব্রাহীমের গায়ে হাত লেগেছিল, এভাবেই সাতটি পাক পূর্ণ করেছিলাম। এরপরে কাবা চত্বর থেকে বারান্দায় উঠে ২ রাকআত সালাত আদায় করলাম অতিকষ্টে– কারণ তীল ধরার কোনো জায়গা নেই। তবুও কেনো যেন কোনো কষ্ট অনুভূত হয়নি।

এবার শুরু করলাম সাফা এবং মারওয়া সাঈ। এখানে একটু মানুষ হালকা থাকায় সাঈ' করতে কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। এবার ৩/৪ মিনিটের মতো এক জায়গায় একটু দাঁড়িয়ে লোক গুণে দেখা গেল একজন নেই! নেই তো নেই। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এদিকে তার স্ত্রী কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। কিন্তু কোনো উপায় না পেয়ে বাসায় চলে যেয়ে রাত প্রায় ২টার দিকে মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম ছেড়েছিলাম। সকাল প্রায় ৮টার দিকে হঠাৎ দেখি রাতে হারানো মানুষটি সারা রাত ঘুরে ঘুরে বাসায় এসে হাজির। এভাবে আমরা 'উমরার কাজ সমাপ্ত করি। উল্লেখ্য, আমাদের গাইডার একদিন বললেন, আগামীকাল তায়েফে যাব। প্রত্যেকে ৫০ রিয়াল করে দিতে হবে। যদি কেউ পুনরায় আর একটি 'উমরা করতে চান, তাহলে ঐখান থেকে ইহরাম পরে আসলে করতে পারবেন। আমি মনে করলাম এক সফরে একবার 'উমরাহ্ হবে আর ৫০ রিয়াল খরচ করলে আর একটি 'উমরাহ্ হবে, এটা আমি মেনে নিতে পারিনি বিধায় আমি যাইনি। আমি সাধ্যমতো মক্কায় এবং মদীনায় মসজিদে নববীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতে পড়তে চেষ্টা করেছি এবং দ্বিতীয় তলায় পাঁচটি তাওয়াফ করতে পেরেছি আলহামদু লিল্লাহ।

অভিজ্ঞতা

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! পবিত্র 'উমরাহ্ সম্পাদন করার ফলে কিছু অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাচ্ছি; যেটির বাস্তবতা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

(১) সাধারণত ক্ষুধার পরেই খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। পিপাসার পরই পানির মিষ্টতা অনুভূত হয়। প্রশান্তির ঘুম হয় পরিশ্রমের পর। আর প্রকৃত সফলতা অর্জিত হয় ত্যাগের বিনিময়ে। তাই সব সময় অন্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। রোযাদারকে ইফতার করাতে হবে, চাই সে ধনী হোক বা দরিদ্র। এর মাধ্যমে গড়ে উঠবে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও বন্ধুত্ব। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, অবশ্য রোযাদারের সওয়াব থেকে একটুও কমানো হবে না।"[৭৫]

উক্ত হাদীসটি আমরা কমবেশি প্রায় সকলেই জানি। কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ বেশি লক্ষ্য করা যায় না। তবে আশ্চর্য হয়েছি মক্কা এবং মদীনায় এর শতভাগ প্রয়োগ দেখে।

[৭৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৮০৭; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৭৪৬, সহীহ।*

যেটি নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাসে কুলাবে না। যেখানে শত শত নয়, হাজার হাজার নয় লাখ লাখ মানুষের সমাগম, সেখানে অন্যকে ইফতার করানোর যে প্রতিযোগিতা সেটি দেখে আমি রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছি। সকলের জন্য ইফতারির ব্যবস্থা, জানি না এটা কার পক্ষ থেকে। এরপরে পৃথকভাবে যেন প্রতিযোগিতা হয়, এক কাতার কিংবা অর্ধ কাতারের মানুষকে ইফতার খাওয়ানোর। তা যে কোনো খাদ্য দিয়ে হোক না কেন? এ প্রতিযোগিতা উপলব্ধি করে আমি নিজেও কিছু খেজুর ক্রয় করে শরীক হয়েছিলাম। এ প্রসঙ্গে একটি বাস্তব ঘটনা না বলে পারছি না। সত্যিকার অর্থে মক্কা হতে মদীনায় যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে, রাসূল (ﷺ)-এর কবর যিয়ারত করা এবং মসজিদে নববীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। এ উদ্দেশ্য দু'টি আমাদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু মানুষের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি নীতিমালা তৈরি করেছে মসজিদ কর্তৃপক্ষ। যিনি মোয়াল্লেম বা গাইডার তাকে সংখ্যা উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে যিয়ারতের জন্য। সে অনুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে আমাদের অনুমতি হলো রাত ৩টার সময়। আমরা ২০/২১ জন একটা টিম গাইডারের নেতৃত্বে বাসা হতে রওনা হলাম। আমার সামনে আমাদের গাইডার, আমার পেছনে অন্য সকলেই। এমন সময় দেখলাম একটা প্রাইভেট কার আমাদের দেখে স্লো করলেন এবং ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে একটা ব্যাগ হাতে দিলেন। অবশ্য প্রত্যেকের হাতে একটা করে ব্যাগ দিয়ে দিলেন ব্যাগটি নিয়ে মসজিদে নববীতে এসে দেখলাম ব্যাগের মধ্যে পরাটা, দুধের বাটি এবং এক বোতল পানি। চিন্তা করলাম ঐ মানুষটি রোযাদারকে সাহারী খাওয়ানোর জন্য এভাবে ব্যাগে করে নিয়ে ঐ রাতে ঘর থেকে বের হয়েছে। এমনিভাবে যিনি যেভাবে পারছেন রোযাদারদের খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন। মনে হচ্ছে শুরু হয়েছে একটা প্রতিযোগিতা।

(২) আর একটি অভিজ্ঞতার কথা এই যে, এই লাখ লাখ মানুষের জন্য লাখ লাখ প্যাকেট বিতরণে কোনো টু শব্দটিও আমি শুনতে পাইনি। যেটি রীতিমতো বিস্ময়কর ঘটনা। আমাদের মধ্যে ৪/৫ শত লোকের যদি এরূপ কোনো খাদ্য বিতরণ শুরু হয় তাহলে তো হাসপাতালে যেতে হয় কয়েকজনকে। কিন্তু ঐ লাখ লাখ মানুষের মধ্যে কারো কোনো অভিযোগ নেই, প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট! কী সুন্দর ব্যবস্থাপনা! যা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

(৩) আরো অবাক হওয়ার কথা যে, এই লাখ লাখ মানুষের একত্রে চলাফেরা, কিন্তু কোথাও কোনোপ্রকার গণ্ডগোল, হট্টগোল কানেই আসেনি। সকলেই একে অপরের প্রতি কত সহানুভূতিশীল, একে অপরের প্রতি কী পরিমাণ সহযোগিতামূলক মনোভাব! তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"তোমাকে যদি কেউ গালি দেয় বা ঝগড়া করতে আসে তাহলে তুমি বলবে আমি রোযাদার।"[৭৬] রাসূল (ﷺ)-এর সকল কথা মক্কা এবং মদীনায় যেন পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ হচ্ছে, যেটি আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

(৪) আর একটি বিষয়ের বাস্তব সম্মুখীন হয়ে চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। যেটির কথা বহুবার শুনেছি, কিন্তু বাস্তবতার মুখোমুখী তো হইনি, সে জন্য হৃদয়ের মধ্যে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি? সেটি হচ্ছে যখন গাইডার আমাদেরকে জানালেন, ঐটা হেরা গুহা! যেখানে রাসূল (ﷺ) মহান আল্লাহর উপাসনায় মশগুল থাকতেন নির্জনে। শুধু তাই নয়, দৈনিক ২/৩ বার রাসূল (ﷺ) সহধর্মিনী খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল (ﷺ)-এর জন্য খাদ্যপানীয় সরবরাহ করতেন ঐ চূড়ায় উঠে। রীতিমতো অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম! হে আল্লাহ! রাসূল (ﷺ) ঐ পরিত্যক্ত পাহাড়ের গুহায় কিভাবে থাকতেন এবং কিভাবে তাঁরই সহধর্মিনী চূড়ায় উঠে খাদ্য-পানীয় সরবরাহ করেছেন! কী অবর্ণনীয় কষ্ট করেছেন! দীনের জন্য। স্বামীর প্রতি কী পরিমাণ ভালোবাসা এবং দীনের প্রতি কত নিবেদিতপ্রাণ করেছিলেন! বিষয়গুলো চোখের সামনে ভেসে আসতে লাগলো একের পর এক, (যেটির উচ্চতা ৫৫৬ মিটার)। অনুরূপভাবে গারে সওর পর্বতে অবস্থান, আরাফাহ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষণ দিয়েছিলেন! যে ভাষণটি কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের জানার, বুঝবার গবেষণা করার আগ্রহ শেষ হবে না। যতই গবেষণা চলবে ততোই এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে ইন্ শা-আল্লাহ। আমি শুধু অবাক হয়েছি, হে আল্লাহ! আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (ﷺ) কী অবর্ণনীয় কষ্ট, নির্যাতন সহ্য করেছেন শুধুমাত্র ঐ দ্বীনটাকে সমুজ্জ্বল করার জন্য, আর কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

---

[৭৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৯৪।*

(৫) আর একটি বিষয়ও আমাকে বেশি কাঁদিয়েছে যে, দুর্গম পাহাড়, পর্বত, মরুভূমির অসমতল এ দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে (৪৬০ কি. মি. দূরত্বের) রাস্তা কত অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) মদীনায় হিজরত করেছেন। যেখানে আমরা এসি বাস যোগে যেতে কী পরিমাণ ক্লান্তি বোধ করেছি আর এ পথ নবী (ﷺ) হেঁটেই কত কষ্ট করে গিয়েছেন।

পরিশেষে পাঠকমণ্ডলীর উদ্দেশে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকলো। অবশ্য এ বিষয়গুলো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করছি।

(১) 'উমরাহ্ বা হজ্জে যাওয়ার মূল উদ্দেশ হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করা। সাথে সাথে মক্কা এবং মদীনায় সালাত আদায়, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, মাকামে ইব্রাহীমের নিকট সালাত, সাফা, মারওয়া সাঈ, কুরবানী করা, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন, নবী (ﷺ)-এর কবর যিয়ারত ইত্যাদি। মূলত হজ্জ বা 'উমরাতে যে তালবিয়া পড়তে পড়তে হারামে পৌঁছতে হয় তা হচ্ছে– "লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা, লা- শারীকা লাকা লাব্বাইকা। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা- শারীকা লাক।" অর্থ হচ্ছে– "আমি হাজির! হে আল্লাহ আমি হাজির! আপনার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির! নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত আপনারই। আপনার কোনো শরীক নেই।" আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে– এই যে স্বীকৃতি আমরা সাদা কাপড় পরে দিয়ে আসলাম, তোমার কোনো শরীক নেই, সব নিয়ামত তোমারই তাহলে আমাদের মধ্যে দেশে ফিরেই এত মতাদর্শের অনুসারী এবং এত দল-মত কেন? এটা কি মহান আল্লাহর সাথে প্রতারণা হচ্ছে না?

(২) মসজিদে নববীর ঠিক পূর্ব পাশে অবস্থিত "বাকিউল গারকাদ" সকলেই যাকে জান্নাতুল বাকী বলে জানে, প্রত্যাহ 'আসরের সালাতের পর এটির গেইট খুলে দেয়। অবশ্য ফজরের পরে মাঝে-মধ্যে গেইট খুলতে দেখেছি। আমরা একদিন 'আসরের সালাতের পর বেশ কয়েকজন বাকিউল গারকাদ নামক কবরস্থানে গিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম কিছু কবর অন্তত চিহ্নিত করা আছে। কিন্তু স্বচক্ষে দেখে অবাক হয়েছি, একটি কবরও চিহ্নিত নেই! সব কবর একই প্রকার, মাথার সামনে এক টুকরা করে পাথর স্থাপন ছাড়া কবর চেনার কোনো সুযোগ নেই। মাঝে মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা আছে। তাই শুধুই মনে হয়েছে, মৃত্যুর পর ঐ ফাঁকা জায়গাগুলোর মধ্যে একটিতে স্থায়ীভাবে যদি থাকতে পারতাম, তাহলে হয়তো শান্তি হত। কিন্তু সবই সেই আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের ইচ্ছা। এটা মনের অনুভূতি মাত্র। এমনি আবেগপ্রবণ হয়ে কিছু লোক নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে পুলিশ তাড়িয়ে বের করে দিলো। অর্থাৎ- কবরকে সামনে রেখে নামায চলবে না। উল্লেখ এ কবরস্থানে শুয়ে আছেন নবী তনয়া ফাতিমাসহ মহানবী (ﷺ)-এর কন্যারা, নাতি, পুত্র এবং মা খাদিজাহ্ ব্যতীত নবী (ﷺ)-এর সহধর্মিনী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'রা। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-সহ মদীনায় মৃত সকল সাহাবী, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, ইমাম, মুজতাহিদ এবং সলফে সালেহীনগণ। কিন্তু কোন্‌টি কার কবর তার কোনো নিদর্শন রাখা হয়নি। তাই জিজ্ঞাসা, যদি কবর পাকা করা, নাম ফলকসহ চিহ্নিত করা হত, তাহলে সেখানে এগুলো নেই কেন? অথচ আমরা কবর পাকা করার জন্য পাগল হয়ে যাই।

(৩) সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! আর একটি জিজ্ঞাসা হচ্ছে– মক্কা এবং মদীনায় মসজিদে সালাত আদায় করলে শুনেছি, ইমাম সাহেব প্রত্যেক সালাত শুরু করার পূর্বে আরবীতে কিছু কথা উচ্চারণ করেন, যার বাংলা অর্থ "তোমরা কাতার সোজা করো, মাঝে কোনো ফাঁক রেখ না, পায়ে পা এবং কাঁধে কাঁধ রেখে ফাঁক বন্ধ করো। কিন্তু আমরা এ কাজটি অনেকে করি না। বলে থাকি পায়ে পায়ে লাগানো বেয়াদবি! তাহলে মক্কা এবং মদীনার ইমামগণ কেন এটি বলেন?

(৪) তাছাড়া দুই স্থানেই ইমামগণ সূরা আল ফাতিহার শেষে জোরে আমীন বলেন, অথচ এখানেও আমরা মতভেদ করে থাকি! কেউ বলি, আবার কেউ বলি না। আমরা এখানেও কারো না কারো অনুসরণ করে থাকি। যদি এরূপ হয় তাহলে আমাদের ভিতরে কিভাবে ঐক্য আসবে?

হাদীসের অনুসরণের কথা বলবেন? এখানেও বিভ্রান্তি! অতএব আমার মনে হয় সকলেই আমরা কিবলার দিকে মুখ করে যখন সালাত আদায় করি নির্দিধায়, তাহলে সেই দিকের সবকিছুই অনুসরণ করে চললে হয়ত আমাদের একই প্লাটফর্মে আসা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একই প্লাটফর্মে আসার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

সমাজ চিন্তা

সমাজে দ্বীনপ্রতিষ্ঠায় যুবকদের ভূমিকা

সংকলনে : মুহাম্মদ রমজান মিয়া*

এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকে মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। শৈশব-কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য। শৈশব ও কৈশোর অবস্থায় তেমন কোনো সুষ্ঠু চিন্তার বিকাশ ঘটে না। পক্ষান্তরে বার্ধক্য অবস্থায় আবার চিন্তাশক্তির বিলোপ ঘটে। কিন্তু যৌবনকাল এ দুইয়ের ব্যতিক্রম। যৌবনকাল মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বা সম্পদ। এ সময় মানুষের মাঝে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ ঘটে। যৌবনকালে মানুষের চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, মননশক্তি, কর্মশক্তি, প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। এককথায় এ সময় মানুষের প্রতিভা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এ সময়েই মানুষ অসাধ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারে। যৌবনের তরতাজা রক্ত ও বাহুবলে শত ঝড়-ঝাঞ্ঝা উপেক্ষা করে বীর বিক্রমে সামনে অগ্রসর হয়। এ বয়সে মানুষ সাধারণত পূর্ণ সুস্থ ও সবল থাকে। তাই এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর পথে নিজেকে কুরবানীর উপযুক্ত সময়। ডা. লুৎফর রহমান বলেন, 'গৃহ এবং বিশ্রাম বার্ধক্যের আশ্রয়। যৌবনকালে পৃথিবীর সর্বত্র ছুটে বেড়াও, রত্নমাণিক্য আহরণ করে সঞ্চিত কর, যাতে বৃদ্ধকালে সুখে থাকতে পার'। জর্জ গ্রসলিভ বলেন, 'যৌবন যার সৎ ও সুন্দর এবং কর্মময় তার বৃদ্ধ বয়সকে স্বর্ণযুগ বলা যায়'। তাই যৌবনকালকে নিয়ামত বলে গণ্য করা যায়।

এই অমূল্য নিয়ামতের যথাযথ সংরক্ষণ এবং তা মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করা সকল মুসলিম যুবকের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গেছেন। রাসূল (ﷺ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

'পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তুর পূর্বে গুরুত্ব দিবে এবং মূল্যবান মনে করবে। (১) বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, (২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, (৩) দরিদ্যতার পূর্বে সচ্ছলতাকে, (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।'[৭৭] উল্লেখিত হাদীসে বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকালকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং যুব সম্প্রদায়কে তাদের যৌবনকালকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে এবং স্বীয় বিবেককে সদা জাগ্রত রাখতে হবে। যাতে করে কোনো অন্যায়-অনাচার, পাপাচার-দুরাচার ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড যৌবনকালকে কলঙ্কিত করতে না পারে। অপরদিকে ন্যায়ের পথে, কল্যাণের পথে যৌবনের উদ্যোগ ও শক্তিকে উৎসর্গ করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"তোমরা তরুণ ও বৃদ্ধ সকল অবস্থায় বেরিয়ে পড়ো এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা, যদি তোমরা বুঝো।"[৭৮]

মানব জীবনের তিনটি কালের মধ্যে যৌবনকাল নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের জীবনের সকল কল্যাণের সময়, মহান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় হবার সময়, নিজেকে পুণ্যের আসনে সমাসীন করার সময় এ যৌবনকাল। এ কালের উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষ সকলের কাছে সম্মানের পাত্র হয়। আবার এ কালই মানুষের জীবনে নিয়ে আসে কলঙ্ক-কালিমা, নিয়ে আসে অভিশাপ, পৌঁছে দেয় মহান আল্লাহর 'আযাবের দ্বারপ্রান্তে। তাই যৌবনকাল মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ক্বিয়ামতের দিন এই যৌবনকাল সম্পর্কে মানুষকে জওয়াবদিহি করতে হবে। হাদীসে এসেছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ.

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা তার প্রভুর সম্মুখ থেকে একটুকুও নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। (১) সে তার জীবনকাল কী কাজে

---

* *সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান ও সদস্য, মাজলিসে আম কেন্দ্রীয় শুব্বান।*

[৭৭] *আত্ তিরমিযী; মিশকাত- হা. ৫১৭৪; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা. ৩৩৫৫; সহীহুল জামে'- হা. ১০৭৭।*

[৭৮] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৪১।*

শেষ করেছে, (২) তার যৌবনকাল কোন কাজে নিয়োজিত রেখেছিল, (৩) তার সম্পদ কোন উৎস থেকে উপার্জন করেছে, (৪) কোন কাজে তা ব্যয় করেছে এবং (৫) যে জ্ঞান সে অর্জন করেছে, তার ওপর কতটা 'আমল করেছে।'[৭৯]

সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী হলো ঐ যুবক, যে তার যৌবনকাল আল্লাহর 'ইবাদতে কাটিয়েছে। যৌবনের সকল কামনা-বাসনা, সুখ-শান্তির ঊর্ধ্বে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাকেই সে কেবলমাত্র কর্তব্য মনে করত। শরী'আতবিরোধী কোনো কর্ম যেমন- শির্ক, বিদআত, যিনা-ব্যভিচার, সূদ-ঘুষ, লটারী-জুয়া, চুরি-ডাকাতি, লুটতরাজ, সন্ত্রাসী কোনো অপকর্মে সে কখনো অংশগ্রহণ করত না। এইরূপ দ্বীনদার চরিত্রবান আল্লাহভীরু যুবককেই আল্লাহ পাক আরশের নীচে ছায়াদান করবেন। হাদীসে এসেছে–

عن أَبي هريرة (ﷺ)، عن النَّبيّ (ﷺ)، قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ الله عز وجل، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়া দিবেন; যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক, যে মহান আল্লাহর 'ইবাদতে বড় হয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি, যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, (৪) এমন দুই ব্যক্তি, যারা মহান আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালোবাসে। মহান আল্লাহর ওয়াস্তে উভয়ে মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যই পৃথক হয়ে যায়, (৫) এমন ব্যক্তি, যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে, আমি মহান আল্লাহকে ভয় করি এবং (৬) ঐ ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না, তার ডান হাত কী দান করে। (৭) এমন ব্যক্তি, যে নির্জনে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে'।[৮০]

[৭৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪১৬, অধ্যায় : ক্বিয়ামত।*
[৮০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪২৩, ৬৩০৮; মিশকাত- হা. ৭০১।*

সুতরাং যুবকদের শ্রেষ্ঠ সময়কে মহান আল্লাহর রাস্তায় ও তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করতে হবে।

যুবকদের মাঝে দু'টি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- কোনো কিছু প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুবকরা যেমন বদ্ধপরিকর, তেমনি কোনো কিছু ভাঙনেও তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এদের শক্তি হচ্ছে এদের আত্মবিশ্বাস। এরা যৌবনের তেজে তেজোদ্দীপ্ত। তাই জাতীয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠাও এদের কাছে অসম্ভব নয়। এদের দুর্দমনীয় শক্তিকে ন্যায়ের পথে চালিত করলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হওয়া যেমন মোটেই অসম্ভব নয়, তেমনি অন্যায়ের পথে পরিচালিত করলে অন্যায় প্রতিষ্ঠা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যুবশক্তিকে তাই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে কাজে লাগাতে হবে।

সংগ্রাম যৌবনের ধর্ম, একথা সর্বজন বিদিত। যুবমন সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। যুবমন সমাজে সংগ্রাম করতে চায় সকল অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে, অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে। অন্যায়ের প্রতিবাদ, মজলূমের পক্ষে জিহাদ, নিপীড়িতের পক্ষে আত্মত্যাগ নবীনেরা যতটুকু করতে পারে, প্রবীণেরা ততটুকু পারে না। নির্যাতিত মানুষের ব্যথায় তরুণেরা ব্যথিত হয় বেশি। নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করেও তারা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। যুবমন সংগ্রামী নেতৃত্বের পেছনে কাতারবন্দী হয় এবং নিজেরা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়। তাই দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে যুবকদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আজকের সমাজ এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ধাবমান। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কোথাও সুনীতি নেই। যার কারণে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন, জুলুম-অত্যাচার প্রভৃতি পাপাচার বিশৃংখলায় দেশ আজ অবক্ষয়ের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে। জাতির ভাগ্যাকাশে এখন দুর্যোগের ঘনঘটা। সামাজিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক দেউলিয়াত্ব, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক সংকটে জাতীয় জীবন সংকটাপন্ন। সামাজিক জীবনে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি জাহেলিয়াতের যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বেকারত্বের অভিশাপে দেশে হতাশা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিকৃত রুচির সিনেমা, রেডিও-টিভির অশালীন অনুষ্ঠান, অশ্লীল চিত্র জাতীয় যুবচরিত্রের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। নারী প্রগতির নামে নানাবিধ বেহায়াপনার উৎস খুলে দেওয়া হয়েছে। দেশের এ যুগসন্ধিক্ষণের ঘোর অমানিশায় আজকের সমাজ তাকিয়ে আছে এমন একদল যুবকের প্রতি, যারা হবে মানবতার মুক্তির দূত, শান্তি পথের দিশারী, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন, মহামানব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পদাংক অনুসারী এবং নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায়

নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে দ্বিধাহীন। ইসমাঈল হোসেন সিরাজী তাদের কথাই বলেছেন এভাবে–

আশার তপন নব যুবগণ
সমাজের ভাবী গৌরব কেতন
তোমাদের পরে জাতীয় জীবন
তোমাদের পরে উত্থান পতন
নির্ভর করিছে জানিও সবে।

মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যুব সমাজের ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমেই। নিম্নে আমরা এ সম্পর্কিত কিছু ঘটনা তুলে ধরব যেখানে ভেসে উঠবে ইতিহাসের সেরা তরুণদের জীবন কাহিনী; যা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে এক নতুন জীবনযাত্রায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে সংঘটিত প্রথম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, হাবীল সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করল। কিন্তু হক্ব থেকে বিচ্যুত হলো না। পক্ষান্তরে কাবীল শয়তানের প্ররোচনায় আপন ভাইকে হত্যা করে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হলো। মানবেতিহাসে প্রথম হত্যাকারী হিসাবে পরিচিত হলো।

ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে বিবি হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইসমা'ঈল। ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহর রাহে কুরবানী দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ﴾

"যখন সে (ইসমা'ঈল) তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো তখন তিনি (ইব্‌রা-হীম) তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। অতএব বলো, তোমার মতামত কী? ছেলে বলল, হে আববা! আপনাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা প্রতিপালন করুন। ইন্ শা-আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।"[৮১]

আজকের দিনে প্রতিটি যুবক যদি ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর মতো হতে পারে, তাহলেই পৃথিবীতে আবার নেমে আসবে মহান আল্লাহর রহমতের ফাল্‌গুধারা।

পৃথিবীর সুন্দরতম মানুষ ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর পবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপন করার হীন ষড়যন্ত্র করেছিল যুলেখা। সাথে সাথে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে কারাগারে প্রেরণ করা হলো। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কারাবরণ করলেন। কিন্তু নিজের চারিত্রিক সততা-নিষ্কলুষতা অটুট রাখলেন। সুন্দরী রমণীর হাতছানি উপেক্ষা করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিই তিনি কামনা করলেন।

দ্বীনে হক্বের জন্য কুরআনে বর্ণিত আসহাবে উখদূদের ঐতিহাসিক ঘটনায় বনী ইসরা'ঈলের এক যুবক নিজের জীবন দিয়ে জাতিকে হক্বের রাস্তা প্রদর্শন করে গেলেন। সোহায়েব রূমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে এ বিষয়ে যে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে তা এই যে, প্রাক-ইসলামী যুগের জনৈক বাদশাহর একজন জাদুকর ছিল। জাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য একজন বালককে তার নিকটে জাদুবিদ্যা শেখার জন্য নিযুক্ত করা হয়। বালকটির নাম 'আব্দুল্লাহ ইবনুস সামের। তার যাতায়াতের পথে একটি গীর্জায় একজন পাদ্রী ছিল। বালকটি দৈনিক তার কাছে বসত। পাদ্রীর বক্তব্য শুনে সে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু তা চেপে রাখে। একদিন দেখা গেল যে, বড় একটি হিংস্র জন্তু (সিংহ) রাস্তা আটকে দিয়েছে। লোক ভয়ে সামনে যেতে পারছে না। বালকটি মনে মনে বলল, আজ আমি দেখব, পাদ্রীর দাওয়াত সত্য, না জাদুকরের দাওয়াত সত্য। সে একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! যদি পাদ্রীর দাওয়াত তোমার নিকটে জাদুকরের বক্তব্যের চাইতে অধিক পছন্দনীয় হয়, তাহলে এই জন্তুটাকে মেরে ফেলো, যাতে লোকেরা যাতায়াত করতে পারে।' অতঃপর সে পাথরটি নিক্ষেপ করল এবং জন্তুটি সাথে সাথে মারা পড়ল। এ খবর পাদ্রীর কানে পৌঁছে গেল। তিনি বালকটিকে ডেকে বললেন, 'হে বৎস! তুমি আমার চাইতে উত্তম। তুমি অবশ্যই সত্বর পরীক্ষায় পড়বে। যদি পড়ো, তবে আমার কথা বলো না।' বালকটির কারামত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার মাধ্যমে অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেত। কুষ্ঠরোগী সুস্থ হত এবং অন্যান্য বহু রোগী ভালো হয়ে যেত।

ঘটনাক্রমে বাদশাহর এক সভাসদ ঐ সময় অন্ধ হয়ে যান। তিনি বহুমূল্য উপঢৌকনা নিয়ে বালকটির নিকটে আগমন করেন। বালকটি তাকে বলে, 'আমি কাউকে রোগমুক্ত করি না। এটা কেবল আল্লাহ তা'আলা করেন। এক্ষণে যদি আপনি মহান আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহলে আমি মহান আল্লাহর নিকটে দু'আ করব। অতঃপর তিনিই আপনাকে সুস্থ করবেন।' মন্ত্রী ঈমান আনলেন, বালক দু'আ করল। অতঃপর তিনি চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন। পরে রাজদরবারে গেলে বাদশাহর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, আমার পালনকর্তা আমাকে সুস্থ করেছেন।

[৮১] *সূরা আস্ সা-ফ্‌ফা-ত : ১০২।*

বাদশাহ বলেন, তাহলে আমি কে? মন্ত্রী বললেন, 'না; বরং আমার ও আপনার পালনকর্তা হলেন আল্লাহ।' তখন বাদশাহর হুকুমে তার ওপর নির্যাতন শুরু হয়।

এক পর্যায়ে তিনি উক্ত বালকের নাম বলে দেন। বালককে ধরে এনে একই প্রশ্নের অভিন্ন জবাব পেয়ে তার উপরেও চালানো হয় কঠোর নির্যাতন। ফলে এক পর্যায়ে সে পাদ্রীর কথা বলে দেয়। তখন বৃদ্ধ পাদ্রীকে ধরে আনলে তিনিও একই জওয়াব দেন। বাদশাহ তাদেরকে সে ধর্ম ত্যাগ করতে বললে তারা অস্বীকার করেন। তখন পাদ্রী ও মন্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় করাতে চিরে তাদের মাথাসহ দেহকে দু'ভাগ করে ফেলা হয়। এরপর বালকটিকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলার হুকুম দেয়া হয়। কিন্তু তাতে বাদশাহর লোকেরাই মারা পড়ে। অতঃপর তাকে নদীর মধ্যে নিয়ে নৌকা থেকে ফেলে দিয়ে পানিতে ডুবিয়ে মারার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও বালক বেঁচে যায় ও বাদশাহর লোকেরা ডুবে মরে। দু'বারেই বালকটি মহান আল্লাহর নিকটে দু'আ করেছিল, 'হে আল্লাহ! এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন যেভাবে আপনি চান।'

পরে বালকটি বাদশাহকে বলে, আপনি আমাকে কখনোই মারতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি আমার কথা শুনবেন। বাদশাহ বললেন, কী সে কথা? বালকটি বলল, আপনি সমস্ত লোককে একটি ময়দানে জমা করুন। অতঃপর একটা তীর নিয়ে আমার দিকে নিক্ষেপ করার সময় বলুন, بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ 'বালকটির পালনকর্তা আল্লাহর নামে।' বাদশাহ তাই করলেন এবং বালকটি মারা গেল। তখন উপস্থিত হাযার হাযার মানুষ সমস্বরে বলে উঠল, 'আমরা বালকটির প্রভুর উপরে ঈমান আনলাম।' তখন বাদশাহ বড় বড় গর্ত খুঁড়ে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে সবাইকে হত্যা করল। নিক্ষেপের আগে প্রত্যেককে ধর্ম ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তির কথা বলা হয়। কিন্তু কেউ তা মানেনি। শেষ দিকে একজন মহিলা তার শিশু সন্তান কোলে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন। হঠাৎ কোলের অবোধ শিশুটি বলে ওঠে, 'শক্ত হও হে মা! কেননা তুমি সত্যের উপরে আছো।' তখন বাদশাহর লোকেরা মা ও ছেলেকে এক সাথে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। ঐদিন ৭০ হাজার মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়।[৮২]

এ ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এক যুবকের আত্মত্যাগের বিনিময়ে হাজার হাজার মানুষ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।

[৮২] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৪৫৬২; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৩/৩০০৫; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৭৩৩৭।*

অনুরূপভাবে যুবকদের মাধ্যমেই মদীনার রাষ্ট্রীয় ভীত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১১ নববী বর্ষে মদীনা হতে হজ্জ করতে এসেছিল কনিষ্ঠ তরুণ আস'আদ ইবনু যুরারাহর নেতৃত্বে পাঁচজন তরুণ। আর পরবর্তীতে তাদেরই প্রচেষ্টার ফসল হয়ে উঠেছিল বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। এই যুবকরাই বদর, ওহুদ, খন্দক ও তাবুকের যুদ্ধে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ইসলামের শত্রুদের নিধন করে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল।

ইসলামের বড় শত্রু আবূ জাহলকে হত্যা করেছিল ছোট্ট দু'টি বালক মু'আয ও মুয়াওয়াজ। আব্দুর রহমান ইবনু আওফ বলেন, বদরের যুদ্ধে সৈনিকদের বুহ্যে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি আমার ডানে ও বামে দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করলাম না। এ সময় তাদের একজন আমাকে গোপনে বলল, 'চাচাজী আমাকে দেখিয়ে দিন তো আবূ জাহল কে? আমি বললাম, তাকে তোমরা কী করবে? তারা বলল, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি দেখামাত্র তাকে হত্যা করব। আব্দুর রহমান ইবনু আওফ বলেন, আমি ইশারায় আবূ জাহলকে দেখিয়ে দেওয়া মাত্রই তারা দু'জন বাঘের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করল।

ওহুদ যুদ্ধের জন্য ওসামা তার সমবয়সী কতিপয় যুবক, কিশোরের সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে উপস্থিত হলেন যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের মধ্যে কয়েকজনকে নির্বাচন করলেন। আর ওসামাকে অপ্রাপ্ত বলে ফিরিয়ে দিলেন। যুদ্ধে যেতে না পেরে ওসামা মনে কষ্ট ও অন্তরে ক্ষোভ নিয়ে অশ্রুসজল নয়নে বাড়ী ফিরলেন। পরের বছর খন্দকের যুদ্ধের জন্য সৈন্য বাছাই পর্বে বাদ পড়ার ভয়ে ওসামা পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে উচু হয়ে দাঁড়ালেন। তার আগ্রহ দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে নির্বাচন করলেন। মাত্র ১৪ বছরের এই যুবক যোগ দিলেন খন্দকের যুদ্ধে।

একাদশ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে ২০ বছরের সেই যুবক ওসামা ইবনু যায়েদকে সেনাপতি করে পাঠান। তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে রোমানদের গর্ব চিরতরে নস্যাৎ করে দেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের যুবসমাজের একটি বিরাট অংশ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিচ্ছে বাতিল মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য। তাদের ধারণা যে, ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্ম কেবলমাত্র সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত,

তাসবীহ-তাহলীলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই বৈষয়িক জীবনটা নিজের ইচ্ছামতো চললেই হবে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তারা মহান আল্লাহর দেয়া শক্তি-সাহস মানবরচিত বাতিল মতবাদের পেছনে ব্যয় করছে। এই ভ্রান্ত ধারণা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, হক্ব বা সত্য হলো একটাই। আর তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾

"বলুন, হক্ব তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আসে। অতএব যার ইচ্ছা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা তা অমান্য করুক। আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।"[৮৩]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ঘুনে ধরা এই দেশ ও সমাজের অজ্ঞতা, দ্বীনতা, হীনতা, জরাজীর্ণতা, খুন-খারাবী, হিংসা-বিদ্বেষ, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, নগ্নতা ও বেহায়াপনার মতো নির্লজ্জতা দূর করে সুশিক্ষিত, আদর্শ ও কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের কাজ একমাত্র তাওহীদি আক্বীদায় বিশ্বাসী নিবেদিতপ্রাণ, ঈমান ও 'আমলে সামঞ্জস্যশীল এবং জাহেলিয়াতের সাথে আপোষহীন যুবসমাজের দ্বারাই সম্ভব। তাই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন,

যুগে যুগে তুমি অকল্যাণেরে করিয়াছ সংহার
তুমি বৈরাগী বক্ষের প্রিয়া ত্যাজি ধর তলোয়ার।
জরজীর্ণের যুক্তি শোন না গতি শুধু সম্মুখে,
মৃত্যুরে প্রিয় বন্ধুর সম জড়াইয়া ধর বুকে।
তোমরাই বীর সন্তান যুগে যুগে এই পৃথিবীর,
হাসিয়া তোমরা ফুলের মতন লুটায়েছ নিজ শির।
দেহেরে ভেবেছ ঢেলার মতন প্রাণ নিয়ে কর খেলা,
তোমারই রক্তে যুগে যুগে আসে অরুণ উদয় বেলা।

তাই আসুন, আমরা আমাদের যৌবনের এই মূল্যবান সময়কে মহান আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার চেষ্টা করি। সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখি। তাহলেই আমাদের এ যৌবনকাল সার্থক হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন। ☒

[৮৩] *সূরা আল কাহ্ফ : ২৯।*

কীভাবে ফর্‌য গোসল সম্পন্ন করতে হয়?

[২২ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

উল্লেখ্য যে, ফর্‌য গোসলের পর সালাতের জন্য নতুন করে ওযূ করতে হবে না, যদি গোসলের মধ্যে ওযূ ভঙ্গের কোনো কারণ না ঘটে।[৮৪]

গোসলের ফর্‌য দু'টি। যথা- **ক)** নিয়ত করা। **খ)** সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা (মুখ ও নাখের ভেতর পানি পৌঁছানোও এর অন্তর্ভুক্ত)।

যে সকল ক্ষেত্রে গোসল ফর্‌য (আবশ্যক) নয়; বরং মুস্তাহাব : ১) জুমু'আর দিন গোসল করা।[৮৫] **২)** ঈদের দিন গোসল করা। **৩)** হজ্জ বা 'উমরার জন্য ইহরামের পূর্বে গোসল করা।[৮৬] **৪)** হজ্জ বা 'উমরাহ্ আদায়ের উদ্দেশ্যে ইহরামের পূর্বে গোসল করা।[৮৭] **৫)** সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে গোসল করা। **৬)** ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু বা যে কোনো কাফির ইসলাম গ্রহণ করলে তার ওপর গোসল মুস্তাহাব (অধিক নির্ভরযোগ্য মতানুসারে)।

গোসলের ক্ষেত্রে কতিপয় ত্রুটি : ১) চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানোর ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া। উল্লেখ্য যে, মহিলার জন্য চুলের ঝুঁটি খোলার প্রয়োজন নেই। তবে প্রতিটি চুলের গোঁড়ায় পানি পৌঁছানো আবশ্যক।[৮৮] **২)** শরীরের প্রতিটি অংশে পানি দিয়ে তা ভালোভাবে ভেজানোর ব্যাপারে অলসতা করা। **৩)** গোসলে পানি অপচয় করা। রাসূল (ﷺ) মাত্র এক সা' তথা প্রায় তিন লিটার পানি দ্বারা গোসল করতেন। **৪)** সবার সামনে বেপর্দা হয়ে গোসল করা।

গোসল ফর্‌য হয়েছে এমন নাপাক ব্যক্তির ওপর যেসব কাজ করা হারাম : ১) সালাত আদায় করা। **২)** কাবা ঘরের তওয়াফ করা। **৩)** কুরআন স্পর্শ করা (অধিক বিশুদ্ধ মতানুসারে)। **৪)** কুরআন তিলাওয়াত করা।[৮৯] **৫)** মসজিদে অবস্থান করা।[৯০]

গোসল ফর্‌য অবস্থায় উপরোক্ত কাজগুলো ছাড়া আর কোনো কিছুই হারাম নয়। যেমন- ঘুমানো, রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, গৃহস্থালীর কাজ ইত্যাদি। ☒

[৮৪] *আবূ দাউদ- হা. ২৫০; আত্ তিরমিযী- হা. ১০৭, সহীহ।*
[৮৫] *সহীহ মুসলিম।*
[৮৬] *জামে' আত্ তিরমিযী, সুনানে দারাকুত্বনী।*
[৮৭] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৮৮] *সহীহ মুসলিম।*
[৮৯] *আবূ দাউদ, আত্ তিরমিযী, আন্ নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্।*
[৯০] *সুনান আবূ দাউদ, সুনান ইবনু মাজাহ্।*

সরল দীন : যা জানা আবশ্যক

–আবু ফাইয়ায মুহাম্মদ গোলাম রহমান

মানুষ আল্লাহ তা'আলার বান্দা বা দাস। সেই দাসত্বের জায়গা থেকে মানুষকে প্রভু রব্বুল 'আলামীনের ইবাদত-বন্দেগী করতে হয়। এই ইবাদতের মধ্যে কিছু ইবাদত অবশ্য পালনীয়। ছেড়ে যাওয়ার বা বাদ দেওয়ার কোনোই সুযোগ নেই। যাকে ফর্‌য ইবাদত বলা হয়। সেই ফর্‌য ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো– প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, যা ইসলামের প্রধান রুকন বা মূল স্তম্ভ। কিয়ামতের ময়দানে সালাত ছাড়া অন্য সকল ইবাদত মূল্যহীন হয়ে পড়বে, কেননা বান্দা সর্বপ্রথম সালাত সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসিত হবে। বিধায় সালাত সম্পর্কিত মাসআলা জানা ও বুঝা সকল মুসলিমের জন্য অপরিহার্য বিষয়। নিম্নে সালাত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করা হলো–

❖ সালাত কখন ফর্‌য হয়?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নবুওয়াত লাভ করেন ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে। নবুওয়াত লাভের অব্যবহিত পরেই জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) মুহাম্মদ (ﷺ)-কে ওযূ ও সালাতের নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দেন; তখন থেকেই প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দুই ওয়াক্ত সালাত ফর্‌য ছিল।

অতঃপর মদীনায় হিজরতের কিছুকাল পূর্বে মিরাজ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রতিদিনের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়ে মিরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, যা প্রতিটি মু'মিনের ওপর ফর্‌য। তখন থেকেই উম্মাতে মুহাম্মাদির ওপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফর্‌য হয়। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী নবীগণের ওপরও সালাত, সিয়াম ও যাকাত ফর্‌য ছিল।

❖ সালাত আদায়ের পূর্বশর্ত কী কী?

সালাত ফর্‌য ইবাদত একথা ঠিক; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না নিম্নের শর্তাবলী পূরণ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সালাতের আবশ্যকতা অর্পিত হচ্ছে না। অতএব সালাত আদায়ের পূর্বে নিম্নের শর্তাবলী পূরণ করা অত্যাবশ্যক। সালাতের এসব শর্তকে আহকামুস সালাত বা সালাতের আহকাম বলা হয়। যথা-

০১. মুসলিম হওয়া; অমুসলিমের ওপর সালাত ফর্‌য নয়।

০২. মানসিকভাবে সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন হওয়া; পাগল বা মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ওপর সালাত ফর্‌য নয়।

০৩. শারীরিক পবিত্রতা অর্জন ও ওযূ করা; নিরুপায় বা ওজর ব্যতিরেকে অপবিত্র অবস্থায় এবং ওযূ ছাড়া সালাত হবে না।

০৪. সতর ঢাকা (শরীরের নির্দিষ্ট স্থান আবৃত্ত করা); তবে বস্ত্রের অভাব থাকলে সতর ঢাকা ছাড়াই সালাত আদায় করতে হবে।

০৫. পবিত্র জায়গায় সালাত আদায় করা; অপবিত্র স্থানে সালাত আদায় করা যাবে না।

০৬. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া; সালাতের সময় বা ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে তা আদায় করলে বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৭. সালাতের নিয়ত করা; উল্লেখ্য যে, নিয়ত ছাড়া কোনো আমলই কবূলযোগ্য নয়। আর নিয়ত হলো মনের সংকল্প।

০৮. কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করা; সালাতে দাঁড়ানোর পূর্বে কিবলা নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ। তবে কিবলা নির্ণয় করা সম্ভব না হলে মনের দৃঢ়তা নিয়ে যেদিকে কিবলা মনে হচ্ছে, সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করতে হবে। *[উসূলুস সালাসাহ ওয়া আদিল্লাতিহা ওয়া ইয়ালীহা গুরূতুস সলাহ... পৃ. ২৫-২৮]*

❖ ওযূর ফর্‌য কয়টি ও কী কী?

সালাত আদায়ের প্রধানতম পূর্বশর্ত ওযূ করা। ওযূ ব্যতীত সালাত হবে না। পবিত্র কুরআনে ওযূর ৪টি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞ ফকিহ্‌গণ ঐ ৪টি স্তরের আলোকে ওযূর ছয়টি ফরযের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

০১. সমস্ত মুখমণ্ডল ভালোভাবে ধৌত করা।

০২. উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ভালোভাবে ধৌত করা।

০৩. সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ্ করা।

০৪. উভয় পা গিরাসহ ভালোভাবে ধৌত করা।

০৫. ধৌত করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা (যাকে ওযূর তারতীব বলা হয়) এবং

০৬. এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগেই পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করা (মুওয়ালাত)। *[ইবনু কাসিম-এর হাশিয়াসহ আর-রওযুল মুরবি- ১/১৮১-১৮৮, ইসলাম কিউএ, প্রশ্ন নং- ২২৬৪২২]*

❖ কীভাবে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে ওযূ সম্পাদন করতে হয়?

পবিত্র পানি দ্বারা, ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় শরীরের নির্ধারিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ধৌত করাকে ওযূ বলে। নিম্নে ওযূর ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হলো–

০১. 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূ শুরু করা। *[সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৫; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৯৮]*

০২. পাত্র হতে পানি ডান হাতে ঢেলে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার উত্তমরূপে ধৌত করা। *[সহীহুল বুখারী- হা. ১৯২; সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৫]*

০৩. তিনবার কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ভালো করে সাফ করা। *[সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯২; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৪৫]*

০৪. সমস্ত মুখমণ্ডল তিনবার ভালোভাবে ধৌত করা। *[সহীহুল বুখারী- হা. ১৫৯; সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৬]*

০৫. দুই হাত (প্রথমে ডানহাত ও পরে বামহাত) কনুই পর্যন্ত তিনবার উত্তমরূপে ধৌত করা।

০৬. দু'হাত ভিজিয়ে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা; অতঃপর শাহাদাত আঙুল দ্বারা দুই কানের ভিতরের অংশ ও দুই বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কানের বাইরের অংশ একবার মাসাহ করা।

০৭. উভয় পা (প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা) টাখনু পর্যন্ত তিনবার ভালোভাবে ধৌত করা। *[বুখারী- হা. ১৫৮]*

বিশেষ দ্রষ্টব্য : *ওযূ করার সময় নির্ধারিত অঙ্গের চুল পরিমাণ জায়গাতেও যদি পানি না পৌঁছে তবে ওযূ হবে না। অতএব তাড়াহুড়া না করে সতর্কতার সাথে ওযূ সম্পাদন করতে হবে।*

❖ কোন কোন কাজের পূর্বে ওযূ করা ফরয?

ওযূ করার মধ্য দিয়ে শারীরিক পবিত্রতা অর্জিত হয় না; বরং শরীর পবিত্র অবস্থায় ওযূ করতে হয়। শারীরিক পবিত্রতার জন্য অপবিত্র স্থান ধৌত করা এবং কার্যক্ষেত্রে গোসল করা আবশ্যক। কিছু কাজ পবিত্র অবস্থায় করা যায়। আবার এমন কিছু কাজ আছে, যার পূর্বে ওযূ করা আবশ্যক। যেসব কাজের পূর্বে ওযূ আবশ্যক তা নিম্নরূপ :

০১. সালাত আদায়ের পূর্বে ওযূ করা। ওযূ ব্যতীত সালাত হবে না। *[সূরা আল মায়িদাহ্ : ৬; সহীহুল বুখারী- হা. ১৩২]*

০২. পবিত্র কাবা ঘর তাওয়াফের পূর্বে। বিনা ওযূতে তাওয়াফ বৈধ নয়– *[সহীহুল বুখারী- হা. ৩০৫; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৯২০]* এবং

০৩. পবিত্র কুরআন মাজীদ স্পর্শ করার পূর্বে– *[দারাকুতনী- হা. ৪৩১-৪৩৩]*। বিষয়টি মতভেদপূর্ণ।

❖ ওযূ ভঙ্গের কারণগুলো কী কী?

ওযূ করার পর নিম্নবর্ণিত কারণে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়, তবে শারীরিক পবিত্রতা নষ্ট হয় না। সালাত বা তাওয়াফের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কারণ সংঘটিত হলে পুনরায় ওযূ করে প্রথম থেকে সালাত বা তাওয়াফ শুরু করতে হবে। ওযূ ছুটে যাওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ। যথা-

০১. মল-মূত্র ত্যাগ করলে অথবা মল-মূত্র ত্যাগের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে। *[সুনান আবূ দাউদ- হা. ২০৬]*

০২. বাতকর্ম অর্থাৎ- পায়ুপথ দিয়ে বায়ু ত্যাগ করলে।

০৩. শরীরের কোনো অঙ্গ থেকে কোনোপ্রকার নাপাক বস্তু বের হলে। *[ফাতাওয়া বিন বায- ৩/২৯৪]*

০৪. গোসল ফরয হয়, এমন কোনো কাজ সংঘটিত হলে।

০৫. চিৎ হয়ে, ঠেস দিয়ে অথবা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে।

০৬. হুঁশ বা জ্ঞান হারিয়ে ফেললে। *[জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৯৬; মুগনী- ১/২৩৪]*

০৭. পর্দাবিহীন অবস্থায় লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে। *[সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৮১; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪৮১]*

০৮. উটের গোশত ভক্ষণ করলে। *[সহীহ মুসলিম- হা. ৩৬০]*

❖ সালাতের ওয়াক্ত বা সময় এবং রাকআত সংখ্যা কত?

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা প্রত্যেক মু'মিনের ওপর ফরয। ওয়াক্তসমূহ– ফজর, যোহর, 'আসর, মাগরিব এবং 'ইশা। প্রতি ওয়াক্ত সালাতের রাকআত সংখ্যা নিম্নরূপ :

০১. **ফজর :** দুই রাকআত ফরয। ফরযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত। *[সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৯৪]*

০২. **যোহর :** চার রাকআত ফরয। ফরযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দু'রাকআত সুন্নাত। *[আন্ নাসায়ী- হা. ৮৭৫; ইবনু মাজাহ্- হা. ১৩২২; মিশকাত- হা. ১১৫৯]*

০৩. **'আসর :** চার রাকআত ফরয।

০৪. **মাগরিব :** তিন রাকআত ফরয। এরপরে দুই রাকআত সুন্নাত।

০৫. **'ইশা :** চার রাকআত ফরয। এরপরে দুই রাকআত সুন্নাত এবং শেষে এক থেকে নয় রাকআত পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যায় বিত্র।

❖ প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচি অর্থাৎ- কখন তা আদায় করতে হয়?

নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা মু'মিনের ওপর আবশ্যক। সময়ের পূর্বে সালাত আদায় করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অধিক বিলম্ব করলে মন্দ কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ জন্য সালাতের সময়সূচি সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা থাকাও আবশ্যক। সময়সূচি নিম্নরূপ :

০১. **ফজরের সময় :** সুবহে সাদিক হতে সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত ফজরের সময়। *[সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৯৪]*

০২. **যোহরের সময় :** সূর্য মাথার ওপর হতে (সামান্য) পশ্চিমে হেলে যাবার পর হতে কোনো জিনিসের ছায়া সে জিনিসের সমপরিমাণ লম্বা না হওয়া পর্যন্ত যোহরের সময়। *[মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৮১, ৫৮৩]*

০৩. **'আসরের সময় :** কোনো জিনিসের ছায়া সে জিনিসের সমপরিমাণ লম্বা হওয়ার পর হতেই 'আসরের সময় শুরু হয়। *[মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৮৩]*

০৪. **মাগরিবের সময় :** সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিম আকাশে লাল আভা থাকা পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময়। *[মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৮১]*

০৫. **'ইশার সময় :** সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশ হতে লাল আভা দূরীভূত হলেই ইশার সময় শুরু হয়। মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হবার পর হতে অর্ধরাত পর্যন্ত 'ইশার সালাতের সময়। *[মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৮১]*

❖ সালাতের রুকন কয়টি ও কী কী?

সালাতের মধ্যে এমন কিছু কার্যাবলী আছে যা সম্পাদন করতেই হবে, না করলে বা ছুটে গেলে সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে– ঐ সকল কার্যাবলীকে সালাতের রুকন বলা হয়। সালাতের রুকনসমূহ নিম্নরূপ :

০১. তাকবীরে তাহরীমা (আল্লা-হু আকবার বলে) দ্বারা সালাত শুরু করা।

০২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। তবে দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে এবং বসতেও অক্ষম হলে শুয়ে সালাত আদায় করতে হবে।

০৩. প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহাহ্ পাঠ করা। সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ ব্যতীত সালাত হবে ন।

০৪. রুকু করা এবং তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

০৫. রুকু হতে দণ্ডায়মান হওয়া ও তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

০৬. সাত অঙ্গের ওপর সিজদাহ্ করা ও তাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।

০৭. দুই সিজদার মধ্যসময়ে ধীরস্থিরভাবে বসা।

০৮. সালাতের মধ্যকার সকল কাজ ধীরস্থীরভাবে সম্পাদন করা।

০৯. রুকনগুলো পালনে তারতীব অর্থাৎ- ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

১০. শেষ বৈঠক করা।

১১. তাশাহ্হুদের জন্য বসা।

১২. শেষ বৈঠকে রাসূল (ﷺ)-এর ওপর দরূদ পাঠ করা।

১৩. প্রথমে ডানদিকে এবং পরে বামদিকে সালাম ফিরানো। *[উসূলুস সালাসাহ ওয়া আদিল্লাতিহা ওয়া ইয়ালীহা শুরূতুস সলাহ...- পৃ. ২৯-৩৪]*

উল্লেখ্য যে, সালাতের কোনো একটি রুকন ছাড়া পড়লে, সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ- কোনো মুসল্লি যদি ভুলবশত রুকূ'/সিজদাহ্ অথবা কোনো একটি রুকন ছেড়ে যায়, তখন তার করণীয় হলো– যে রাকআতের রুকন ছাড়া পড়েছে সেই রাকআতকে বতিল ধরে, সালাতের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো মুসল্লি দ্বিতীয় রাকআতের রুকূ' বা সিজদাহ্ ভুলবশত ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে গেছে, এমতাবস্থায় তার করণীয় হলো তৃতীয় রাকআতকে দ্বিতীয় রাকআত ধরে সালাত পূর্ণ করা এবং সালাম ফেরানোর পূর্বে সাহু সিজদাহ্ দেওয়া।

❖ সালাতের ওয়াজিব কয়টি ও কী কী?

সালাতের ওয়াজিবসমূহ সালাতের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেননা সালাতের যে কোনো একটি ওয়াজিব ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বাদ পড়লে সাহু সিজদাহ্ দিতে হবে। সালাতের ভিতরের ওয়াজিবসমূহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হলো–

০১. তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত অন্যান্য তাকবীর দিয়ে অবস্থান পরিবর্তন করা।

০২. রুকূ' হতে ওঠার সময় 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' বলা।

০৩. ইমাম-মুক্বতাদী সকলকে রুকূ' থেকে ওঠার পর 'রব্বানা লাকাল হাম্দ' বলা।

০৪. রুকূ'তে গিয়ে তাসবীহ্ (সুবহা-না রব্বিয়াল আজীম) পাঠ করা। এখানে নির্ধারিত অন্য দু'আও পাঠ করা যাবে।

০৫. সাজদায় গিয়ে তাসবীহ্ (সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা) পাঠ করা। এখানে নির্ধারিত অন্য দু'আও পাঠ করা যাবে।

০৬. দুই সাজদার মাঝখানে কমপক্ষে 'রব্বিগফিরলী' বলা। এখানেও পাঠযোগ্য অন্য দু'আ রয়েছে।

০৭. তিন ও চার রাকআতবিশিষ্ট সালাতের দ্বিতীয় রাকআতে বৈঠক করা।

০৮. প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ অর্থাৎ- 'আততাহিয়্যাতু..' পাঠ করা। *[উসূলুস সালাসাহ ওয়া আদিল্লাতিহা ওয়া ইয়ালীহা শুরূতুস সলাহ...- পৃ. ৩৪]*

❖ সালাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতসমূহ কী কী?

সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলো সুন্নাত রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো–

০১. তাকবীরে তাহরিমার পর সানা পাঠ করা।

০২. সূরা আল ফাতিহার পূর্বে আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করা।

০৩. সূরা আল ফাতিহাহ্ শেষে 'আমীন' বলা।

০৪. সূরা আল ফাতিহাহ্ শেষে অন্য একটি সূরা বা সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা।

০৫. ইমামের জন্য উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়া।

০৬. রুকূ'তে যাওয়া, রুকূ' হতে ওঠা এবং (তিন বা চার রাকআতবিশিষ্ট সালাতে) প্রথম বৈঠক থেকে ওঠার সময় রাফউল ইয়াদাঈন করা।

০৭. সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা।
০৮. সিজদায় দু'পায়ের গোড়ালি একত্রে করে আঙুলগুলো কিবালামুখী করে রাখা।
০৯. শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠের পর দু'আ মাসুরা ও অন্যান্য দু'আ পাঠ করা।
১০. শেষ বৈঠকে বাম নিতম্বের ওপর বসা প্রভৃতি। *[ইসলাম কিউএ- প্রশ্ন নং- ৬৫৮৪৭]*

❖ সালাতরত অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো কী কী?

সালাতরত অবস্থায় এমন কিছু কাজ বা আচরণ, যা নিষিদ্ধ এবং সেগুলো সংঘটিত হলে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায়। সেসব নিষিদ্ধ কাজ নিম্নরূপ :

০১. সালাতরত অবস্থায় পবিত্রতা নষ্ট হলে, ওযূ ছুটে গেলে বা সতর প্রকাশ হয়ে পড়লে।
০২. কিবলার দিক থেকে শরীর ঘুরিয়ে নিলে।
০৩. শরীরে, পোশাকে বা সালাতের স্থানে নাপাকি থাকলে।
০৪. সালাত ভঙ্গের নিয়ত করলে।
০৫. সালাতের কোনো রুকন বাদ পড়লে বা কোনো রুকন বাড়িয়ে করলে।
০৬. স্বেচ্ছায় কোনো ওয়াজিব ছেড়ে গেলে।
০৭. তিলাওয়াতকালে ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ পরিবর্তন করলে।
০৮. সালাতরত অবস্থায় পানাহার করলে।
০৯. সালাতরত অবস্থায় কথা বললে অথবা সশব্দে হাসলে।
১০. কারণ ছাড়া অতিরিক্ত নড়াচড়া করলে।
১১. ইমামের আগে সালাম ফেরালে প্রভৃতি। *[শাইখ মারঈ বিন ইউসুফ আল হাম্বলির রচিত 'দালিলুত ত্বালিব লি নাইলিল মাতালিব- পৃ. ৩৪, শাইখ ইবনু বায দুরুসুম মুহিম্মাহ]*

❖ গোসলের ফরয কয়টি ও কী কী?

পুরুষ ও নারী যৌবনে পদার্পণের পর জৈবিক চাহিদাজনিত কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে কিংবা নারীদের বিশেষ অবস্থা সমাপ্তির পর গোসল করা ফরয। গোসলের ফরয দু'টি। যথা-

০১. নিয়ত করা।
০২. সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা (মুখ ও নাকের ভেতর পানি পৌঁছানোও এর অন্তর্ভুক্ত)।

❖ কীভাবে ফরয গোসল সম্পন্ন করতে হয়?

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনার আলোকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে ফরয গোসল সম্পন্ন করা মহানবী (ﷺ)-এর সন্নাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব ফরয গোসলের সুন্নাতি পদ্ধতি হলো–

০১. প্রথমে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত তিনবার ধৌত করা;
০২. ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ভালোভাবে ধৌত করা;
০৩. বাম হাত মাটি (বা সাবান) দিয়ে ঘষে ভালোভাবে ধৌত করা;
০৪. সালাতে ওযূর মতো (দুই পা ব্যতীত) উত্তমরূপে ওযূ করা;
০৫. মাথায় তিন আঁজল পানি ঢালা, অতঃপর সম্পূর্ণ শরীরে পানি ঢেলে গোসল সম্পন্ন করা;
০৬. সব শেষে গোসলের স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে দুই পা ধৌত করা। *[সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৮ ও ২৪৯; সহীহ মুসলিম- হা. ৩১৬ ও৩১৭]*

উল্লেখ্য যে, গোসলের সময় চুলের গোড়া ভালোভাবে খেলাল করতে হবে অথবা শরীরের প্রতিটি লোমকূপে ভালোভাবে পানি পৌঁছাতে হবে।

❖ গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তির উপর কোন কোন কাজ করা হারাম?

যখন কোনো ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়, তখন তাকে নিম্নবর্ণিত কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, ফরয গোসল না করা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কাজ সম্পন্ন করা হারাম।

০১. সালাত আদায় করা।
০২. কা'বা ঘরের তওয়াফ করা।
০৩. কুরআন স্পর্শ করা (অধিক বিশুদ্ধ মতানুসারে)।
০৪. কুরআন তিলাওয়াত করা।
০৫. মাসজিদে অবস্থান করা। *[সুনান আবূ দাউদ; জামে' আত্ তিরমিযী; সুনান আন্ নাসায়ী; সুনান ইবনু মাজাহ]*

গোসল ফরয অবস্থায় উপরোক্ত কাজগুলো ছাড়া আর কোনো কিছুই হারাম নয়। যেমন- ঘুমানো, রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, গৃহস্থালীর কাজ ইত্যাদি।

❖ কখন এবং কোন কোন কাজের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব?

সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং হাদীস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, নিম্নবর্ণিত দিনে বা উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গোসল করা মুস্তাহাব।

০১. জুমু'আর দিন গোসল করা।
০২. ঈদের দিন গোসল করা।
০৩. হাজ্জ বা 'উমরার আদায়ের জন্য ইহরামের পূর্বে গোসল করা।
০৪. সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে গোসল করা।
০৫. অধিক নির্ভরযোগ্য মতানুসারে কাফির ইসলাম গ্রহণ করলে তার উপর গোসল মুস্তাহাব। ☒

জমঈয়ত কার্যালয়ে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা

আরাফাত ডেস্ক : গত ৩০ নভেম্বর শনিবার ধর্ম উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন দেশের সর্বপ্রাচীন ও বৃহত্তম সালাফী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরারিয়া পরিদর্শন করেন। উপদেষ্টা ড. খালিদ হোসেন বেলা ১.৩০টায় ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত জমঈয়ত কার্যালয়ে পৌঁছলে তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনাসহ স্বাগত জানান বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। এ সময় তার সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতিবৃন্দ- সাবেক আইজিপি মুহাম্মদ রুহুল আমীন, আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন, প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী, শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, জমঈয়ত উপদেষ্টা আলহাজ্জ নবী উল্লাহ নবী, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার অধ্যক্ষ শাইখ মোস্তফা সালাফী, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, সাংগঠনিক সেক্রেটারি অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক-সহ কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দ এবং মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দ।

ধর্ম উপদেষ্টার সম্মানে জমঈয়ত ভবন প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল্লাহ ফারুক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা ড. খালিদ হোসেন আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী ও প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহিমাহুল্লাহ)-এর স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমাদেরকে পারস্পরিক বিভেদ ভুলে ইসলাম ও দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমরা যদি মতভিন্নতাকে কেন্দ্র করে বিভেদ সৃষ্টি করি, তবে অপশক্তি আমাদের ওপর বিজয়ী হবে।

এসময় উপদেষ্টা মহোদয়কে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর বহুমুখী কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি দেখানো হয়। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের সকল কাজের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর সে লক্ষ্যেই আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে।

মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টার মাধ্যমে জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর নিকট দাবি পেশ করে বলেন, ফ্যাসিস্টদের পতন হয়েছে, তাই দেরি না করে অবিলম্বে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে ইসলামি সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সকল শ্রেণির শিক্ষা কারিকুলামে ইসলাম শিক্ষা সংযোজন, ইসলাম প্রচার-প্রসারে সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আদর্শ অনুসরণে রাষ্ট্রের অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

সেক্রেটারি জেনারেল ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী বলেন, মাননীয় উপদেষ্টা যদি তাওহীদ ও সুন্নাহ'র মানদণ্ডে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তবে সেই ঐক্যের সারিতে প্রথমে অবস্থান করবে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে উপদেষ্টা ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেনকে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আহলে হাদীস তালীমী বোর্ড ও মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের কাউন্সিল

ঐতিহ্যবাহী বংশাল আহলে হাদীস বড়ো জামে মসজিদের প্রধান মুতাওয়াল্লী ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন-এর সভাপতিত্বে গত ১৮ নভেম্বর সোমবার, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কাউন্সিল অধিবেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বংশাল বড়ো জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় বাদ আসর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক। প্রধান অতিথির নেতৃত্বাধীন নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন ও প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল মাতীন ও বংশাল এলাকা জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ হাফেয মুহাম্মদ সেলিম।

নির্বাচন পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ পরামর্শের ভিত্তিতে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও বংশাল এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করেন।

কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী উভয় কমিটির দায়িত্বশীলদের নাম ঘোষণা করলে উপস্থিত কাউন্সিলরগণ সর্বাত্মক সমর্থন করেন।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন যথাক্রমে আলহাজ্জ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর ও শাইখ মুহাম্মাদ এহসানুল্লাহ।

এ অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি ও আলোচকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ রঈসুদ্দীন ও শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী, ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারি সৈয়দ জুলফিকার আলী, মাসাজিদ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী, শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী, দফতর বিষয়ক সেক্রেটারি চৌধুরী মোমিনুল ইসলাম, সহকারী ইয়াতিম ও নও-মুসলিম বিষয়ক সেক্রেটারি আলহাজ্জ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান খেলন, সহকারী সমাজসেবা ও জনকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারি আলহাজ্জ আকমল হোসেন, উত্তরা এলাকা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী ও সেক্রেটারি মুহাম্মদ গোলাম রহমান, কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও সাবেক সভাপতি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়ার শিক্ষক মুফতি আব্দুর রউফ মাদানী, শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালেক প্রমুখ। যৌথভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন মহানগর দক্ষিণের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ এহসানুল্লাহ ও সহকারী সেক্রেটারি শাইখ শামসুল হক শিবলী। উল্লেখ্য যে, বংশাল শাখা ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের পূর্ণাঙ্গ কমিটির বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।

জরুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

খিলগাঁও আহলে হাদীস জামে মসজিদ কর্তৃক পরিচালিত **আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযি.) হাফিযিয়া মাদ্‌রাসায়** জরুরিভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত পদে ০৩ (তিন) জন **শিক্ষক নিয়োগ** দেয়া হবে।

ক্র.নং	পদের নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
০১	হিফয বিভাগের জন্য- কুরআনের হাফেয	ত্রিশোর্ধ্ব	কুরআনের হাফেয	হিফজ বিভাগে দায়িত্ব পালনের নূন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা	২০/১২/২৪
০২	কিতাব বিভাগের জন্য- সহকারী মাওলানা	ত্রিশোর্ধ্ব	কুরআনের হাফেযসহ দাওরায়ে হাদীস পাশ	কিতাব বিভাগে শিক্ষকতায় নূন্যতম ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা	২০/১২/২৪
০৩	জেনারেল বিষয়ের জন্য- শিক্ষক কাম-অফিস সহকারী	ত্রিশোর্ধ্ব	যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক/ডিগ্রী পাশ	নূন্যতম ০৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা ও কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী	২০/১২/২৪

শর্তাবলী : ১. বিনামূল্যে শিক্ষকদের থাকা ও খাওয়ার সু-ব্যবস্থা।

২. প্রার্থীকে অবশ্যই সালাফী আক্বীদায় বিশ্বাসী হতে হবে এবং সহীহ সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে।

৩. আবেদন পত্রের সাথে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ৩ কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি, চারিত্রিক সনদপত্র এবং জীবন বৃত্তান্ত সংযুক্ত করতে হবে।

৪. আগ্রহী প্রার্থীকে আগামী ২০/১২/২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে সেক্রেটারি, খিলগাঁও, আহলে হাদীস জামে মসজিদ ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযি.) হাফিযিয়া মাদ্‌রাসার কার্যকরী কমিটি, ১১৪২/এ, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯ বরাবরে স্বহস্তে লিখিত আবেদন করতে হবে।

৫. বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

বি. দ্র. আবেদনপত্র বাছাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ইঞ্জি. মো. আশরাফুল ইসলাম
সেক্রেটারি, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযি.) হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা
মোবাইল: ০১৭২০-২৯৩৮১৯

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***আমি শুনেছি 'সালাত আদায়কালে প্যান্ট গুটিয়ে রাখলে নামায হবে না।' এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানতে চাই।*** *আদেলুর রহমান, পাকশী, পাবনা।*

জবাব : সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বাচনিক বর্ণিত রয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন :

«أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ».

"আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন সাতটি হাড় (অঙ্গ) দ্বারা সাজদাহ্ করি। কপাল-সাথে নাকের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন, দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু'পায়ের মাথা; আর কাপড় ও চুল যেন না গোছাই।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮১২, সহীহ মুসলিম- হা. ৪৯০)*

উল্লেখিত হাদীস পেশ করে প্যান্ট গোছানো অবস্থায় সালাত হবেই না বলা ভুল। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'আলেমগণ একমত যে, কাপড় গুছিয়ে বা ভাঁজ করে সালাত পড়া নিষেধ। এসব হলো মাকরূহ তানযীহ। এভাবে সালাত পড়া মন্দ, তবে সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে।

(তুহফাতুল মিনহাজ- ২/২৬১-২৬২ পৃ.)

জিজ্ঞাসা (০২) : ***সাংসারিক অনটনের কারণে আমি ডিশ লাইনে চাকরি করি, এটা আমার জন্য হালাল হবে কি? করণীয় কী, অনুগ্রহ করে জানাবেন।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

জবাব : ডিশ লাইনের মাধ্যমে ভালো কিছুর প্রচারের সুযোগ থাকলেও এর মাধ্যমে হাসি-তামাশা, ফিতনা এবং অশ্লীলতার প্রচার হয় অনেক বেশি। এর খারাপ প্রভাবে সমাজের মানুষের চরিত্র বিনষ্ট হচ্ছে। এ ধরনের খারাপ প্রভাবযুক্ত ফিল্ডে কাজ করা আপনার জন্য বৈধ হবে না। কারণ এতে পাপ ও সীমা লঙ্ঘনমূলক কাজে সহায়তা করা হয়, আপনি মহান আল্লাহকে ভয় করুন এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিয্কের অন্য বৈধ পন্থা তালাশ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ○ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাঁর উপায় বের করে দেবেন এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিয্ক দান করবেন যা সে কল্পনাও করেনি।" *(সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ২-৩)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট মাত্রা।" *(সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ৩)*

সুতরাং আপনার উচিত হবে অশ্লীলতা প্রসারী ডিশ লাইনের কাজ ছেড়ে সন্দেহমুক্ত হালাল রিয্কের সন্ধান করা। মহান আল্লাহই সর্বোত্তম তাওফীক্বদাতা।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***জনৈক আলেম বলেছেন, ওযূ অবস্থায় লজ্জাস্থানে হাত লাগলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়, বিষয়টি জানিয়ে সংশয় দূর করবেন।***

আবুল বাশার
ডোমার, নীলফামারী।

জবাব : লজ্জাস্থানে হাত স্পর্শ হলে ওযূ নষ্ট হওয়ার বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। জমহুর ওলামার মতে, তাতে ওযূ ভঙ্গ হবে। এ মর্মে হাদীস হলো–

«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».

"যে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করল, সে যেন ওযূ করে।" *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৮১, সহীহ)*

এ মর্মে দ্বিতীয় মত হলো– লজ্জাস্থানে হাত স্পর্শ হলে ওযূ নষ্ট হবে না, তবে পুনরায় ওযূ করা মুস্তাহাব। তবে হাত স্পর্শে ওযূ নষ্ট হওয়াটা অধিক শক্তিশালী বিষয়।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***কুরআন তিলাওয়াত করে চুম্বন করে বুকে স্পর্শ করা যাবে কী?***

আফজাল হোসেন
সাভার, ঢাকা।

জবাব : কুরআন কারীম চুম্বন করা বা বুকে স্পর্শ লাগানো দলিলবিহীন কাজ। বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়ার কিতাব ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ্-দায়িমাতে এ মর্মে বলা হয়েছে–

"আমরা কুরআন কারীমকে চুম্বন করার কোনো দলিল অবগত নই। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন, তাকে উপলব্ধি ও গবেষণার জন্য, এর মাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্য এবং এর ওপর 'আমল করার জন্য।"

(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমাহ- ৪৫/৯৬)

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***ইমামের তাকবীর (আল্লাহু আকবার), সামিআল্লাহু লিমান হামিদা এবং সালাত শেষে সালাম উচ্চস্বরে বলার হুকুম/বিধান জানালে উপকৃত হতাম।***

কাওসার আহমেদ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

জবাব : সালাতে ইমামের তাকবীর, সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, সালাম বলার হুকুম বিষয়ে ইখতিলাফ বিদ্যমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র প্রসিদ্ধ মত উল্লেখ করে ইমাম ইবনু কুদামাহ্ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : সালাতে এসব বলা ওয়াজিব। দলিল হলো– প্রথমতঃ নবী (ﷺ) তার মতো সালাত পড়তে বলেছেন এবং এসবগুলো সালাতে বলার ও পড়ার আদেশ করেছেন। আর এ আদেশ ওয়াজিবের জন্য। নবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ.

"কারো সালাত পূর্ণাঙ্গ হবে না, যতক্ষণ না সে ওযূ করবে... অতঃপর বলবে আল্লাহু আকবার, তারপর রুকূ' করবে।" *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৮৫৬, ৮৫৭, আলবানী সহীহ)*

অনুরূপভাবে মুক্তাদীগণকেও এ তাকবীরগুলো বলা আবশ্যক। এই মর্মে দলিল হলো–

"إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا".

"ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণের জন্য। সুতরাং তিনি যখন তাকবীর বলবেন, তোমরা তখন তাকবীর বলবে।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৪১১)*

উক্ত তাকবীরগুলো সালাতে বলার বিষয়ে হানাফী ও শাফি'য়ী অধিকাংশ বিদ্বান সুন্নাত হওয়ার কথা বললেও উপরোক্ত দলিলসমূহ থেকে তা ওয়াজিব হওয়াই সাব্যস্ত হয়।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***উটের মাংস খেলে ওযূ করতে হয়, কিন্তু অন্য মাংস খেলে ওযূ করতে হয় না, এরূপ বিধানে হেতু কী?***

নূর আলম, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

জবাব : উটের গোশ্ত খেলে ওযূ করতে হবে মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সাহাবী জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল! বকরির গোশ্ত খেলে কি ওযূ করতে হবে? তিনি বললেন : না। লোকটি বলল : উটের গোশ্ত খেলে কি আমরা ওযূ করব? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ। এ মর্মে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। তাই এর হিক্বমত কী আছে, তা জানা থাক বা না থাক, রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশমতো উটের গোশ্ত খেলে অবশ্যই ওযূ করতে হবে। এটির কোনো কারণ হাদীসে উল্লেখ হয়নি। তব ওলামায়ে কিরাম এর কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন এবং নিজেদের ইজতিহাদ থেকে একাধিক মত দিয়েছেন। কেউ বলেছেন : উট আগুনের তৈরি এবং শয়ত্বানও আগুনের তৈরি, উট রাগী প্রাণী বা উটের গোশ্তে উত্তেজনার উপাদান রয়েছে। তাই এর গোশ্ত খেলে শরীর ও মননে এর প্রভাব পড়তে পারে। সে কারণে ওযূ করে নিলে আর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে না। তাই ওযূ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এসব অভিমত মাত্র। আমরা রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশ মতে উটের গোশ্ত খেলে ওযূ করাকে বিধিবদ্ধ বলে বিশ্বাস করি এবং এর ওপরই 'আমল করে থাকি। –আল্লাহু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***পর পর তিন জুমু'আহ্ সালাত আদায় না করলে মুসলিম থাকে না –কথাটি কতখানি সত্য? দলিলভিত্তিক সঠিক জবাব জানতে চাই।*** *আবু জাফর*
পাংশা, রাজবাড়ি।

জবাব : সালাত মু'মিন ও কাফির-এর মাঝে পার্থক্যকারী ইবাদত। তাছাড়া জুমু'আর সালাত সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি উম্মাতে মুহাম্মাদী'র বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটে। তছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "যে ব্যক্তি অলসতাবশতঃ তিন জুমু'আহ্ ছেড়ে দেবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন।" *(আবূ দাউদ; আন্ নাসায়ী; সুনান আত্ তিরমিযী)*

অপর বর্ণনায় এসেছে– সাহাবী জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি ওজর ছাড়া তিন জুমু'আহ্ ছেড়ে দেবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। *(ইবনু মাজাহ্- হা. ১১২১, হাসান)*

তাই এরূপ ব্যক্তিকে তাওবাহ্ করে সালাত আদায় করতে জোর প্রচেষ্টা চালানো উচিত। নতুবা কুফ্রী থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

জিজ্ঞাসা (০৮) : *আমি একজন বৃদ্ধা মহিলা। শীতকালে বেশি ঠাণ্ডায় বাধ্য হয়ে আমি তায়াম্মুম করি। তায়াম্মুমের নিয়ম একেকজন একেকভাবে বলেন। সহীহ নিয়ম কোন্‌টি তা জানিয়ে বাধিত করবেন।*

মামুনুর রাশীদ
সিঙ্গাপুর।

জবাব : আপনি তায়াম্মুমের নিয়তে বিস্‌মিল্লা-হ বলে পবিত্র মাটিতে হাত মারবেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবেন। প্রথমে মুখমণ্ডল এবং পরে উভয় হাতের কব্জি মাসাহ করবেন। মহানবী (ﷺ) একদা তায়াম্মুমের বিধান শেখাতে গিয়ে বলেন–

«إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ (ﷺ) بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيْهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

"তোমার জন্য (তায়াম্মুম করতে) এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। অতঃপর নবী (ﷺ) একবার পবিত্র মাটিতে দুই হাত মারলেন দু'হাতে ফুঁ দিয়ে মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু'হাত মাসাহ করলেন।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩৮)*

এক হাতের আঙুলসমূহের দ্বারা অপর হাতের কব্জীর গিট থেকে নিয়ে কব্জীর পৃষ্ঠদেশ মাসাহ করা কর্তব্য, এভাবে উভয় হাত মাসাহ করতে হবে, তবে তা কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা সঠিক নয়।

জিজ্ঞাসা (০৯) : *আমাদের দেশের অনেক যুবক ইউরোপ-আমেরিকার খ্রিষ্টান দেশগুলোতে যাওয়ার জন্য জীবনপণ চেষ্টা করে। তাদের এ ধরনের প্রচেষ্টায় শরীয়তে কোনো বাধা আছে কি?*

ইমরুল কায়েস
বেনাপোল, যশোর।

জবাব : বৈষয়িক উন্নতির জন্য মুসলিম যুবকদের খ্রিষ্টান দেশগুলোতে পাড়ি জমানোর প্রবণতা বিপদজনক মানসিকতা। শরীয়র দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাজ বৈধ নয়। ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান বা অন্যান্য ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রগুলোতে গমন ও অবস্থান ঈমানদারদের ঈমানকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেওয়ার শামিল। মহানবী (ﷺ) এই মর্মে ইরশাদ করেছেন,

«أَنَا بَرِيْءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ».

"প্রত্যেক ঐ মুসলিমের সাথে আমার সম্পর্ক নেই যে মুশরিকদের মধ্যে অবস্থান করে।" *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৬৪৫; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১৬০৫, আলবানী হাসান বলেছেন; আস্ সহীহাহ্- ২/২২৮)*

এমনকি মুশরিকদের মধ্য থেকে ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তিকেও মুশরিকদের সংশ্রব ছেড়ে আলাদা হওয়ার নির্দেশনা শরীয়তে এসেছে। মহানবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

«لَا يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ».

"কোনো মুশরিক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার 'আমল কবুল করেন না।" *(মুসনাদ আহমাদ- ৫/৪, মা. শা., হা. ২০৩৫৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৫৩৬, হাসান)*

বিধায় মু'মিন-মুসলিমদের কাফির দেশে গমন করার আগ্রহ থেকে বিরত থাকা উচিত।

জিজ্ঞাসা (১০) : *মহিলা ও পুরুষের জানাযার সালাতে ইমাম সাহেব কি বুক বরাবর দাঁড়াবে, না-কি ভিন্ন স্থানে? বিষয়টি জানালে উপকৃত হব।*

ফাইসাল
ভালুকা, ময়মনসিংহ।

জবাব : জানাযার সালাতে ইমাম পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে বুক বরাবর দাঁড়ালে তা শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে সহীহ হলো, ইমাম সাহেব পুরুষ মাইয়্যিতের মাথা বরাবর এবং মহিলা মাইয়্যিতের কোমর বরাবর দাঁড়াবেন। সাহাবী কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মায়ের জানাযা সালাত আদায়কালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মাঝামাঝি অর্থাৎ- কোমর বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন। *(সহীহ মুসলিম- হা. ৮৭/৯৬৪)*

অপর বর্ণনায় এসেছে– আবূ হামযাহ্ গালিব বলেন :

قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءُوْا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوْا : يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيْرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ : هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ (ﷺ) قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ».

"আমি আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে একজন পুরুষের জানাযার সালাত পড়াতে দেখলাম। তিনি লোকটির মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। অতঃপর অপর এক মহিলার জানাযা নিয়ে আসা হলো। লোকেরা বললেন : হে আবূ হামযাহ্ [আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)] আপনি এ মহিলার সালাত আদায় করুন। অতঃপর তিনি তার কোমর বরাবর দাঁড়ালেন। 'আলা ইবনু যিয়াদ বললেন : হে আবূ হামযাহ্! আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পুরুষের মাথা বরাবর এবং মহিলার কোমর বরাবর দাঁড়াতে দেখেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ।" *(আবূ দাউদ- হা. ৩১৯৪; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৩৪, সহীহ)* ☒

প্রচ্ছদ রচনা

সুলতান শরীফ আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

–আব্দুল মোহাইমেন সা'আদ*

মানবতার কল্যাণে অবদান রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলাম শিক্ষার প্রসারে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতান শরীফ আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসানাল বলকিয়াহর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামিক শিক্ষাকে একটি বৈশ্বিক স্তরে পৌঁছানো এবং তা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে অতিক্রম করে মানব সমাজে প্রভাবিত করা। শুরু থেকেই সুলতান শরীফ আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের মৌলিক নীতি, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছে, যা এর শিক্ষার্থীদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথমদিকে সুলতান শরীফ আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল সুলতান ওমর আলি সাইফুদ্দিন সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ-এর মাধ্যমে, যেখানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ২৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়টি গাদং এলাকায় একটি নতুন ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে শিক্ষার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম ইসলামের মূলনীতির সাথে মিল রেখে পরিচালিত হয়, যার মধ্যে শরীয়াহ, ইসলামিক অর্থনীতি, ইসলামী উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য ইসলামিক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত। সুলতান শরীফ আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রাপ্ত শিক্ষা শুধুমাত্র একাডেমিক নয়, বরং শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধেও সৃজনশীল দৃষ্টি প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে ইসলামের নৈতিকতা, দাওয়াহ (ইসলামের প্রচার) এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্বের ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র একাডেমিক দক্ষতা অর্জন করে না; বরং তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী নীতির প্রতিফলন ঘটায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের ইসলামের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিককে বুঝানো। তা এই যে ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানবতার কল্যাণে নিবেদিত।

সুলতান শরীফ আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে, যা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে। একাডেমিক সফরের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ইসলামী শিক্ষার বৈশ্বিক বিস্তারকে অনুসন্ধান করতে পারে। এ ধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে তারা অন্য সাংস্কৃতিক এবং জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ইসলামের সার্বজনীন মানবিক শিক্ষাকে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র, যেমন হালালান তাইবান রিসার্চ সেন্টার, মাযহাব শাফি রিসার্চ সেন্টার এবং সেন্টার ফর লিডারশিপ অ্যান্ড লাইফলং লার্নিং, ইসলামী শিক্ষা এবং গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এসব কেন্দ্র ইসলামী শিক্ষার প্রতি বিশ্ববাসীর আগ্রহ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে এবং সঠিক পথে ইসলামের নীতি এবং মূল্যবোধের প্রচার করছে। সুলতান শরীফ আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র শিক্ষিত করেই সন্তুষ্ট নয়; বরং তাদের শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানবিক ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলারও চেষ্টা করে, যারা সমাজের জন্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমে সুলতান শরীফ আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের দরবারে একটি শক্তিশালী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে ইসলামের নৈতিক শিক্ষাকে আরো বিস্তৃত ও শক্তিশালী করতে পেরে গর্বিত হবে। ☒

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

JAMIYAT SHUBBANE AHL-AL HADITH BANGLADESH

সূত্রঃ শুব্বান/কেন্দ্র/২০২৪/৩৯ তারিখঃ ২৮.১১.২০২৪

ক্ষোভ প্রকাশ ও তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার হিন্দু উগ্রবাদী তথাকথিত সংগঠন **ইসকন** (ISKON)-এর সাবেক নেতা ও বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতার ও জামিন শুনানিকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে ইসকনের কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় ইসকন কর্মী ও সমর্থকদেরকে ধারালো অস্ত্র হাতে আদালত প্রাঙ্গণে মহড়া দিতে দেখা যায় এবং ইসকনের সাবেক নেতার মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী, সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলামকে এক পর্যায়ে ইসকন কর্মীরা ধাওয়া করে আদালত প্রাঙ্গণে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জাবাই করে হত্যা করে।

এই নজিরহীন, বর্বরোচিত ও ন্যাক্কারজনক ঘটনায় তাওহীদী ছাত্র ও যুবসংগঠন **জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ**-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি **মুহা. আব্দুল্লাহ্ আল-ফারুক** ও সাধারণ সম্পাদক **হাফেয আব্দুল্লাহ্ বিন হারিছ** তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তারা নিহত অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফের জন্য মহান আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করেন এবং রবের দরবারে তাঁর জন্য জান্নাতের উঁচু মাকাম প্রাপ্তির দুআ করেন। তারা শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সাম্প্রতিক এ ঘটনায় শুব্বান দ্ব্যর্থহীনভাবে মনে করে যে, সামাজিক ও মানবধর্মী সংগঠনের ছদ্মাবরণে ইসকন উগ্র ও সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তার আসল চেহারা বিশ্বের কাছে প্রকাশ করেছে। ইতঃপূর্বে ফ্যাসিস্টদের ছত্রছায়ায় এ সংগঠন দেশের ইতিহাস, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিকৃতি সাধন ও উগ্র হিন্দুত্ববাদকে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার নীল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

এ ঘটনার সাথে জড়িতদের সকলকে অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছে সংগঠনটি। অধিকন্তু, দেশে দেশে উগ্র ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তথাকথিত ইসকন (ISKON) নামক সংগঠনকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার কাছে এই সংগঠনকে কালো তালিকাভুক্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছে। পাশাপাশি ইসকনের সাথে জড়িত দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদেরও সুসংগঠিতভাবে এবং কঠোরহস্তে দমন করতে সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ছাত্র-যুবকসহ সর্বসাধারণকে সদাসতর্ক অবস্থানে থাকা এবং বৃহত্তর জনমত গড়ে তোলা সময়ের দাবি। দেশের আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নসহ দেশি-বিদেশি সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করুন। আমীন।

হেদায়াতুল্লাহ
দফতর সম্পাদক
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ★ স্থাপিত-১৯৮৯ ★ ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

info.shubbanbd@gmail.com ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪, মোবাইলঃ ০১৭৬৫ ৮১২২৬১ www.shubbanbd.org

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (ডিসেম্বর–২০২৪)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫ : ০৫	০৬ : ২৩	১১ : ৪৮	০২ : ৫১	০৫ : ১১	০৬ : ৩১
০২	০৫ : ০৫	০৬ : ২৪	১১ : ৪৮	০২ : ৫১	০৫ : ১১	০৬ : ৩১
০৩	০৫ : ০৬	০৬ : ২৫	১১ : ৪৯	০২ : ৫১	০৫ : ১১	০৬ : ৩১
০৪	০৫ : ০৭	০৬ : ২৫	১১ : ৪৯	০২ : ৫১	০৫ : ১২	০৬ : ৩২
০৫	০৫ : ০৭	০৬ : ২৬	১১ : ৫০	০২ : ৫১	০৫ : ১২	০৬ : ৩২
০৬	০৫ : ০৮	০৬ : ২৭	১১ : ৫০	০২ : ৫২	০৫ : ১২	০৬ : ৩২
০৭	০৫ : ০৮	০৬ : ২৭	১১ : ৫০	০২ : ৫২	০৫ : ১২	০৬ : ৩২
০৮	০৫ : ০৯	০৬ : ২৮	১১ : ৫১	০২ : ৫২	০৫ : ১২	০৬ : ৩৩
০৯	০৫ : ১০	০৬ : ২৯	১১ : ৫১	০২ : ৫২	০৫ : ১৩	০৬ : ৩৩
১০	০৫ : ১০	০৬ : ২৯	১১ : ৫২	০২ : ৫৩	০৫ : ১৩	০৬ : ৩৩
১১	০৫ : ১১	০৬ : ৩০	১১ : ৫২	০২ : ৫৩	০৫ : ১৩	০৬ : ৩৪
১২	০৫ : ১১	০৬ : ৩১	১১ : ৫৩	০২ : ৫৩	০৫ : ১৪	০৬ : ৩৪
১৩	০৫ : ১২	০৬ : ৩১	১১ : ৫৩	০২ : ৫৪	০৫ : ১৪	০৬ : ৩৪
১৪	০৫ : ১২	০৬ : ৩২	১১ : ৫৪	০২ : ৫৪	০৫ : ১৪	০৬ : ৩৫
১৫	০৫ : ১৩	০৬ : ৩২	১১ : ৫৪	০২ : ৫৪	০৫ : ১৫	০৬ : ৩৫
১৬	০৫ : ১৩	০৬ : ৩৩	১১ : ৫৫	০২ : ৫৫	০৫ : ১৫	০৬ : ৩৬
১৭	০৫ : ১৪	০৬ : ৩৪	১১ : ৫৫	০২ : ৫৫	০৫ : ১৫	০৬ : ৩৬
১৮	০৫ : ১৫	০৬ : ৩৪	১১ : ৫৫	০২ : ৫৬	০৫ : ১৬	০৬ : ৩৬
১৯	০৫ : ১৫	০৬ : ৩৫	১১ : ৫৬	০২ : ৫৬	০৫ : ১৬	০৬ : ৩৭
২০	০৫ : ১৬	০৬ : ৩৫	১১ : ৫৬	০২ : ৫৭	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৭
২১	০৫ : ১৬	০৬ : ৩৬	১১ : ৫৭	০২ : ৫৭	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৮
২২	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৬	১১ : ৫৭	০২ : ৫৮	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৮
২৩	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৭	১১ : ৫৮	০২ : ৫৮	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৯
২৪	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৭	১১ : ৫৮	০২ : ৫৯	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৯
২৫	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৮	১১ : ৫৯	০২ : ৫৯	০৫ : ১৯	০৬ : ৪০
২৬	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৮	১১ : ৫৯	০৩ : ০০	০৫ : ২০	০৬ : ৪১
২৭	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৮	১২ : ০০	০৩ : ০০	০৫ : ২১	০৬ : ৪১
২৮	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৯	১২ : ০০	০৩ : ০১	০৫ : ২১	০৬ : ৪২
২৯	০৫ : ২০	০৬ : ৩৯	১২ : ০১	০৩ : ০২	০৫ : ২২	০৬ : ৪২
৩০	০৫ : ২০	০৬ : ৪০	১২ : ০১	০৩ : ০২	০৫ : ২২	০৬ : ৪৩
৩১	০৫ : ২০	০৬ : ৪০	১২ : ০২	০৩ : ০৩	০৫ : ২৩	০৬ : ৪৩

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Spring Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

৫০% টিউশন ফি ছাড়

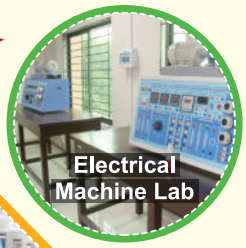

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)

Master of Business Administration (MBA-Regular)

Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত